পরিব্রাজক

স্বামী বিবেকানন্দ

মূল্য ৮০ আনা।

১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা,
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে
"রামকৃষ্ণ মিশন"
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
উক্ত ঠিকানাস্থ সারদা প্রেস হইতে
লালচাঁদ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পরিচয়।

হে পাঠক! প্রাচীন পরিব্রাজক আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান। তোমারও কুলগত আতিথ্য চির-প্রথিত। অতিথি যতিকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মানপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া গৃহমধ্যে স্থান দিবে কি? এবার কেবল ভারতভ্রমণ নহে; পৃথিবীর নানা স্থান পর্য্যটনের অভিজ্ঞতাদানে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সে সকল কথা শুনিলে বুঝিবে তাঁহার ভ্রমণ উদ্দেশ্যবিহীন নহে। কিসে ভারতে বর্ত্তমান অমানিশার অবসান হইয়া পূর্ব্বগৌরব পুনরায় উজ্জ্বলতর বর্ণে উদ্ভাসিত হইবে এই চিন্তা ও চেষ্টাই তাঁহার প্রতিপাদবিক্ষেপের মূলে। আবার ভারতের দুর্দ্দশা কোথা হইতে আসিল, কোন শক্তিবলে উহা অপগত হইবে, কোথায়ই বা সে সুপ্তশক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং উহার উদ্বোধন ও প্রয়োগের উপকরণই বা কি এ সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াই যে তাঁহাকে ক্ষান্ত দেখিবে তাহা

নহে কিন্তু বদ্ধপরিকর যতি স্বদেশে বিদেশে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মীমাংসিত বিষয় সকলের সত্যতাও যথাসম্ভব প্রমাণিত করিয়াছেন—তাহার নিদর্শনও প্রাপ্ত হইবে। বুদ্ধিমান বিদেশী তাঁহার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়া বলপুষ্ট হইতে চলিল ; হে স্বদেশী ! তুমিও কি এইবার তোমারই জন্য বহুশ্রমে সমাহৃত সারগর্ভ সত্যগুলি হৃদয়ে ধারণ এবং কার্য্যে পরিণত করিয়া সফলকাম হইবে ?

ইতি—

১লা মাঘ
১৩১২ }

বিনীত
সারদানন্দ।

পরিব্রাজক।

স্বামীজি ওঁ নমো নারায়ণায়—"মো" কারটা হৃষীকেশী ঢঙের উদাত্ত কোরে নিও ভায়া। আজ সাত দিন হল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্চে না হচ্চে খবরটা লিখ্‌বো মনে করি, খাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু ঐ বাঙ্গালী "কিন্তু" বড়ই গোল বাঁধায়। একের নম্বর কুড়েমি—ডায়েরি, না কি তোমরা বল, রোজ লিখ্‌বো মনে করি, তার পর নানা কাজে সেটা অনন্ত "কাল" নামক সময়েতেই থাকে; এক পাও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সে গুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে কোরো যে মহাবীরের মত বার তিথি মাস মনে থাক্‌তেই পারে না—রাম হৃদয়ে বোলে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্চে এই

ভূমিকা।

যে, সেটা বুদ্ধির দোষ এবং ঐ কুড়েমি। কি উৎ-পাৎ! "ক্ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ"—থুড়ি হলোনা,—"ক্ক সূর্য্যপ্রভববংশচূড়ামণিরামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ" আর—কোথা আমি দীন অতি দীন। তবে তিনিও শত যোজন সমুদ্র পার এক লাফে হয়েছিলেন, আর আমরা কাঠের বাড়ীর মধ্যে বন্ধ হয়ে, ওছল পাছল কোরে, খোঁটা খুঁটি ধোরে চলৎ-শক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্চি। একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস রাক্ষুসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস রাক্ষুসীর দলের সঙ্গে যাচ্চি। খাবার সময় সে শত ছোরার চক্‌চকানি আর শত কাঁটার ঠক্‌ঠকানি দেখে শুনে তু—ভায়ার ত আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে উঠেন, পাছে পার্শ্ববর্ত্তী রাঙ্গাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাঁচ কোরে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা। বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সি-সিক্‌নেস * হয়েছিল কিনা, সে

---

* সি-সিক্‌নেস—জাহাজের দুলুনিতে মাথাঘোরা এবং বমনাদি হওয়ার নাম।

বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি আল্মীকি কত জান; আমাদের "গোঁসাইজি" ত কিছুই বল্‌ছেন না। বোধ হয়—হয়নি; তবে ঐ যে, কার মুখে প্রবেশ করেছিলেন, সেই খানটায় একটু সন্দেহ হয়। তু—ভায়া বল্‌চেন, জাহাজের গোড়াটা যখন হুস্‌ কোরে স্বর্গের দিকে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভুস্‌ করে পাতালমুখো হয়ে বলি রাজাকে বেঁধবার চেষ্টা করে, সেই সময়টা তাঁরও বোধ হয়, যেন কার মহা বিকট বিস্তৃত মুখের মধ্যে প্রবেশ কর্‌ছেন। মাফ ফরমাইয়ো ভাই—ভালা লোককে কাযের ভার দিয়েছ! রাম কহো! কোথায় তোমায় সাতদিন সমুদ্র যাত্রার বর্ণনা দেবো, তাতে কত রঙ ঢঙ মসলা বার্ণিস থাক্‌বে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কিনা আবল তাবল বক্‌চি! ফল কথা মায়ার ছালটী ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটী খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন খপ করে স্বভাবের সৌন্দর্য্যবোধ কোথা পাই বল। "কাঁহা কাশী, কাঁহা কাশ্মীর, কাঁহা খোরাশান গুজরাত",* আজন্ম ঘুরচি। কত

* তুলসী দাসের দোঁহার মধ্যে এই বাক্যটী আছে।

পাহাড়,নদ,নদী,গিরি,নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্ব্বতশিখর, উত্তুঙ্গ-তরঙ্গভঙ্গকল্লোলশালী কত বারিনিধি, দেখ্‌লুম শুন্‌লুম ডিঙুলুম পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম ঘড়ঘড়ায়িত, ধূলিধূসরিত কল্‌কাতার বড় রাস্তার ধারে—কিবা পানের পিকবিচিত্রিত দেয়ালে, টিক্‌-টিকি-ইঁদুর-ছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে—আঁব কাঠের তক্তায় ব'সে,থেলো হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে,—কবি শ্যামাচরণ, হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃ-তির যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত কোরে, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন,—সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা। শ্যামাচরণ ছেলে বেলায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, যেথায় আকণ্ঠ আহার কোরে একঘটি জল খেলেই বস্—সব হজম, আবার ক্ষিধে,—সেখানে শ্যামাচরণের প্রাতিভ-দৃষ্টি এই সকল প্রাকৃতিক বিরাট্ ও সুন্দর ভাব উপলব্ধি করেছে। তবে একটু গোল যে, ঐ পশ্চিম—বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত নাকি শুন্‌তে পাই।

তবে একান্তই তোমাদের উপরোধ, আর

আমিও যে একেবারে“ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস’ নহি, সেটা প্রমাণ কর্‌বার জন্য শ্রীদুর্গা স্মরণ কোরে আরম্ভ করি; তোমরাও খোঁটা খুঁটি ছেড়ে দিয়ে শোনো—

নদীমুখ বা বন্দর হোতে জাহাজ রাত্রে প্রায় ছাড়ে না,—বিশেষ কলিকাতার ন্যায় বাণিজ্য-বহুল বন্দর, আর গঙ্গার ন্যায় নদী। যতক্ষণ না জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছায়, ততক্ষণই আড়কাটির অধিকার; তিনিই কাপ্তেন; তাঁহারই হুকুম; সমুদ্রে বা আস্‌বার সময় নদীমুখ হতে বন্দরে পৌঁছে দিয়ে তিনি খালাস। আমাদের গঙ্গার মুখে দুটী প্রধান ভয়; একটী বজ্‌বজের কাছে জেমস্ ও মেরি নামক চোরা বালি, দ্বিতীয়টী ডায়মণ্ড হারবারের মুখে চড়া। পুরো জোয়ারে. দিনের বেলায়, পাইলট* অতি সন্তর্পণে জাহাজ চালান্; নতুবা নয়। কাযেই গঙ্গা থেকে বেরুতে আমাদের দুদিন লাগ্‌লো।

বন্দর হোতে নদীমুখ পর্য্যন্ত

হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্ম্মল

---

* আড়কাটি। বন্দর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত জলের গভীরতাদি যিনি জানেন।

হৃষীকেশ ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গার শোভা ও মাহাত্ম্য।

নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোনা যায়, সেই অপূর্ব্ব সুস্বাদ হিমশীতল "গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি" আর সেই অদ্ভুত "হর্ হর্ হর্" তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সাম্‌নে গিরি নির্ঝরের "হর্ হর্" প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার-শিলাখণ্ডে ভোজন, কর-পুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণ-প্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ ? সে গঙ্গাজল-প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ-স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্য্যন্ত দেখেছ ; কিন্তু আমাদের কর্দ্দমা-বিলা, হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলিকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে, তা ভোল্‌-বার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার —কে জানে ? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে এ কি সম্বন্ধ !—কুসংস্কার কি ? হবে। গঙ্গা গঙ্গা কোরে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর দূরন্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন কোরে রাখে, পালপার্ব্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা

ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় কোরে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এড্‌ন্, মাল্‌টা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। (গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি) গেল-বারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি! বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান কর্‌তাম। পান কল্লেই কিন্তু সে পাশ্চাত্যজনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোটী মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বি সংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম পারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত, আর শুন্‌তাম সেই "হর্ হর্ হর্," দেখ্‌তাম সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিনী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার কর্‌ছেন, আর গর্জ্জে গর্জ্জে ডাক্‌ছেন "হর্ হর্ হর্" !!

এবার তোমরাও পাঠিয়েছ দেখ্‌চি মাকে মান্দ্রাজের জন্য। কিন্তু একটা কি অদ্ভুত পাত্রের

মধ্যে মায়ের প্রবেশ করিয়েছ ভায়'। তু—ভায়া বালব্রহ্মচারী "জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা"; ছিলেন "নমো ব্রহ্মণে", হয়েছেন "নমো নারায়ণায়" (বাপ্ রক্ষা আছে), তাই বুঝি ভায়ার হস্তে ব্রহ্মায় কমণ্ডলু ছেড়ে মায়ের বদ্‌নায় প্রবেশ। যা হোক্ খানিক রাত্রে উঠে দেখি, মায়ের সেই বৃহৎ বদ্‌নাকারক মণ্ডলুর মধ্যে অবস্থানটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। সেটা ভেদ কোরে মা বেরুবার চেষ্টা কর্‌চেন। ভাব্‌লুম সর্ব্বনাশ, এই খানেই যদি হিমাচল ভেদ, ঐরাবত ভাষান, জহ্নুর কুটীর ভাঙ্গা প্রভৃতি পর্ব্বাভিনয় হয় ত—গেছি। স্তব স্তুতি অনেক কর্‌লুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বল্লুম—মা! একটু থাক, কাল্ মান্দ্রাজে নেমে যা করবার হয় কোরো, সেদেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রায় জহ্নুর কুটীর, আর ঐ যে চক্‌চকে কামান টিকিওয়ালা মাথাগুলি, ওগুলি সব প্রায় শিলাখণ্ডে তৈয়ারি, হিমাচল ত ওর কাছে মাখম, যত পার ভেঙ্গ, এখন একটু অপেক্ষা কর। উঁহুঁ; মা কি শোনে। তখন এক বুদ্ধি ঠাওরালুম, বল্লুম মা দেখ ঐ যে পাগ্‌ড়ী মাথায় জামাগায়ে চাকরগুলি

জাহাজে এদিক ওদিক করছে ওরা হচ্চে নেড়ে, আসল গরুখেকো নেড়ে, আর ঐ যারা ঘরদোর সাফ কোরে ফিরছে, ওরা হচ্চে আসল মেথর, লাল বেগের চেলা। যদি কথা না শোনো ত ওদের ডেকে তোমায় ছুঁইয়ে দিইছি আর কি। তাতেও যদি না শান্ত হও, তোমায় এক্ষুণি বাপের বাড়ী পাঠাব; ঐ যে ঘরটী দেখ্ছ, ওর মধ্যে বন্ধ করে দিলেই তুমি বাপের বাড়ীর দশা পাবে, আর তোমার ডাক হাঁক সব যাবে, জমে এক-খানি পাথর হয়ে থাক্‌তে হবে। তখন বেটি শান্ত হয়। বলি স্থধু দেব্‌তা কেন, মানুষেরও ঐ দশা—ভক্ত পেলেই ঘাড়ে চোড়ে বসেন।

কি বর্ণনা কর্‌তে কি বক্‌ছি আবার দেখ। আগেই ত বোলে রেখেছি, আমার পক্ষে ওসব এক রকম অসম্ভব, তবে যদি সহ্য কর ত আবার চেষ্টা কর্‌তে পারি।

আপনার লোকের একটী রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাই বোন ছেলে মেয়ের চেয়ে গন্ধর্ব্ব লোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব্ব লোক

বাঙ্গলা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখ্‌বার কি আর জায়গা থাকে ? এই অনন্তশস্পশ্যামলা সহস্র-স্রোতস্বতিমাল্যধারিণী বাঙ্গলা দেশের একটী রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই ? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্চে, রাশি রাশি তাল নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই ? আর আমাদের গঙ্গার কিনার, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ড হারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ কর্‌লে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্‌চে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ, একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ী ঢালা আম নীচু জাম

খাচান,—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না,আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেল্‌চে ছুল্‌চে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়া-র্কান্দী ইরানি তুর্কিস্তানি গালচে তুলচে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক কোরে রেখেছে; জলের কিনারা পর্য্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমা-দের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্য্যন্ত, একটী রেখার মধ্যে এত রঙ্গের খেলা, একটী রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা-মার শোভা যা দেখ্‌বার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাক্‌চে না। দৈত্য দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—

ইটের পাঁজা, আর নাব্‌বেন ইটখোলার গর্ত্তকুল।
যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে
খেলা কর্‌ছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট বোঝাই
ফ্ল্যাট, আর সেই গাধা বোট; আর ঐ তাল তমাল
আঁব নীচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার,
ওসব কি আর দেখ্‌তে পাবে? দেখ্‌বে পাথুরে
কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে ভুতের মত
অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিম্‌নি!!!

এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়্‌ল। ঐ যে "দূরা-
দয়শ্চক্র" ফক্র "তমালতালী বনরাজি"* ইত্যাদি
ও সব কিছু কাযের কথা নয়। মহাকবিকে নম-
স্কার করি, কিন্তু তিনি বাপের জন্মে হিমালয়ও
দেখেন নি, সমুদ্রও দেখেন নি এই আমার ধারণা।§

---

*দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেঃ
ধারানিবদ্ধেব কলঙ্ক রেখা॥

রঘুবংশ।

§ কাশ্মীর ভ্রমণ এবং ঐ দেশের পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া
পরে স্বামিজীর এই বিষয়ে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মহা-

এই খানে ধলায় কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন। সর্ব্বত্র দুর্লভ হলেও "গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।" তবে এ জায়গা বলে ঠিক গঙ্গার মুখ নয়। যা হোক আমি নমস্কার করি, "সর্ব্বতোক্ষি শিরোমুখং" বোলে।

সাগর সঙ্গম।

কি সুন্দর। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই "গঙ্গা ফেনসিতা জটা পশুপতেঃ।"* সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্ত্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের একবার কালো জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে

কবি কালিদাস অনেক দিন পর্য্যন্ত কাশ্মীর দেশের শাসন কর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—একথা ঐ দেশের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। রঘুবংশাদি বিবৃত হিমালয় বর্ণনা কাশ্মীর খণ্ডের হিমালয়ের দৃশ্যের সহিত অনেক স্থলে মিলে। কিন্তু কালিদাস কখন সমুদ্র দেখিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে কোন প্রমাণ আমরা এপর্য্যন্ত পাই নাই।

*শিবাপরাধ ভঞ্জন স্তোত্র—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কৃত।

পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীলজল, খালি তরঙ্গ ভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটী কোটী অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহা গর্জ্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে! তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত; পোতমধ্যে যে জাতি সসাগরা ধরাপতি, সেই জাতির নরনারী—বিচিত্র বেশ ভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্ত্তিমান আত্মনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায় প্রতীয়-মান—সগর্ব্ব পাদচারণ করিতেছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফ ঝম্ফ গুরুগর্জ্জন, পোতশ্রেষ্ঠের—সমুদ্র বল উপেক্ষাকারী—মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার, সে এক বিরাট সম্মিলন—তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়-রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি; সহসা এ সমস্ত ভেদ করিয়া বহু স্ত্রীপুরুষকণ্ঠের মিশ্রণোৎ-পন্ন গভীর নাদ ও তার-সম্মিলিত "রুল ব্রিটানিয়া

রুল দি ওয়েভ্‌স্‌” মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল! চমকিয়া চাহিয়া দেখি—

জাহাজ বেজায় দুল্‌চে, আর তু—ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটী ধোরে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

সি-সিক্‌নেস্‌।

সেকেণ্ড ক্লাসে দুটী বাঙ্গালীর ছেলে পড়্‌তে যাচ্চে। তাদের অবস্থা ভায়ার চেয়েও খারাপ। একটী ত এমনিই ভয় পেয়েছে যে, বোধ হয়, তীরে নাম্‌তে পার্‌লে একছুটে চোঁচা দেশের দিকে দৌড়োয়। যাত্রীদের মধ্যে তারা দুটী আর আমরা দুজন—ভারতবাসী, আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি। যে দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু—ভায়া উদ্বোধন সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে “বর্ত্তমানভারত” প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক্‌ কোরে তুল্‌তেন। আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, “ভায়া বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ”? ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন “বড়ই শোচনীয়—বেজায় গুলিয়ে যাচ্চে”।

হুগলি নদীর পূর্ব্বাপর অবস্থাভেদ।

এতবড় পদ্মা ছেড়ে, গঙ্গার মাহাত্ম্য, হুগলি নামক ধারায় কেন বর্ত্তমান, তাহার কারণ অনেকে বলেন যে, ভাগীরথী-মুখই গঙ্গার প্রধান এবং আদি জলধারা। পরে গঙ্গা পদ্মা-মুখ কোরে বেরিয়ে গেছেন। ঐ প্রকার "টলিস নালা" নামক খালও আদি গঙ্গা হয়ে, গঙ্গার প্রাচীন স্রোত ছিল। কবিকঙ্কন পোতবণিক-নায়ককে ঐ পথেই সিংহল দ্বীপে নিয়ে গেছেন। পূর্ব্বে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বড় বড় জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ কর্‌ত। সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীন বন্দর এই ত্রিবেণী ঘাটের কিঞ্চিৎ দূরেই সরস্বতীর উপর ছিল। অতি প্রাচীন কাল হতেই এই সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। ক্রমে সরস্বতীর মুখ বন্ধ হতে লাগ্‌ল। ১৫৩৭ খৃঃ ঐ মুখ এত বুজে এসেছে যে পর্ত্তুগিজেরা আপনাদের জাহাজ আস্‌বার জন্যে কতকদূর নীচে গিয়ে গঙ্গার উপর স্থান নিল। উহাই পরে বিখ্যাত হুগলি-নগর। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই স্বদেশী বিদেশী সদাগরেরা গঙ্গায় চড়া পড়্‌বার ভয়ে ব্যাকুল; কিন্তু হলে কি হবে; মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি আজও

বড় একটা কিছু কোরে উঠ্‌তে পারে না ; মা গঙ্গা ক্রমশঃই বুজে আস্‌ছেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী পাদরী লিখ্‌ছেন, সূতির কাছে ভাগীরথী-মুখ সে সময় বুজে গিয়েছিল। অন্ধকূপের হলওবল, মুর্শিদাবাদ যাবার রাস্তায় শান্তিপুরে জল ছিলনা বোলে, ছোট নৌকা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন কোলব্রুক সাহেব লিখ্‌ছেন যে, গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী আর জেলেঙ্গি নদীতে নৌকা চলে না। ১৮২২ থেকে ১৮-৮৪ পর্য্যন্ত গরমিকালে ভাগীরথীতে নৌকার গমাগম বন্ধ ছিল। ইহার মধ্যে ২৪ বৎসর দুই বা তিন ফিট জল ছিল। খৃষ্টাব্দের ১৭ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা হুগলির ১ মাইল নীচে চুঁচড়ায় বাণিজ্যস্থান কর্‌লে ; ফরাসীরা আরও পরে এসে তার আরও নীচে চন্দননগর স্থাপন কর্‌লে। জর্ম্মান অষ্টেণ্ড কোম্পানি ১৭২৩ খৃঃ অব্দে অপর পারে চন্দননগর হতে আরও ৫মাইল নীচে বাঁকীপুর নামক জায়গায় আড়ত খুল্‌লে। ১৬১৬ খৃঃ অব্দে দিনেমারেরা চন্দননগর হতে ৮ মাইল দূরে শ্রীরামপুরে আড়ত কর্‌লে। তার পর ইংরাজেরা কল্‌কেতা বসালেন

আরও নীচে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জায়গায়ই আর জাহাজ যেতে পারে না। কল্‌কেতা এখনও খোলা, তবে "পরেই বা কি হয়" এই ভাবনা সকলের।

তবে শান্তিপুরের কাছাকাছি পর্য্যন্ত গঙ্গায় যে গরমিকালেও এত জল থাকে, তার এক বিচিত্র কারণ আছে। উপরের ধারা বন্ধপ্রায় হলেও রাশীকৃত জল মাটীর মধ্য দিয়া চুইয়ে গঙ্গায় এসে পড়ে। গঙ্গার খাদ এখনও পারের জমী হতে অনেক নীচু। যদি ঐ খাদ ক্রমে মাটী বসে উঁচু হয়ে ওঠে, তা হলেই মুস্কিল। আর এক ভয়ের কিম্বদন্তি আছে; কল্‌কাতার কাছেও মা গঙ্গা ভূমিকম্প বা অন্য কারণে মধ্যে মধ্যে এমন শুকিয়ে গেছেন যে, মানুষে হেঁটে পার হয়েছে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে নাকি ঐ রকম হয়েছিল। আর এক রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খৃঃ অব্দের ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় ভাঁটার সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক বার বেলায় এইটে ঘট্‌লে কি হতো তোমরাই বিচার কর—গঙ্গা বোধ হয় আর ফির্‌তেন না।

এই ত গেল উপরের কথা। নীচে মহাভয়—জেম্‌স্ আর মেরী চড়া। পূর্ব্বে দামোদর নদ কল্‌কেতার ৩০ মাইল উপরে গঙ্গায় এসে পড়্‌তো, এখন কালের বিচিত্র গতিতে তিনি ৩১ মাইলের উপর দক্ষিণে এসে হাজির। তার প্রায় ৬ মাইল নীচে রূপনারায়ণ জল ঢাল্‌চেন, মণি-কাঞ্চনযোগে তাঁরা ত হুড়মুড়িয়ে আসুন, কিন্তু এ কাদা ধোয় কে? কাযেই রাশীকৃত বালি। সে স্তূপ কখন এখানে, কখন ওখানে, কখন একটু শক্ত, কখ-নও নরম হচ্চেন। সে ভয়ের সীমা কি! দিন রাত্র তার মাপ জোপ হচ্চে, একটু অন্যমনস্ক হলেই, দিন কতক মাপ জোপ ভুল্লেই, জাহাজের সর্ব্ব-নাশ। সে চড়ায় ছুঁতে না ছুতেই অমনি উল্‌টে ফেলা; না হয়, সোজা সুজিই গ্রাস!! এমনও হয়েছে, মস্ত তিন মাস্তুল জাহাজ লাগবার আধঘণ্টা বাদেই খালি একটু মাস্তুলমাত্র জেগে রইলেন। এ চড়া দামোদর—রূপ-নারায়ণের মুখই বটেন। দামো-দর এখন সাঁওতালি গাঁয়ে তত রাজি নন, জাহাজ ষ্টীমার প্রভৃতি চাট্‌নি রকমে নিচ্চেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে কল্‌কেতা থেকে কাউণ্টি অফ ষ্টারলিং

জেম্‌স্ ও মেরী চড়া।

নামক এক জাহাজে ১৪৪৪ টন গম বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ বিকট চড়ায় যেমন লাগা আর তার আট মিনিটের মধ্যেই "খোঁজ খবর নহি পাই।" ১৮৭৪ সালে ২৪০০ টন বোঝাই একটী ষ্টীমারের ২ মিনিটের মধ্যে ঐ দশা হয়। ধন্য মা তোমার মুখ! আমরা যে ভালয় ভালয় পেরিয়ে এসেছি, প্রণাম করি। তু—ভায়া বল্‌লেন, মশায়! পাঁটা মানা উচিত মাকে; আমিও "তথাস্তু, একদিন কেন ভায়া, প্রত্যহ।" পরদিন তু—ভায়া আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, মশায় তার কি হল? সেদিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌তেই খাবার সময় তু—ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চল্‌ছে। ভায়া কিছু বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, "ওতো আপনি খাচ্চেন।" তখন অনেক যত্ন কোরে বোঝাতে হলো যে, গঙ্গাহীন দেশে নাকি কল্‌কেতার কোনও ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায়; সেথায় খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ির বেজায় জেদ, "আগে একটু দুধ খাও।" জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার; দুধের বাটিতে

যেই চুমুকটি দেওয়া অম্নি চারিদিকে ঢাক্‌ঢোল বেজে উঠ্‌ল। তখন তার শাশুড়ি আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কোরে বল্লে, "বাবা! তুমি আজ পুত্রের কায কর্‌লে, এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা,—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।" অতএব হে ভাই! আমি কল্‌কেতার মানুষ এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গায় পাঁটা চড়্‌ছে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। ভায়া যে গম্ভীরপ্রকৃতি, বক্তৃতাটা কোথায় দাঁড়াল বোঝা গেল না।

জাহাজের ক্রমোন্নতি উহার আদিম বর্ত্তমান রূপাদি।

এ জাহাজ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে সমুদ্র ডাঙ্গা থেকে চাইলে ভয় হয়, যাঁর মাঝখানে আকাশটা নুয়ে এসে মিলে গেছে বোধ হয়, যাঁর গর্ভ হতে সূর্য্য মামা ধীরে ধীরে উঠেন আবার ডুবে যান, যাঁর একটু ভ্রূভঙ্গে প্রাণ থরহরি, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন রাজপথ, সকলের চেয়ে সস্তা পথ! এ জাহাজ কর্‌লে কে? কেউ করেনি। অর্থাৎ, মানুষের প্রধান সহায়স্বরূপ যে সকল কল কব্‌জা আছে, যা নইলে একদণ্ড চলেনা,

যার ওলট পালটে আর সব কল কারখানার সৃষ্টি, তাদের ন্যায়; সকলে মিলে করেছে। যেমন চাকা; চাকা নইলে কি কোন কায চলে? হ্যাকচ হোঁকচ গরুর গাড়ী থেকে জয় জগন্নাথের রথ পর্য্যন্ত, সূতো-কাটা চর্কা থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানার কল পর্য্যন্ত কিছু চলে? এ চাকা প্রথম কর্‌লে কে? কেউ করেনি; অর্থাৎ সকলে মিলে করেছে। প্রাথমিক মানুষ কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাট্‌ছে, বড় বড় গুঁড়ি ঢালু জায়গায় গড়িয়ে আন্‌ছে, ক্রমে তাকে কেটে নিরেট চাকা তৈরি হলো, ক্রমে অরা নাভি ইত্যাদি ইত্যাদি—আমাদের চাকা। কত লাখ বৎসর লেগেছিল কে জানে? তবে, ঐ ভারতবর্ষে যা হয়, তা থেকে যায়। তার যত উন্নতি হোক না কেন, যত পরিবর্ত্তন হোক না কেন, নীচের ধাপ গুলিতে ওঠ্‌বার লোক কোথা না কোথা থেকে এসে জোটে, আর সব ধাপ গুলি রয়ে যায়। একটা বাঁশের গায়ে একটা তার বেঁধে বাজনা হলো; তার ক্রমে একটা বালাঞ্চির ছড়ি দিয়ে প্রথম বেহালা হলো, ক্রমে কত রূপ বদল হলো, কত তার হলো, তাঁত হলো, ছড়ির

নাম রূপ বদ্‌লাল, এস্‌রাজ সারঙ্গি হলেন। কিন্তু এখনও কি গাড়োয়ান মিঞারা ঘোড়ার গাছ কতক বালাঞ্চি নিয়ে একটা ভাঁড়ের মধ্যে বাঁশের ঠেঙ্গা বসিয়ে কঁ্যাকোঁ কোরে "মজওয়ার কাহারের" জাল বুনবার বৃত্তান্ত জাহির করে না? মধ্য-প্রদেশে দেখগে, এখনও নিরেট চাকা গড়্‌গড়িয়ে যাচ্ছে। তবে সেটা নিরেট বুদ্ধির পরিচয় বটে, বিশেষ এ রবর-টায়ারের দিনে।

অনেক পুরাণকালের মানুষ অর্থাৎ সত্যযুগের, যখন আপামর সাধারণ এমনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, পাছে ভেতরে একখান ও বাহিরে আর একখান হয় বোলে কাপড় পর্য্যন্ত পর্‌তেন না; পাছে স্বার্থপরতা আসে বোলে বিবাহ কর্‌তেন না; এবং ভেদবুদ্ধিরহিত হয়ে কোঁৎকা লোড়া লুড়ির সহায়ে সর্ব্বদাই 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' বোধ কর্‌তেন; তখন জলে বিচরণ কর্‌বার জন্য তাঁরা গাছের মাঝখানটা পুড়িয়ে ফেলে অথবা দু চার খানা গুঁড়ি একত্রে বেঁধে সালতি ভেলা ইত্যাদির সৃষ্টি করেন। উড়িষ্যা হতে কলম্বো পর্য্যন্ত কট্টুমারণ দেখেছ ত? ভেলা কেমন সমুদ্রেও দূর দূর পর্য্যন্ত

চলে যায় দেখেছ ত? উনিই হলেন—"উর্দ্ধমূলম্।"

আর, বাঙ্গাল মাঝির নৌকা যাতে চোড়ে দরিয়ার পাঁচ পীরকে ডাক্‌তে হয়; চাটগেঁয়ে মাঝি অধিষ্ঠিত বজরা যা একটু হাওয়া উঠ্‌লেই হালে পানি পায় না এবং যাত্রীদের আপন আপন "দ্যাব্‌তার" নাম নিতে বলে; ঐ যে পশ্চিমে ভড় যার গায়ে নানা চিত্র বিচিত্র আঁকা পেতলের চোক দেওয়া, দাঁড়ীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড় টানে; ঐ যে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা (কবিকঙ্কনের মতে শ্রীমন্ত দাঁড়ের জোরেই বঙ্গোপসাগর পার হয়েছিলেন এবং গল্‌দা চিঙড়ির গোঁপের মধ্যে পড়ে, কিস্তি বান্‌চাল হয়ে, ডুবে যাবার যোগাড় হয়েছিলেন; তথাহি কড়ি দেখে পুঁটিমাছ ঠাউরেছিলেন ইত্যাদি) ওরফে গঙ্গাসাগুরে ডিঙ্গি—উপরে সুন্দর ছাওয়া নীচে বাঁশের পাটাতন, ভিতরে সারি সারি গঙ্গাজলের জালা (যাতে "মেতুয়া গঙ্গাসাগর" থুড়ি, তোমরা গঙ্গাসাগর যাও আর কন্‌কনে উত্তরে হাওয়ার গুঁতোয় 'ডাব নারকেল চিনির পানা" খাও না)। ঐ যে পান্‌সি নৌকা, বাবুদের আপিস নিয়ে যায় আর বাড়ী আনে,

ঝালির মাঝি যার নায়ক, বড় মজবুত, ভারি ওস্তাদ, কোম্বগুরে মেঘ দেখেছে কি কিস্তি সামলাচ্ছে; এক্ষণে যা জওয়ানপুরিয়া জওয়ানের দখলে চলে যাচ্চে; যাদের বুলি—"আইলা গাইলা বানে বানি", যাদের ওপর তোমাদের মোহন্ত মহারাজের "বকাসুর" ধরে আন্‌তে হুকুম হয়েছিল, যারা ভেবেই আকুল "এ স্বামিনাথ! এ বখাসুর কাঁহা মিলেব? ইত হাম জানব না।" ঐ যে গাধাবোট, যিনি সোজাসুজি যেতে জানেনই না। ঐ যে হুড়ি, এক থেকে তিন মাস্তুল, লঙ্কা মালদ্বীপ বা আরব থেকে নারকেল, খেজুর, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি বোঝাই হয়ে আসে। আর কত বল্‌ব; ওঁরা সব হলেন "অধঃশাখা প্রশাখা।"

পাল-জাহাজ, ষ্টিমার ও যুদ্ধ জাহাজ।

পালভরে জাহাজ চালান একটী আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া। হাওয়া যেদিকে হউক না কেন, জাহাজ আপনার গম্যস্থানে পৌঁছিবেই পৌঁছিবে। তবে হাওয়া বিপক্ষ হলে একটু দেরি। পালওয়ালা জাহাজ কেমন দেখ্‌তে সুন্দর, দূরে বোধ হয়, যেন বহুপক্ষবিশিষ্ট পক্ষিরাজ আকাশ থেকে নাম্‌ছেন। পালে জাহাজ কিন্তু সোজা চল্‌তে বড় পারেন

না; হাওয়া একটু বিপক্ষ হলেই এঁকে বেঁকে চল্‌তে হয়; হাওয়া একেবারে বন্ধ হলেই পাখা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। মহাবিষুবরেখার নিকট-বর্ত্তী দেশসমূহে এখনও মাঝে মাঝে এইরূপ হয়। এখন পাল-জাহাজেও কাঠ কাঠরা কম, তিনিও লৌহনির্ম্মিত। পালজাহাজের কাপ্তানি করা বা মালাগিরি করা, ষ্টীমার অপেক্ষা অনেক শক্ত; এবং পাল-জাহাজে অভিজ্ঞতা না থাকলে, ভাল কাপ্তান কখনও হয় না। প্রতি পদে হাওয়া চেনা, অনেক দূর থেকে সঙ্কট জায়গার জন্য হুঁসিয়ার হওয়া, ষ্টীমার অপেক্ষা এ দুটী জিনিষ পাল-জাহাজে অত্যাবশ্যক। ষ্টীমার অনেকটা হাতের মধ্যে, কল মুহূর্ত্ত মধ্যে বন্ধ করা যায়। সাম্‌নে পেছনে আশে পাশে যেমন ইচ্ছা অল্প সময়ের মধ্যে ফিরান যায়। পাল-জাহাজ হাওয়ার হাতে। পাল খুল্‌তে বন্ধ কর্‌তে হাল ফেরাতে ফেরাতে হয়ত জাহাজ চড়ায় লেগে যেতে পারে, ডুবো পাহাড়ের উপর চড়ে যেতে পারে, অথবা অন্য জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগ্‌তে পারে। এখন আর যাত্রী বড় পাল-জাহাজে যায় না

কুলী ছাড়া। পাল-জাহাজ প্রায় মাল নিয়ে যায়, তাও নুন প্রভৃতি খেলো মাল ; অথবা ছোট ছোট পাল-জাহাজে, যেমন হুড়ি প্রভৃতি, কিনারায় বাণিজ্য করে। সুয়েজখালের মধ্য দিয়া টান্‌বার জন্য ষ্টীমার ভাড়া কোরে হাজার হাজার টাকা টেক্‌স দিয়ে পাল জাহাজের পোষায় না। পাল-জাহাজ আফ্রিকা ঘুরে ছ মাসে ইংলণ্ডে যায়। পাল-জাহাজের এই সকল বাধার জন্য তখনকার জলযুদ্ধ সঙ্কটের ছিল। একটু হাওয়ার এদিক ওদিক, একটু সমুদ্র-স্রোতের এদিক ওদিকে হার জিত হয়ে যেত। আবার সে সকল জাহাজ কাঠের ছিল। যুদ্ধের সময় ক্রমাগত আগুন লাগ্‌ত। আর সে আগুন নিবুতে হত। সে জাহাজের গঠনও আর এক রকমের ছিল। একদিক ছিল চেপ্‌টা, আর অনেক উঁচু, পাঁচ-তলা ছ-তলা। যেদিকটা চেপ্‌টা তারই উপর তলায় একটা কাঠের বারান্দা বার করা থাক্‌ত। তারি সামনে কমাণ্ডারের ঘর বৈঠক। আশে পাশে আফিসার্‌দের। তার পর একটা মস্ত ছাত— উপর খোলা। ছাতের ওপাশে আবার দু চারটী

ঘর। নীচের তলায়ও ঐ রকম ঢাকা দালান তার নীচেও দালান; তার নীচে দালান এবং মাল্লাদের শোবার স্থান, খাবার স্থান ইত্যাদি। প্রত্যেক তলার দালানের দুপাশে তোপ বসান, সারি সারি দ্যালের গায়ে কাটা, তার মধ্য দিয়ে তোপের মুখ—দু পাশে রাশীকৃত গোলা (আর যুদ্ধের সময় বারুদের থলে)। তখনকার যুদ্ধ-জাহাজের প্রত্যেক তলাই বড় নীচু ছিল; মাথা হেঁট কোরে চল্‌তে হত। তখন নৌ-যোদ্ধা যোগাড় কর্‌তেও অনেক কষ্ট পেতে হত। সরকারের হুকুম ছিল যে, যেখান থেকে পায়, ধরে, বেঁধে, ভুলিয়ে, লোক নিয়ে যায়। মায়ের কাছ থেকে ছেলে, স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী, জোর কোরে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। একবার জাহাজে তুল্‌তে পার্‌লে হয়, তার পর—বেচারা কখন হয় ত জাহাজে চড়েনি—একেবারে হুকুম হত, মাস্তুলে ওঠ্‌। ভয় পেয়ে হুকুম না শুন্‌লেই চাবুক! কতক মরেও যেত। আইন কর্‌লেন আমীরেরা, দেশ দেশান্তরের বাণিজ্য লুটপাট কর্‌বার জন্যে; রাজস্ব ভোগ কর্‌বেন তাঁরা, আর গরীবদের খালি রক্তপাত, শরীরপাত, যা

চিরকাল এ পৃথিবীতে হয়ে আসছে !! এখন ওসব আইন নেই, এখন আর "প্রেস গ্যাঙ্গের" নামে চাষা ভুষোর হৃৎকম্প হয় না। এখন খুসির সওদা; তবে অনেক গুলি চোর, ছ্যাঁচড়, ছোঁড়াকে জেলে না দিয়ে এই যুদ্ধ-জাহাজে নাবিকের কর্ম্ম শেখান হয়।

বাষ্পবল এ সমস্তই বদ্‌লে ফেলেছে। এখন 'পাল' জাহাজে প্রায় অনাবশ্যক বাহার। হাওয়ার সহায়তার উপর নির্ভর বড়ই অল্প। ঝড় ঝাপ্‌টার ভয়ও অনেক কম। কেবল জাহাজ না পাহাড় পর্ব্বতে ধাক্কা খায় এই বাঁচাতে হয়। যুদ্ধজাহাজ ত একেবারে পূর্ব্বের অবস্থার সঙ্গে বেল্‌কুল পৃথক্। দেখে ত জাহাজ বোলে মনেই হয় না। এক একটী, ছোট বড় ভাসন্ত লোহার কেল্লা। তোপও সংখ্যায় অনেক কমে গেছে। তবে এখনকার কলের তোপের কাছে সে প্রাচীন তোপ ছেলে খেলা বই ত নয়। আর এ যুদ্ধ-জাহাজের বেগই বা কি। সব চেয়ে ছোটগুলি "টরপিডো" ছুড়িবার জন্য, তার চেয়ে একটু বড়গুলি শত্রুর বাণিজ্যপোত দখল কর্‌তে,

আর বড় বড় গুলি হচ্চেন বিরাট যুদ্ধের আয়োজন।

যুদ্ধজাহাজের ক্রমোন্নতি।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের সিভিল ওয়ারের সময়, ঐকরাজ্যপক্ষেরা একখান কাঠের জঙ্গি জাহাজের গায় কতকগুলো লোহার রেল, সারি সারি বেঁধে ছেয়ে দিয়েছিল। বিপক্ষের গোলা, তার গায়ে লেগে, ফিরে যেতে লাগ্‌লো, জাহাজের কিছুই বড় কর্‌তে পাল্লে না। তখন মতলব করে, জাহাজের গা লোহা দিয়ে যোড়া হতে লাগ্‌লো, যাতে দুষ্‌মনের গোলা কাষ্ঠভেদ না করে। এদিকে জাহাজি তোপেরও তালিম বাড়্‌তে চল্‌লো। তা-বড় তা-বড় তোপ; যে তোপ আর হাতে সরাতে, হটাতে, ঠাস্‌তে ছুঁড়তে হয় না—সব কলে হয়। পাঁচ শ লোকে যাকে এক-টুকুও হেলাতে পারে না, এমন তোপ, একটা ছোট ছেলে কল টিপে যে দিকে ইচ্ছে মুখ ফেরাচ্ছে, নাবাচ্ছে, ঠাস্‌ছে, ভর্‌ছে, আওয়াজ কর্‌ছে—আবার তাও চকিতের ন্যায়! যেমন লোহার দ্যাল জাহাজের মোটা হতে লাগ্‌লো, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বজ্রভেদী তোপেরও সৃষ্টি

হতে চল্‌লো। এখন জাহাজখানি ইস্পাতের দ্যালওয়ালা কেল্লা, আর তোপগুলি যমের ছোট ভাই। এক গোলার ঘায়ে, যত বড় জাহাজই হন্ না, ফেটে চুটে চৌচাকলা! তবে এই "লুয়ার বাসর ঘর," যা নকিন্দরের বাবা স্বপ্নেও ভাবে নি; এবং যা, "সতোনি পর্ব্বতের" ওপর না দাঁড়িয়ে ৭০ সত্তর হাজার পাহাড়ে ঢেউয়ের মাথায় নেচে নেচে বেড়ায়, ইনিও 'টরপিডোর' ভয়ে অস্থির! তিনি হচ্চেন, কতকটা চুরুটের চেহারা একটী নল; তাঁকে তিগ করে ছেড়ে দিলে, তিনি জলের মধ্যে মাছের মত ডুবে ডুবে চলে যান। তারপর, যেখানে লাগ্‌বার, সেখানে ধাক্কা যেই লাগা, অমনি তার মধ্যের রাশীকৃত মহাবিস্তারশীল পদার্থ সকলের বিকট আওয়াজ ও বিস্ফারণ সঙ্গে সঙ্গে যে জাহাজের নীচে এই কীর্ত্তিটা হয়, তাঁর 'পুনর্মূষিকো ভব', অর্থাৎ লৌহত্বে ও কাঠ কুঠরত্বে কতক এবং বাকীটা ধূমত্বে ও অগ্নিত্বে পরিণমন! মনিষ্যিগুলো, যারা এই টরপিডো ফাটবার মুখে পড়ে যায়, তাদেরও যা খুঁজে পাওয়া যায়, তা প্রায় "কিমা"তে পরিণত অবস্থায়! এই সকল জঙ্গি জাহাজ তৈয়ার হওয়া

অবধি, জলযুদ্ধ আর বেশী হতে হয় না। দু একটা লড়াই, আর একটা বড় জঙ্গি ফতে বা একদম হার। তবে পুর্ব্বে, লোকে যেমন ভাব্‌তো, যে দু পক্ষের কেউ বাঁচবে না, আর একদম্ সব উড়ে পুড়ে যাবে, তত কিছু হয় না।

অধিক কল কব্‌জার অপকারিতা।

ময়দানি জঙ্গের সময়, তোপ বন্দুক থেকে উভয় পক্ষের উপর যে মুষলধারা গোলাগুলি সম্পাত হয়, তার এক হিস্‌সে যদি লক্ষ্যে লাগে ত, উভয় পক্ষের ফৌজ মরে দু মিনিটে ধুন্ হয়ে যায়। সেই প্রকার, দরিয়াই জঙ্গের জাহাজের গোলা, যদি ৫০০ আওয়াজের একটা লাগ্‌তো ত, উভয় পক্ষের জাহাজের নাম নিসানাও থাক্‌তো না। আশ্চর্য্য এই, যে যত তোপ বন্দুক উৎকর্ষ লাভ কর্‌ছে, বন্দুকের যত ওজন হাল্‌কা হচ্ছে, যত নালের কিরকিরার পরিপাটী হচ্ছে, যত পাল্লা বেড়ে যাচ্ছে, যত ভর্‌বার ঠাস্‌বার কল কব্জা হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি আওয়াজ হচ্ছে, ততই যেন গুলি ব্যর্থ হচ্ছে! পুরাণো ঢঙ্গের পাঁচ হাত লম্বা তোড়াদার জজেল, যাকে দোঠেঙ্গো কাঠের উপর রেখে, তাগ কর্‌তে হয়, এবং ফুঁক্ দিয়ে

আগুন দিতে হয়, ভাইসহায় বারাখজাই, আফ্রিদ আদমি, অব্যর্থসন্ধান—আর আধুনিক সুশিক্ষিত ফৌজ, নানা-কল-কারখানা-বিশিষ্ট বন্দুক হাতে, মিনিটে ১৫০ আওয়াজ কোরে খালি হাওয়া গরম করে! অল্প স্বল্প কল কব্জা ভাল। মেলা কল কব্জা মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্তি কোরে, জড়পিণ্ড তৈয়ার করে। কারখানায় যে লোকগুলো কায করে, তারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, সেই একঘেয়ে, একটা জিনিষের এক টুক্‌রো গড়্‌ছে। পিনের মাথাই গড়্‌ছে, সুতোর যোড়াই দিচ্ছে, তাঁতের সঙ্গে এগু-পেছুই কচ্ছে, আজন্ম। ফল, ঐ কাযটীও খোয়ান, আর তাঁর মরণ—খেতেই পায় না। জড়ের মত একঘেয়ে কায কর্ত্তে কর্ত্তে, জড়বৎ হয়ে যায়। স্কুল মাষ্টারি, কেরানিগিরি কোরে, ঐ জন্যই হস্তি-মূর্খ জড়পিণ্ড তৈয়ার হয়।

বাণিজ্য এবং যাত্রী জাহাজের গড়ন অন্য ঢঙ্গের। যদিও কোন কোন বাণিজ্য-জাহাজ এমন ঢঙ্গে তৈয়ার যে, লড়ায়ের সময় অত্যল্প আয়াসেই দু চারটা তোপ বসিয়ে, অন্যান্য নিরস্ত্র

যাত্রী জাহাজ।

পণ্যপোতকে ভাড়া ছুড়ো দিতে পারে এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকার হতে সাহায্য পায়; তথাপি সাধারণতঃ সমস্তগুলিই যুদ্ধপোত হতে অনেক তফাৎ। এ সকল জাহাজ প্রায়ই এখন বাষ্পপোত এবং প্রায় এত বৃহৎ ও এত দাম লাগে যে, কোম্পানি ভিন্ন একলার জাহাজ নাই বল্লেই হয়। আমাদের দেশের ও ইউরোপের বাণিজ্যে পি এণ্ড ও, কোম্পানি সকলের অপেক্ষা প্রাচীন ও ধনী; তারপর, বি, আই, এস, এন্, কোম্পানি; আরও অনেক কোম্পানি আছে। ভিন্ন সরকারের মধ্যে মেসাজারি মারিতীম ফরাসি, অষ্ট্রিয়া লয়েড, জর্ম্মান লয়েড এবং ইতালিয়ান রুবাটিনো কোম্পানি প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে পি এণ্ড ও, কোম্পানির যাত্রী জাহাজ সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ক্ষিপ্রগামী, লোকের এই ধারণা। মেসাজারির ভক্ষ্য ভোজ্যের বড়ই পারিপাট্য। এবার আমরা যখন আসি, তখন ঐ দুই কোম্পানিই প্লেগের ভয়ে কালা আদ্‌মি নেওয়া বন্ধ কোরে দিয়েছিল। এবং আমাদের সরকারের একটা আইন আছে, যে কোনও কালা আদ্‌মি এমিগ্রাণ্ট আফিসের

সার্টিফিকেট ভিন্ন বাহিরে না যায়। অর্থাৎ আমি যে স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্ছি, কেউ আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কোথাও বেচ্‌বার জন্য বা কুলি কর্‌বার জন্য নিয়ে যাচ্ছে না, এইটী তিনি লিখে দিলে তবে জাহাজে আমায় নিলে। এই আইন এত দিন ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এক্ষণে প্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে, অর্থাৎ যে কেউ "নেটিভ্" বাহিরে যাচ্ছে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত অমুক ছোট জাত। সরকারের কাছে সব নেটিভ্। মহারাজা, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব এক জাত— "নেটিভ"। কুলির আইন, কুলির যে পরীক্ষা, তা সকল "নেটিভের জন্য"—ধন্য ইংরেজ সরকার! একক্ষণের জন্যও তোমার কৃপায় সব "নেটিভের" সঙ্গে সমত্ব বোধ কল্লেম। বিশেষ, কায়স্থকুলে এ শরীরের পয়দা হওয়ায়, আমি ত চোর দায়ে ধরা পড়েছি। এখন সকল জাতির মুখে শুন্‌ছি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য্য! তবে পরস্পরের মধ্যে মত ভেদ আছে,—কেউ চার

পো আর্য্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা। তবে সকলই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে এক বাক্য! আর শুনি ওঁত আর ইংরাজরা নাকি এক জাত, মাস্‌তুত ভাই; ওঁরা কালা আদ্‌মি নন্। এ দেশে দয় কোরে এসেছেন; ইংরাজের মত। আর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্ত্তিপূজা, সতীদাহ, জেনানা পর্‌দা ইত্যাদি ইত্যাদি ওসব ওঁদের ধর্ম্মে আদৌ নাই। ও সব ঐ কায়েৎ ফায়েতের বাপ দাদা করেছে। আর ওঁদের ধর্ম্ম টা ঠিক ইংরেজদের ধর্ম্মের মত। ওঁদের বাপ দাদা ঠিক ইংরেজদের মত ছিল; কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কালো হয়ে গেল! এখন এসনা এগিয়ে? সব "নেটিভ" সরকার বল্‌ছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক পোঁছ কম বেশী বোঝা যায় না; সরকার বল্‌ছেন,—ও সব "নেটিভ্"। সেজে গুজে বসে থাক্‌লে কি হবে বল? ও টুপি টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বল? যত দোষ হিঁন্দুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেঁসে দাঁড়াতে গেলে, লাথি ঝাঁটার চোট্‌টা বেশী বই কম পড়্‌বে না।

ধন্য ইংরাজরাজ ! তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ ত হয়েছেই, আরও হোক্ আরও হোক। কপ্‌নি, ধূতির টুক্‌রো পোরে বাঁচি। তোমার কৃপায় শুধু পায়ে শুধু মাথায় হিল্লি দিল্লি যাই, তোমার দয়ায় হাত চুবড়ে সপাসপ দাল ভাত খাই। দিশি সাহেবিত্ব লুভিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। (দিশি কাপড় ছাড়্‌লেই, দিশি ধর্ম্ম ছাড়্‌লেই, দিশি চাল চলন ছাড়্‌লেই, ইংরেজ রাজা মাথায় কোরে নাকি নাচ্‌বে শুনেছিলুম; কর্ত্তেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ,—পালা পালা, সাহেবিতে কায নেই, নেটিভ্ কব্‌লা! "সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত")। ধন্য ইংরাজ সরকার! তোমার "তকৎ তাজ্ অচল রাজধানী" হউক। আর যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিলে মার্কিন ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোক্‌বামাত্রই বল্লে, "ও চেহারা এখানে চল্‌বে না"। মনে কল্লুম, বুঝি পাগ্‌ড়ি মাথায়, গেরুয়া

রঙের বিচিত্র ধোক্‌ড়া মস্ত গায়, অপরূপ দেখে নাপিতের পছন্দ হল না; তা একটা ইংরাজি কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি—ভাগ্যিস্ একটী ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা, সে বুঝিয়ে দিলে যে বরং ধোক্‌ড়া আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বল্‌বে না, কিন্তু ইউরোপি পোষাক পর্‌লেই মুস্কিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও দু একটা নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধর্‌লুম। ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যায়, খাবার দোকানে গেলুম, "অমুক জিনিষটা দাও;" বল্লে "নেই"। "ঐ যে রয়েছে"। "ওহে বাপু সাদা ভাষা হচ্ছে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই"। "কেন হে বাপু"? "তোমার সঙ্গে যে খাবে, তার জাত যাবে।" তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মত ভাল লাগ্‌তে লাগ্‌লো। যাক্ পাপ কালা আর ধলা, আর এই নেটিভের মধ্যে উনি পাঁচ পো আর্য্য রক্ত, উনি চার পো, উনি দেড় ছটাক কম, ইনি আধ ছটাক, আধ কাঁচ্চা বেশী ইত্যাদি। বলে "ছুঁচোর

গোলাম চামচিকে তার মাইনে চোদ্দ সিকে।"
একটা ডোম বল্‌ত, "আমাদের চেয়ে বড় জাত
কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌ম্‌!"
কিন্তু মজাটী দেখেছ? এই জাতের বেশী
বিট্‌লামিগুলো—যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি
মোড়ল সেই খানে!

বাষ্পপোত বায়ুপোত অপেক্ষা অনেক বড় হয়।
যে সকল বাষ্পপোত আটলাণ্টিক পারাপার করে,
তার এক একখান আমাদের এই "গোলকোণ্ডা"*
জাহাজের ঠিক দেড়া। যে জাহাজে কোরে
জাপান হতে পাসিফিক্‌ পার হওয়া গিয়েছিল,
তাও ভারি বড় ছিল। খুব বড় জাহাজের মধ্যখানে
প্রথম শ্রেণী, দুপাশে খানিকটা জায়গা, তারপর
দ্বিতীয় শ্রেণী ও "ষ্টীয়ারেজ" এদিকে ওদিকে। আর
এক সীমায় খালাসীদের ও চাকরদের স্থান। "ষ্টীয়া-
রেজ" যেন তৃতীয় শ্রেণী; তাতে খুব গরীব লোকে
যায়, যারা আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে

আরোহীদিগের শ্রেণীবিভাগ।

* বি, আই, এস্‌, এন্‌ কোং'র একখানি জাহাজের নাম। ঐ জাহাজে স্বামীজি দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন।

উপনিবেশ কর্ত্তে যাচ্ছে। তাদের থাক্‌বার স্থান অতি সামান্য এবং হাতে হাতে আহার দেয়। যে সকল জাহাজ হিন্দুস্থান ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত করে, তাহাদের ষ্টীয়ারেজ নাই, তবে ডেকযাত্রী আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে খোলা জায়গা, সেই স্থানটায় তারা বসে শুয়ে যায়। তা দূর দূরের যাত্রায় ত একটীও দেখ্‌লুম না। কেবল ১৮৯২ খৃঃ অব্দে চীনদেশে যাবার সময় বম্বে থেকে কতকগুলি চীনি লোক বরাবর হংকং পর্য্যন্ত ডেকে গিয়েছিল।

গোলকোণ্ডা জাহাজ।

ঝড় ঝাপট্‌ হলেই ডেকযাত্রীর বড় কষ্ট, আর কতক কষ্ট যখন বন্দরে মাল নাবায়। এক উপরের "হরিকেন" ডেক ছাড়া সব ডেকের মধ্যে একটা করে মস্ত চৌকা কাটা আছে, তারই মধ্য দিয়ে মাল নাবায় এবং তোলে। সেই সময় ডেকযাত্রীদের একটু কষ্ট হয়। নতুবা কলিকাতা হতে সুয়েজ পর্য্যন্ত এবং গরমের দিনে ইউরোপেও, ডেকে রাত্রে বড় আরাম। যখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা, তাঁদের সাজান গুজানো কামরার মধ্যে গরমের চোটে, তরলমূর্ত্তি ধরবার চেষ্টা

কর্‌ছেন, তখন ডেক যেন স্বর্গ। দ্বিতীয় শ্রেণী এসব জাহাজের বড়ই খারাপ। কেবল এক নূতন জর্ম্মান লয়েড কেম্পানি হয়েছে; জর্ম্মানির বের্গেন নামক সহর হতে অষ্ট্রেলিয়ায় যায়; তাদের দ্বিতীয় শ্রেণী বড় সুন্দর; এমন কি হরিকেন ডেকে পর্য্যন্ত ঘর আছে এবং খাওয়াদাওয়া প্রায় গোল-কোণ্ডার প্রথম শ্রেণীর মত। সে লাইন কলম্বো ছুঁয়ে যায়। এ গোলকোণ্ডা জাহাজে হরিকেন ডেকের উপর কেবল দুটী ঘর আছে; একটী এ পাশে একটী ও পাশে। একটীতে থাকেন ডাক্তার আর একটী আমাদের দিয়েছিল। কিন্তু গরমের ভয়ে আমরা নীচের তলায় পালিয়ে এলুম। ঐ ঘরটী জাহাজের ইঞ্জিনের উপর। জাহাজ লোহার হলেও যাত্রীদের কামরাগুলি কাঠের; ওপর নীচে, সে কাঠের দেয়ালে অনেকগুলি বায়ুসঞ্চারের জন্য ছিদ্র থাকে। দেয়ালগুলিতে "আইভরি পেণ্ট" লাগান; এক একটী ঘরে তার জন্য প্রায় পঁচিশ পাউণ্ড খরচ পড়েছে। ঘরের মধ্যে একখানি ছোট কার্পেট পাতা। দেয়ালের গায় দুটী খুরোহীন লোহার খাটিয়া এঁটে দেওয়া;

একটীর উপর আর একটী। অপর দিকেও ঐ রকম একখানি "সোফা"। দরজার ঠিক উল্টা দিকে মুখ হাত ধোবার জায়গা, তার উপর এক খান আরসি, দুটো বোতল খাবার জলের দুটো গ্লাস। ফি বিছানার গায়ের দিকে একটী কোরে জাল্‌তি পেতলের ফ্রেমে লাগান। ঐ জালটী ফ্রেম সহিত দেয়ালের গায়ে লেগে যায় আবার টান্‌লে নেবে আসে। রাত্রে যাত্রীদের ঘড়ি প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিষ পত্র তাইতে রেখে শোয়। নীচের বিছানার নীচে সিন্দুক প্যাঁটরা রাখবার জায়গা। সেকেণ্ড ক্লাসের ভাবও ঐ, তবে স্থান সংকীর্ণ ও জিনিষপত্র খেলো। জাহাজি কারবারটা প্রায় ইংরেজের একচেটে। সে জন্য অন্যান্য জাতেরা যে সকল জাহাজ করেছে, তাতেও ইংরাজযাত্রী অনেক বলে, খাওয়াদাওয়া অনেকটা ইংরেজদের মত কর্ত্তে হয়। সময়ও ইংরাজিরকম কোরে আন্‌তে হয়। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্ম্মনিতে, রুসিয়াতে খাওয়াদাওয়ায় এবং সময়ে, অনেক পার্থক্য আছে। যেমন আমাদের ভারতবর্ষে বাঙ্গালায়, হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে,

গুজরাতে, মান্দ্রাজে তফাৎ। কিন্তু এ সকল পার্থক্য জাহাজেতে অল্প দেখা যায়। ইংরাজিভাষী যাত্রীর সংখ্যাধিক্যে ইংরেজিঢঙ্গে সব গড়ে যাচ্ছে।

জাহাজের কর্ম্মচারিগণ।

বাষ্পপোতে সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হচ্ছেন "কাপ্তেন"। পূর্ব্বে "হাই সিতে" * কাপ্তেন জাহাজে রাজত্ব কর্‌তেন; কাউকে সাজা দিতেন, ডাকাত ধরে ফাঁসি দিতেন, ইত্যাদি। এখন অত নাই; তবে তাঁর হুকুমই আইন—জাহাজে। তাঁর নীচে চারজন "অফিসার" বা (দিশি নাম) "মালিম"। তারপর চার পাঁচ জন ইঞ্জিনিয়র। তাদের যে "চিফ্" তার পদ অফিসরের সমান, সে প্রথম শ্রেণীতে খেতে পায়। আর আছে চার পাঁচ জন "সুকানি" যারা হাল ধরে থাকে পালাক্রমে; এরাও ইউরোপী। বাকী সমস্ত চাকরবাকর, খালাসি, কয়লাওয়ালা,—হচ্ছে দেশী লোক, সকলেই মুসলমান। হিন্দু কেবল বোম্বায়ের তরফে দেখেছিলুম, পি এণ্ড ও, কোম্পানির

---

* সমুদ্রের যেখানে কোন দিকের কূল কিনারা দেখা যায় না। অথবা যেখান হতে নিকটবর্ত্তী উপকূল দুই তিন দিনের পথ।

জাহাজে। চাকররা এবং খালাসিরা কলকাতার; কয়লাওয়ালারা পূর্ব্ব বঙ্গের; রাঁধুনিরাও পূর্ব্ব বঙ্গের ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান। আর আছে চার জন মেথর। কামরা হতে ময়লা জল সাফ্ প্রভৃতি মেথররা করে, স্নানের বন্দোবস্ত করে, আর পাইখানা প্রভৃতি দুরস্ত রাখে। মুসলমান চাকর, খালাসিরা, ক্রিশ্চানের রান্না খায় না; তাতে আবার জাহাজে প্রত্যহ শোর ঢুত আছেই। তবে অনেকটা আড়াল দিয়ে কায সারে। জাহাজের রান্নাঘরে তৈয়ারি রুটি প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে খায়, এবং যে সকল কলকেত্তাই চাকর নয়া রোস্‌নি পেয়েছে, তারা আড়ালে খাওয়াদাওয়া বিচার করে না। লোকজনদের তিনটা "মেস্" আছে। একটা চাকরদের, একটা খালাসিদের, একটা কয়লাওয়ালাদের। একজন কোরে "ভাণ্ডারী", অর্থাৎ রাঁধুনি আর একটী চাকর কোম্পানি ফি মেসকে দেয়। ফি মেসের একটা রাঁধবার স্থান আছে। কল্‌কাতা থেকে জন কতক হিঁদু ডেকযাত্রী কলম্বোয় যাচ্ছিল; তারা ঐ ঘরে চাকরদের রান্না হয়ে গেলে

মুসলমান ও হিন্দুদিগের আচার রক্ষা।

রেঁধে খেত। চাকরবাকররা জলও নিজেরা তুলে খায়। ফি ডেকে দেয়ালের গায় দুপাশে দুটী "পম্প"; একটী নোনা, একটী মিঠে জলের, সেখান হতে মিঠে জল তুলে মুসলমানেরা ব্যবহার করে। যে সকল হিঁদুর কলের জলে আপত্তি নাই, তাদের খাওয়াদাওয়ার সম্পূর্ণ বিচার রক্ষা হতে পারে। এই সকল জাহাজে বিলাত প্রভৃতি দেশে যাওয়া অত্যন্ত সোজা। রান্নাঘর পাওয়া যায়, কারুর ছোঁয়া জল খেতে হয় না, স্নানের পর্য্যন্ত জল অন্য কোন জাতের ছোঁবার আবশ্যক নাই; চাল, ডাল, শাক, পাত, মাছ, মাংস, দুধ, ঘি, সমস্তই জাহাজে পাওয়া যায়, বিশেষ এই সকল জাহাজে দেশী লোক সমস্ত কায করে বলে ডাল, চাল, মূলো, কপি, আলু প্রভৃতি রোজ রোজ তাদের বার করে দিতে হয়। এক কথা—"পয়সা"। পয়সা থাক্‌লে এক্‌লাই সম্পূর্ণ আচার রক্ষা কোরে যাওয়া যায়।

এই সকল বাঙ্গালী লোক জন প্রায় আজ কাল সব জাহাজে—যেগুলি কল্‌কাতা হতে ইউরোপে যায়। এদের ক্রমে একটা জাত

বাঙ্গালী খালাসি।

সৃষ্টি হচ্ছে; কতকগুলি জাহাজী পারিভাষিক শব্দেরও সৃষ্টি হচ্ছে। কাপ্তেনকে এরা বলে—"বাড়ীওয়ালা", আফিসর—"মালিম", মাস্তুল—"ডোল", পাল—"সড়", নামাও—"আরিয়া", ওঠাও—"হাবিস" heave ইত্যাদি।

খালাসিদের এবং কয়লাওয়ালাদের একজন কোরে সরদার আছে, তার নাম "সারঙ্গ", তার নীচে দুই তিন জন "টিণ্ডাল", তারপর খালাসি বা কয়লাওয়ালা।

খানসামা "boy"দের কর্ত্তার নাম "বট্-লার", buttler; তার ওপর একজন গোরা—"ষ্টুয়ার্ড"। খালাসিরা জাহাজ ধোওয়া পোঁছা, কাছি ফেলা তোলা, নৌকা নামান ওঠান, পাল তোলা পাল নামান (যদিও বাষ্পপোতে ইহা কদাপি হয়) ইত্যাদি কায করে। সারঙ্গ ও টিণ্ডেলরা সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ফির্ছে, এবং কায কর্ছে। কয়লাওয়ালারা এঞ্জিন ঘরে আগুন ঠিক রাখ্ছে; তাদের কায দিন রাত আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর এঞ্জিন ধুয়ে পুঁছে সাফ্ রাখা। সে বিরাট এঞ্জিন, আর তার

শাখা প্রশাখা সাফ্ রাখা কি সোজা কায ? "সারঙ্গ" এবং তার "ভাই" আসিষ্টাণ্ট সারঙ্গ কল্‌কাতার লোক, বাঙ্গালা কয়, অনেকটা ভদ্র-লোকের মত; লিখ্‌তে পড়্‌তে পারে; স্কুলে পড়েছিল; ইংরাজিও কয়—কায চালান। সারেঙ্গের তের বছরের ছেলে কাপ্তেনের চাকর—দরজায় থাকে—আরদালি। এই সকল বাঙ্গালী খালাসি, কয়লাওয়ালা, খানসামা, প্রভৃতির কায দেখে, স্বজাতির উপর যে একটা হতাশ বুদ্ধি আছে, সেটা অনেকটা কমে গেল। এরা কেমন আস্তে আস্তে মানুষ হয়ে আস্‌ছে, কেমন সবল শরীর হয়েছে, কেমন নির্ভীক অথচ শান্ত। সে নেটিভি পা-চাটা ভাব মেথরগুলোরও নেই,—কি পরিবর্ত্তন!

গোরা খালাসি অপেক্ষা দক্ষ

দেশী মাল্লারা কায করে ভাল, মুখে কথাটী নাই, আবার সিকি খানা গোরার মাইনে। বিলাতে অনেকে অসন্তুষ্ট; বিশেষ, অনেক গোরার অন্ন যাচ্ছে দেখে, খুসী নয়। তারা মাঝে মাঝে হাঙ্গাম তোলে। আর ত কিছু বল্‌বার নেই; কাযে গোরার চেয়ে চট্‌পটে।

তবে বলে, ঝড় ঝাপ্‌টা হলে, জাহাজ বিপদে পড়্‌লে, এদের সাহস থাকে না। হরিবোল হরি! কাযে দেখা যাচ্ছে—ও অপবাদ মিথ্যা। বিপদের সময় গোরাগুলো ভয়ে, মদ খেয়ে, জড় হয়ে, নিকম্মা হয়ে যায়। দেশী খালাসি এক ফোঁটা মদ জন্মে খায় না, আর এ পর্য্যন্ত কোন মহা বিপদে একজনও কাপুরুষত্ব দেখায় নাই। বলি, দেশী সেপাই কি কাপুরুষত্ব দেখায়? তবে নেতা চাই। জেনেরল ষ্ট্রং নামক এক ইংরাজ বন্ধু সিপাহীর হাঙ্গামার সময় এ দেশে ছিলেন। তিনি গদরের গল্প অনেক কর্‌তেন। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করা গেল যে, সিপাহীদের এত তোপ বারুদ রসদ হাতে ছিল, আবার তারা সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী, তবে এমন কোরে হেরে মলো কেন? জবাব দিলেন যে, তাদের মধ্যে যারা নেতা হয়েছিল, সে গুলো অনেক পেছন থেকে "মারো বাহাদুর" "লড়ো বাহাদুর" কোরে চেঁচাচ্ছিল; অফিসার এগিয়ে মৃত্যু মুখে না গেলে কি সিপাহী লড়ে? সকল কাযেই এই। "শিরদার ত সরদার";

নেতা বা সরদার কে হতে পারে।

মাথা দিতে পার ত নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই; তাইতে কিছু হয় না, কেউ মানে না!

(আর্য্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিন রাতই কর, আর যতই কেন আমরা "ডম্‌ম্‌ম্" বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের "চলমান শ্মশান" বলে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে, উহা তাদেরই মধ্যে। আর "চলমান শ্মশান" হচ্চ তোমরা। তোমাদের বাড়ী ঘড় দুয়ার মিউসিয়ম, তোমাদের আচার, ব্যবহার, চাল, চলন দেখ্‌লেও বোধ হয়, যেন ঠান্‌দিদির মুখে গল্প শুন্‌ছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে, মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম! এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা, তোমরা; ভারতের উচ্চ বর্ণেরা। তোমরা ভূত কাল, লঙ্, লুঙ্, লিট্ সব এক সঙ্গে। বর্ত্তমান কালে, তোমাদের

ভারতের উচ্চ বর্ণেরা মৃত, নীচ বর্ণেরাই যথার্থ জীবিত।

দেখ্‌ছি বলে, যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতা জনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য,তোমরা ইৎ লোপ্‌লুপ্‌। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরি কচ্ছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন-কঙ্কালকুল তোমরা,কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? হুঁ তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্ব্বকালের অনেকগুলি রত্ন পেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই, এখন ইংরাজরাজ্যে, অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপ্‌ড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,

ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবন কোথা হইতে আসিবে।

—তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী-শক্তি। এরা এক মুটো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পার্‌বে; আধখানা রুটী পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটী চুপ করে দিন রাত খাটা, এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়!—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি,—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অম্‌নি শুন্‌বে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পন-কারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি "ওয়াহ গুরু কি ফত্তে"।*

---

* গুরুই ধন্য হউন, গুরুই জয় যুক্ত হউন। উহা পাঞ্জাব প্রদেশের শিখ্ সম্প্রদায়ের উৎসাহবাক এবং রণসঙ্কেত।

বঙ্গোপসাগর।

জাহাজ বঙ্গোপসাগরে যাচ্ছে। এ সমুদ্র নাকি বড়ই গভীর। যেটুকু অল্প জল ছিল, সেটুকু মা গঙ্গা হিমালয় গুঁড়িয়ে, পশ্চিম ধুয়ে এনে, বুজিয়ে জমি করে নিয়েছেন। সে জমি আমাদের বাঙ্গালা দেশ। বাঙ্গালা দেশ আর বড় এগুচ্চেন না, ঐ সোঁদর বন পর্য্যন্ত। কেউ কেউ বলেন, সোঁদর বন পুর্ব্বে গ্রাম-নগর-ময় ছিল, উচ্চ ছিল। অনেকে এখন ও কথা মান্‌তে চায় না। যাহক ঐ সোঁদর বনের মধ্যে, আর বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে অনেক কারখানা হয়ে গেছে। এই সকল স্থানেই পর্ত্তুগিজ বম্বেটেদের আড্ডা হয়েছিল; আরাকান রাজের, এই সকল স্থান অধিকারের, বহু চেষ্টা; মোগল প্রতিনিধির, গঞ্জালেজ্ প্রমুখ পর্ত্তুগিজ বম্বেটেদের শাসিত করবার নানা উদ্যোগ; বারম্বার ক্রিশ্চিয়ান, মোগল, মগ, বাঙ্গালির যুদ্ধ।

একে বঙ্গোপসাগর স্বভাবচঞ্চল, তাতে আবার এই বর্ষাকাল, মৌসুমের সময়, জাহাজ খুব হেল্‌তে দুল্‌তে যাচ্ছেন। তবে এইত আরম্ভ,

পরে বা কি আছে। যাচ্ছি মান্দ্রাজ। এই দাক্ষিণাত্যের বেশী ভাগই এখন মান্দ্রাজ। দক্ষিণী ঢং। জমিতে কি হয়? ভাগ্যবানের হাতে পড়ে মরুভূমিও স্বর্গ হয়। নগণ্য ক্ষুদ্র গ্রাম মান্দ্রাজ সহর যার নাম চিন্নাপট্টনম্, অথবা মাদ্রাস-পট্টনম্, চন্দ্রগিরির রাজা একদল বণিককে বেচেছিল। তখন ইংরাজের ব্যবসা "জাভায়।" বান্তাম সহর ইংরাজদিগের আসিয়ার বাণিজ্যের কেন্দ্র। "মান্দ্রাজ" প্রভৃতি ইংরাজি কোম্পানির ভারতবর্ষের সব বাণিজ্যস্থান "বান্তামের" দ্বারা পরিচালিত। সে বান্তাম কোথায়? আর সে মান্দ্রাজ কি হয়ে দাঁড়াল? শুধু "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" নয় হে ভায়া; পেছনে, "মায়ের বল"। তবে উদ্যোগী পুরুষ-কেই মা বল দেন—এ কথাও মানি। মান্দ্রাজ মনে পড়্‌লে খাঁটি দক্ষিণ দেশ মনে পড়ে। যদিও কল্‌কেতার জগন্নাথের ঘাটেই দক্ষিণ দেশের আমেজ পাওয়া যায় (সেই থর-কামান মাথা, ঝুঁটি বাঁধা, কপালে অনেক চিত্র বিচিত্র, শুঁড়-ওল্‌টানো চটিজুতো, যাতে কেবল পায়ের

আঙ্গুলকটী ঢোকে, আর নস্যদরবিগলিত নাসা, ছেলে পুলের সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের ছাপা লাগাতে মজবুত) উড়ে বামুন দেখে। গুজ-রাতি বামুন, কালো কুচকুচে দেশস্থ বামুন, ধপ্ ধপে ফরসা বেরালচোখো চৌকা মাথা কোকনস্থ বামুন, সব ঐ এক প্রকার বেশ, সব দক্ষিণী বলে পরিচিত, অনেক দেখেছি, কিন্তু ঠিক দক্ষিণী ঢং মান্দ্রাজিতে। সে রামানুজি তিলক-পরিব্যাপ্ত ললাটমণ্ডল—দূর থেকে, যেন ক্ষেত চৌকি দেবার জন্য কেলে হাঁড়িতে চুণ মাখিয়ে পোড়া কাঠের ডগায় বসিয়াছে (যার সাগ্‌রেদ রামা-নন্দি তিলকের মহিমা সম্বন্ধে লোকে বলে "তিলক তিলক সবকোই কহে পর রামানন্দি তিলক্, দিখত গঙ্গা পার সে যম গৌদ্বারকে খিড়ক্!" আমাদের দেশের চৈতন্যসম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া গোঁসাই দেখে, মাতাল চিতেবাঘ ঠাওরেছিল—এ মান্দ্রাজি তিলক দেখে চিতে বাঘ গাছে চড়ে!) আর সে তামিল তেলেগু মলয়ালম্ বুলি—যা ছয় বৎসর শুনেও এক বর্ণ বোঝবার যো নাই,যাতে দুনিয়ার রকমারি

"ল"কার ও "ড"কারের কারখানা, আর সেই "মুড়গুতন্নির রসম্" * সহিত ভাত "সাপড়ান," —যার এক এক গরসে বুক ধড়্ ফড়্ কোরে ওঠে, (এমনি ঝাল আর তেঁতুল!) সে "মিঠে নিমের পাতা, ছোলার দাল, মুগের দাল" ফোড়ন, দধ্যোদন ইত্যাদি ভোজন, আর সে রেড়ির তেল মেখে স্নান, রেড়ির তেলে মাছ ভাজা,—এ না হলে, কি দক্ষিণ মুলুক হয়?

দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্ম গৌরব।

আবার, এই দক্ষিণ মুলুক, মুসলমান রাজত্বের সময় এবং তার কতকদিন আগে থেকেও, হিন্দু ধর্ম্ম বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দক্ষিণ মুলুকেই—সামনে টিকি, নারকেল-তেল-খেকো জাতে,—শঙ্করাচার্য্যের জন্ম; এই দেশেই রামানুজ জন্মেছিলেন; এই—মধ্বমুনির জন্ম-ভূমি। এঁদেরই পায়ের নীচে বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম। তোমাদের চৈতন্যসম্প্রদায় এই মধ্বসম্প্র-দায়ের শাখামাত্র; ঐ শঙ্করের প্রতিধ্বনি কবীর, দাদু, নানক, রামসেনহী প্রভৃতি সকলেই; ঐ

* অতিরিক্ত ঝাল ও তেঁতুল সংযুক্ত অরহর দালের ঝোলবিশেষ। উহা দক্ষিণীদের প্রিয় খাদ্য।

রামানুজের শিষ্যসম্প্রদায় অযোধ্যা প্রভৃতি দখল কোরে বসে আছে। এই দক্ষিণী ব্রাহ্মণরা হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে না, শিষ্য কর্ত্তেও চায় না, সে দিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাস দিত না। এই মান্দ্রাজি-রাই এখনও বড় বড় তীর্থস্থান দখল কোরে বসে আছে। এই দক্ষিণ দেশেই,—যখন উত্তর ভারত-বাসী, "আল্লা হু আক্‌বর, দীন্ দীন্" শব্দের সামনে ভয়ে ধন রত্ন ঠাকুর দেবতা স্ত্রী পুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল,—রাজচক্রবর্ত্তী বিদ্যানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দক্ষিণ দেশেই সেই অদ্ভুত সায়নের জন্ম। যাঁর যবনবিজয়ী বাহুবলে বুক্করাজের সিংহাসন, মন্দ্রনায় বিদ্যানগর সাম্রাজ্য, নয়-মার্গে দাক্ষিণাত্যের সুখ স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠিত ছিল —যাঁর অমানব প্রতিভা ও অলৌকিক পরি-শ্রমের ফলস্বরূপ সমগ্র বেদরাশির টীকা—যাঁর আশ্চর্য্য ত্যাগ, বৈরাগ্য ও গবেষণার ফল-স্বরূপ পঞ্চদশী গ্রন্থ—সেই সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যমুনি সায়নের এই জন্মভূমি। মান্দ্রাজ সেই "তামিল"

জাতির আবাস—যাদের সভ্যতা সর্ব্ব প্রাচীন—যাদের "সুমের" নামক শাখা "ইউফ্রেটিস" তীরে প্রকাণ্ড সভ্যতাবিস্তার অতি প্রাচীনকালে করেছিল—যাদের জ্যোতিষ, ধর্ম্মকথা, নীতি, আচার প্রভৃতি আসিরি বাবিলি সভ্যতার ভিত্তি—যাদের পুরাণসংগ্রহ বাইবেলের মূল—যাদের আর এক শাখা মলবর উপকূল হয়ে অদ্ভুত মিসরি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল—যাদের কাছে আর্য্যেরা অনেক বিষয়ে ঋণী। এদেরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির দাক্ষিণাত্যে বীর শৈব বা বীর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা করছে। এই যে এত বড় বৈষ্ণবধর্ম্ম—এও এই "তামিল" নীচবংশোদ্ভুত ষট্‌কোপ হতে উৎপন্ন, যিনি "বিক্রীয় সূর্পং স চচার যোগী"। এই তামিল আলওয়াড় বা ভক্তগণ এখনও সমগ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পূজ্য হয়ে রয়েছেন। এখনও এদেশে বেদান্তের দ্বৈত, বিশিষ্ট, বা অদ্বৈত, সমস্ত মতের যেমন চর্চ্চা, তেমন আর কুত্রাপি নাই। এখনও ধর্ম্মে অনুরাগ এদেশে যত প্রবল, তেমন আর কোথাও নাই।

চব্বিশে জুন রাত্রে আমাদের জাহাজ মান্দ্রাজে

পৌঁছিল। প্রাতঃকালে উঠে দেখি, সমুদ্রের মধ্যে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নেওয়া মান্দ্রাজের বন্দরে রয়েছি। ভেতরে স্থির জল; আর বাহিরে উত্তাল তরঙ্গ গজরাচ্ছে, আর এক এক বার বন্দরের দ্যালে লেগে দশ বার হাত লাফিয়ে উঠ্‌ছে, আর ফেনময় হয়ে ছড়িয়ে পড়্‌ছে। সাম্‌নে সুপরিচিত মান্দ্রাজের ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্‌। দুজন ইংরেজ পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর, একজন মান্দ্রাজি জমাদার, এক ডজন পাহারওয়ালা জাহাজে উঠ্‌লো। অতি ভদ্রতাসহকারে আমায় জানালে যে কালা আদমির কিনারায় যাবার হুকুম নাই, গোরার আছে। কালা যেই হক্‌ না কেন সে যে রকম নোংরা থাকে তাতে তার প্লেগবীজ নিয়ে বেড়াবার বড়ই সম্ভাবনা—তবে আমার জন্য মান্দ্রাজিরা বিশেষ হুকুম পাবার দরখাস্ত করেছে —বোধ হয় পাবে। ক্রমে দুচারিটি কোরে মান্দ্রাজি বন্ধুরা নৌকায় চড়ে, জাহাজের কাছে আস্‌তে লাগ্‌ল। ছোঁয়াছুঁয়ি হবার যো নাই, জাহাজ থেকে কথা কও। আলাসিঙ্গা, বিলিগিরি, নরসিমাচার্য্য, ডাক্তার নঞ্জনরাও, কীডি

মান্দ্রাজ ও বন্ধুগণের অভ্যর্থনা।

প্রভৃতি সকল বন্ধুদেরই দেখ্‌তে পেলুম। আঁব কলা, নারিকেল, রাঁধা দধ্যোদন, রাশীকৃত গজা, নিম্‌কি ইত্যাদির বোঝা আস্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে ভিড় হতে লাগ্‌ল—ছেলে মেয়ে, বুড়ো, নৌকায় নৌকা। আমার বিলাতি বন্ধু মিঃ শ্যামি-এর, ব্যারিষ্টার হয়ে মান্দ্রাজে এসেছেন, তাঁকেও দেখ্‌তে পেলেম। রামকৃষ্ণানন্দ আর নির্ভয় বারকতক আনাগোনা কর্‌লে। তারা সারাদিন সেই রৌদ্রে নৌকায় থাক্‌বে—শেষে ধম্‌কাতে তবে যায়। ক্রমে যত খবর হল যে আমাকে নাবতে হুকুম দেবে না, তত নৌকার ভিড় আরও বাড়তে লাগ্‌ল। শরীরও ক্রমাগত জাহাজের বারাণ্ডায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবসন্ন হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। তখন মান্দ্রাজি বন্ধুদের কাছে বিদায় চাহিলাম, ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লাম। আলাসিঙ্গা, "ব্রহ্মবাদিন্" ও মান্দ্রাজি কায কর্ম্ম সম্বন্ধে পরামর্শ কর্‌বার অবসর পায় না; কাযেই সে কলম্বো পর্য্যন্ত জাহাজে চল্‌লো। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়্‌লে। তখন একটা রোল উঠ্‌লো। জান্‌লা

দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, হাজারখানেক মান্দ্রাজি স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকা, বন্দরের বাঁধের উপর বসেছিল—জাহাজ ছাড়তেই, তাদের এই বিদায়সূচক রব! মান্দ্রাজিরা আনন্দ হলে বঙ্গ-দেশের মত হুলু দেয়।

ভারত মহাসাগর।

মান্দ্রাজ হতে কলম্বো চারি দিন। যে তরঙ্গ-ভঙ্গ গঙ্গাসাগর থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তা ক্রমে বাড়্‌তে লাগ্‌ল। মান্দ্রাজের পর আরও বেড়ে গেল। জাহাজ বেজায় দুল্‌তে লাগ্‌ল। যাত্রীরা মাথা ধরে ন্যাকার কোরে অস্থির। বাঙ্গালির ছেলে দুটিও ভারি "সিক্"। একটি ত ঠাউরেছে মরে যাবে; তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেওয়া গেল, যে কিছু ভয় নাই, অমন সকলেরই হয়, ওতে কেউ মরেও না, কিছুই না। সেকেণ্ড কেলাসটা আবার "স্ক্রু" ঠিক উপরে। ছেলে দুটিকে কালা আদমি বলে, একটা অন্ধকূপের মত ঘর ছিল, তারির মধ্যে পুরেছে। সেখানে পবনদেবেরও যাবার হুকুম নাই, সূর্য্যেরও প্রবেশ নিষেধ। ছেলে দুটির ঘরের মধ্যেও যাবার যো নেই;

আর ছাতের উপর—সে কি দোল। আবার যখন জাহাজের সামনেটা একটা ঢেউয়ের গহ্বরে বসে যাচ্ছে, আর পেছনটা উঁচু হয়ে উঠ্‌ছে, তখন স্ক্রুটা জল ছাড়া হয়ে শূন্যে ঘুর্‌ছে, আর সমস্ত জাহাজটা ঢক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ কোরে নড়ে উঠ্‌ছে। সেকেণ্ড কেলাসটা ঐ সময়, যেমন বেরালে ইঁদুর ধরে এক একবার ঝাড়া দেয়, তেমনি কোরে নড়্‌ছে।

যাই হউক এখন মন্‌সুনের সময়। যত ভারত-মহাসাগরে জাহাজ পশ্চিমে চল্‌বে, ততই বাড়বে এই ঝড়ঝাপট। মান্দ্রাজিরা অনেক ফলপাকড় দিয়েছিল তার অধিকাংশ, আর গজা, দধ্যোদান প্রভৃতি সমস্তই ছেলেদের দেওয়া গেল। আলাসিঙ্গা তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কিনে শুধু পায়ে জাহাজে চড়ে বস্‌লো। আলাসিঙ্গা বলে, সে কখনও কখন জুতোও পায়ে দেয়। দেশে দেশে রকমারি চাল। ইউরোপে মেয়েদের পা দেখান বড় লজ্জা; কিন্তু আধখানা গা আদুড় রাখ্‌তে লজ্জা নেই। আমাদের দেশে মাথাটা ঢাক্‌তে হবেই হবে, তা পরনে কাপড় থাক্ বা না

জাহাজে মান্দ্রাজি যাত্রী।

থাক্। আলাসিঙ্গা পেরুমল, এডিটার ব্রহ্মবাদিন্, মাইসোরি রামানুজি"রসম"খোকো ব্রাহ্মণ, কামান মাথায় সমস্ত কপাল যুড়ে"তেংকলে"তিলক,"সঙ্গের সম্বল গোপনে অতি যতনে" এনেছেন কি দুটো পুট্‌লি! একটায় চিড়া ভাজা, আর একটায় মুড়ি মটর! জাত বাঁচিয়ে,ঐ মুড়ি মটর চিবিয়ে, সিলোনে যেতে হবে! আলাসিঙ্গা আর একবার সিলোনে গিয়েছিল। তাতে বেরাদারি লোক একটু গোল করবার চেষ্টা করে; কিন্তু পেরে ওঠে নি। ভারতবর্ষে ঐ টুকুই বাঁচোয়া। বেরাদারি যদি কিছু না বল্লে ত আর কারো কিছু বল্‌বার অধিকার নেই। আর সে দক্ষিণী বেরাদারি —কোনটায় আছেন সবশুদ্ধ পাঁচশ,কোনটায় সাতশ কোনটায় হাজারটী প্রাণী! কনের ভাগ্‌নিকে বে করে! যখন মাইসোরে প্রথম রেল হয়,যে যে ব্রাহ্মণ দূর থেকে রেলগাড়ি দেখ্‌তে গিছ্‌ল, তারা জাতচ্যুত হয়! যাই হক্, এই আলাসিঙ্গার মত মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প; অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপন-খাটুনি, অমন গুরু-ভক্ত, আজ্ঞা-কারী শিষ্য, জগতে অল্প হে ভায়া।

মাথা কামান, ঝুঁটি বাঁধা, শুধু পায়, ধুতি-পরা মান্দ্রাজি, ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠ্‌লে; বেড়াচ্ছে-চেড়াচ্ছে ক্ষিধে পেলে মুড়ি মটর চিবুচ্ছে। চাকররা মান্দ্রাজিমাত্রকেই ঠাওরায় "চেট্টি" আর "ওদের অনেক টাকা আছে, কিন্তু কাপড়ও পর্‌বে না আর খাবেও না"। তবে আমাদের সঙ্গে পোড়ে ওর জাতের দফা ঘোলা হচ্ছে —চাকররা বল্‌ছে। বাস্তবিক কথা,—তোমাদের পাল্লায় পোড়ে মান্দ্রাজিদের জাতের দফা অনেকটা ঘোলা কেন, থক্‌থকিয়ে এসেছে।

আলাসিঙ্গার 'সি-সিকনেস্‌' হল না। 'তু' ভায়া প্রথমে একটু আধটু গোল কোরে সামলে বসে আছেন। চারি দিন নানা বার্ত্তালাপে, "ইষ্ট গোষ্ঠিতে" কাট্‌লো। সামনে কলম্বো। এই—সিংহল, লঙ্কা।. শ্রীরামচন্দ্র সেতু বেঁধে পার হয়ে লঙ্কার রাবণ-রাজাকে জয় করেছিলেন। সেতু ত দেখেছি; সেতুপতি মহারাজার বাড়ীতে, যে পাথরখানির উপর ভগবান রামচন্দ্র তাঁর পূর্ব্ব পুরুষকে প্রথম সেতুপতি-রাজা করেন, তাও দেখেছি। কিন্তু এ পাপ বৌদ্ধ সিলোনি

সিলোনি ঢং।

লোকগুলো তা মানতে চায় না! বলে—আমাদের দেশে ও কিম্বদন্তীপর্য্যন্ত নাই। আর নাই বল্লে কি হবে?—"গোসাইজী পুঁথিতে লিখ্‌ছেন যে"। তার ওপর ওরা নিজের দেশকে বলে—সিংহল। লঙ্কা বল্‌বে না, ব্‌লবে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না কাযে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল, না আকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো!—ঘাগরা পরা, খোঁপা বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়ে মান্‌ষি চেহারা! আবার—রোগা রোগা, বেঁটে বেঁটে, নরম নরম শরীর! এরা রাবণ কুম্ভকর্ণের বাচ্ছা? গেছি আর কি! বলে—বাঙ্গালা দেশ থেকে এসেছিল—তা ভালই করেছিল। ঐ যে এক-দল দেশে উঠ্‌ছে, মেয়ে মান্‌ষের মত বেশ-ভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠি হয়ে অবধি পরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় "হাঁসেন হোঁসেন" করেন—ওরা কেন যাক্ না বাপু সিলোনে। পোড়া গবর্ণমেণ্ট কি ঘুমুচ্ছে

গা ? সে দিন "পুরীতে" কাদের ধরা পাক্‌ড়া কর্ত্তে গিয়ে হুলুস্থূল বাঁধালে; বলি—রাজধানীতে পাক্‌ড়া কোরে, প্যাক করবার ওযে অনেক রয়েছে।

একটা ছিল মহা দুষ্টু বাঙ্গালী রাজার ছেলে—বিজয়সিংহ বলে। সেটা বাপের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ কোরে, নিজের মত আরও কতগুলো সঙ্গি জুটিয়ে জাহাজ কোরে ভেসে ভেসে, লঙ্কা নামক টাপুতে হাজির। তখন ও দেশে বুনো জাতের আবাস, যাদের বংশধরেরা এক্ষণে "বেদ্দা" নামে বিখ্যাত। বুনো রাজা বড় খাতির কোরে রাখ্‌লে, মেয়ে বে দিলে। কিছু দিন ভাল মানুষের মত রইল; তারপর একদিন মাগের সঙ্গে যুক্তি কোরে, হঠাৎ রাত্রে সদলবলে উঠে, বুনো রাজাকে সরদারগণ সহিত কতল্ কোরে ফেল্‌লে। তারপর বিজয়সিংহ হলেন রাজা। দুষ্টুমির এই খানেই বড় অন্ত হলেন না। তারপর, আর তাঁর বুনোর মেয়ে রাণী ভাল লাগ্‌ল না। তখন ভারতবর্ষ থেকে আরও লোকজন, আর অনেক মেয়ে, আনালেন।

সিংহলের ইতিহাস।

অনুরাধা বলে এক মেয়ে ত নিজে কল্লেন বিয়ে; আর সে বুনোর মেয়েকে জলাঞ্জলি দিলেন; সে জাতকে জাত নিপাত কর্ত্তে লাগ্‌লেন। বেচারিরা প্রায় সব মারা গেল। কিছু অংশ ঝাড় জঙ্গলে আজও বাস কর্‌ছে। এই রকম কোরে লঙ্কার নাম হল সিংহল, আর হল বাঙ্গালি বদমায়েসের উপনিবেশ! ক্রমে অশোক মহারাজার আমলে, তাঁর ছেলে মাহিন্দো, আর মেয়ে সংঘমিত্তা, সন্ন্যাস নিয়ে, ধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে, সিংহল টাপুতে উপস্থিত হলেন। এঁরা গিয়ে দেখ্‌লেন যে, লোকগুলো বড়ই আদাড়ে হয়ে গিয়েছে। আজীবন পরিশ্রম কোরে, সেগুলোকে যথাসম্ভব সভ্য কর্‌লেন; উত্তম উত্তম নিয়ম কর্‌লেন; আর শাক্যমুনির সম্প্রদায়ে আনলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সিলোনিরা বেজায় গোঁড়া বৌদ্ধ হয়ে উঠ্‌লো। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড সহর বানালে, তার নাম দিলে অনুরাধাপুরম্। এখনও সে সহরের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌লে, আক্কেল হায়রান্ হয়ে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ, ক্রোশ ক্রোশ পাথরের ভাঙ্গা

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার।

বাড়ী, দাঁড়িয়ে আছে। আরও কত জঙ্গল হয়ে রয়েছে, এখনও সাফ্ হয় নাই। সিলোন-ময় নেড়া মাথা, করোয়াধারী, হল্‌দে চাদর মোড়া, ভিক্ষু ভিক্ষুণী ছড়িয়ে পোড়্‌লো। জায়-গায় জায়গায় বড় বড় মন্দির উঠ্‌লো—মস্ত মস্ত ধ্যানমূর্ত্তি, জ্ঞান মুদ্রা কোরে প্রচারমূর্ত্তি, কাৎ হয়ে শুয়ে মহানির্ব্বাণ মূর্ত্তি—তার মধ্যে। আর দেয়ালের গায়ে সিলোনিরা দুষ্টুমি কর্‌লে—নরকে তাদের কি হাল হয়, তাই আঁকা; কোনটাকে ভূতে ঠেঙ্গাচ্ছে, কোনটাকে করাতে চির্‌ছে, কোনটাকে পোড়াচ্ছে, কোনটাকে তপ্ত তেলে ভাজ্‌ছে, কোনটার ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে—সে মহাবীভৎস কারখানা! এ 'অহিংসা পরমোধর্ম্মে'র ভেতরে যে এমন কারখানা কে জানে বাপু! চীনেও ঐ হাল; জাপানেও ঐ। এদিকে ত অহিংসা, আর সাজার পরিপাটি দেখ্‌লে আত্মা-পুরুষ শুকিয়ে যায়। এক 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মে'র বাড়ীতে ঢুকেছে—চোর। কর্ত্তার ছেলেরা তাকে পাক্‌ড়া কোরে, বেদম্ পিট্‌ছে। তখন কর্ত্তা দোতলার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে,

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি।

খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগ্‌লেন "ওরে মারিস্‌ নি, মারিস্‌ নি ; অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।" বাচ্ছা-অহিংসারা, মার থামিয়ে, জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তবে চোরকে কি করা যায় ?" কর্ত্তা আদেশ কর্‌লেন, "ওকে থলিতে পুরে, জলে ফেলে দাও।" চোর যোড় হাত কোরে, আপ্যায়িত হয়ে, বল্লে "আহা কর্ত্তার কি দয়া!" বৌদ্ধরা বড় শান্ত, সকল ধর্ম্মের উপর সমদৃষ্টি, এইত শুনেছিলুম। বৌদ্ধপ্রচারকেরা আমাদের কল্‌কেতায় এসে, রঙ্গ বেরঙ্গের গাল ঝাড়ে, অথচ আমরা তাদের যথেষ্ট পূজো কোরে থাকি। অনুরাধাপুরে প্রচার কর্‌ছি একবার, হিঁদুদের মধ্যে—বৌদ্ধদের নয়—তাও খোলা মাঠে, কারুর জমিতে নয়। ইতি-মধ্যে ‍দুনিয়ার বৌদ্ধ "ভিক্ষু," গৃহস্থ,মেয়ে,মদ্দ,ঢাক ঢোল কাঁসি নিয়ে এসে, সে যে বিট্‌কেল আওয়াজ আরম্ভ কর্‌লে,তা আর কি বল্‌ব! লেক্‌চার ত অলমিতি হল;রক্তারক্তি হয় আর কি। অনেক কোরে হিঁদুদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে,আমরা নয় একটু অহিংসা করি এস—তখন শান্তিহয়!

ক্রমে উত্তর দিক থেকে হিঁদু তামিলকুল

ধীরে ধীরে লঙ্কায় প্রবেশ কর্‌লে বৌদ্ধরা বেগতিক দেখে রাজধানী ছেড়ে, কান্দি নামক পার্ব্বত্য সহর স্থাপন কর্‌লে। তামিলরা কিছু দিনে তাও ছিনিয়ে নিলে এবং হিন্দুরাজা খাড়া কর্‌লে। তারপর এলো ফিরিঙ্গির দল, স্পানিয়ার্ড, পোর্ত্তুগিজ, ওলন্দাজ। শেষ ইংরাজ রাজা হয়েছেন। কান্দির রাজবংশ তাঞ্জোরে প্রেরিত হয়েছেন, পেন্‌সন আর মুড়-গুতন্নির ভাত খাচ্ছেন।

বৌদ্ধাধিকারের পরবৃত্তান্ত।

সিলোনের তামিল ভাষা খাঁটি তামিল, সিলো-নের ধর্ম্ম খাঁটি তামিল ধর্ম্ম। উত্তর সিলোনে হিঁদুর ভাগ অনেক অধিক; দক্ষিণ ভাগে বৌদ্ধ, আর রঙ্গ বেরঙ্গের দোআঁসলা ফিরিঙ্গি। বৌদ্ধদের প্রধান স্থান, বর্ত্তমান রাজধানী কলম্বো, আর হিন্দুদের, জাফনা। জাতের গোলমাল ভারতবর্ষ হতে এখানে অনেক কম। বৌদ্ধ-দের একটু আছে, বে থার সময়। খাওয়া দাওয়ায় বৌদ্ধদের আদতে নাই; হিঁদুদের কিছু কিছু। যত কসাই, সব বৌদ্ধ ছিল। আজকাল কমে যাচ্ছে; ধর্ম্ম প্রচার হচ্ছে। বৌদ্ধদের অধিকাংশ ইউরোপী নাম ইন্দ্রুম পিন্দ্রুম এখন

বর্ত্তমান আচার ব্যবহার।

বদ্‌লে নিচ্ছে। হিঁদুদের সব রকম জাত মিলে একটা হিঁদু জাত হয়েছে; তাতে অনেকটা পঞ্জাবী জাঠদের মত সব জাতের মেয়ে, মায় বিবি পর্য্যন্ত, বে করা চলে। ছেলে মন্দিরে গিয়ে ত্রিপুণ্ড্র কেটে শিব শিব বলে হিঁদু হয়। স্বামী হিঁদু, স্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান। কপালে বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে' বল্লেই ক্রিশ্চিয়ান সদ্যঃ হিঁদু হয়ে যায়। তাইতেই তোমাদের উপর এখানকার পাদরিরা এত চটা। তোমাদের আনাগোনা হয়ে অবধি, বহুৎ ক্রিশ্চিয়ান বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে' বলে, হিঁদু হয়ে জাতে উঠেছে। অদ্বৈতবাদ, আর বীর শৈববাদ এখানকার ধর্ম্ম। হিন্দু শব্দের জায়গায় শৈব বল্‌তে হয়। চৈতন্যদেব যে নৃত্য কীর্ত্তন বঙ্গদেশে প্রচার করেন, তার জন্মভূমি দাক্ষিণাত্যে, এই তামিল জাতির মধ্যে। লক্ষ লোকের উন্মাদ কীর্ত্তন, শিবের স্তব গানসে হাজারো মৃদঙ্গের আওয়াজ, আর বড় বড় করতালের ঝাঁজ—আর এই বিভূতি মাখা, মোটা মোটা রুদ্রাক্ষ গলায়, পাহলওয়ানি চেহারা,

লাল চোখ, মহাবীরের মত, তামিলদের মাতওয়ারা নাচ না দেখ্‌লে, বুঝতে পার্‌বে না।

কলম্বোর বন্ধুরা নাববার হুকুম আনিয়ে রেখেছিল, অতএব ডাঙ্গায় নেবে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা শুনা হল। সার কুমার স্বামী হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তাঁর স্ত্রী ইংরেজ, ছেলেটী শুধু পায়ে, কপালে বিভুতি। শ্রীযুক্ত অরুণাচলম্‌-প্রমুখ বন্ধু বান্ধবেরা এলেন। অনেক দিনের পর মুড়গুতন্নির খাওয়া হল আর কিং ককোয়ানট। ডাব কতকগুলো জাহাজে তুলে দিলে। মিসেস্‌ হিগিন্সের সঙ্গে দেখা হল—তাঁর বৌদ্ধ মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল দেখ্‌লাম। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত কাউন্‌টেস্‌ কানোভারার মঠ ও স্কুল দেখ্‌লাম। কাউণ্টেসের বাড়ীটী মিসেস্‌ হিগিন্সের অপেক্ষা প্রশস্ত ও সাজান। কাউণ্টেস্‌ ঘর থেকে টাকা এনেছেন, আর মিসেস্‌ হিগিন্স ভিক্ষে কোরে কোরেছেন। কাউণ্টেস্‌ নিজে গেরুয়া কাপড় বাঙ্গালার শাড়ীর মত পরেন। সিলোনের বৌদ্ধদের মধ্যে ঐ ঢঙ্গ খুব ধরে গেছে দেখ্‌লাম।

কলোম্বে বন্ধু সম্মিলন।

গাড়ী গাড়ী মেয়ে দেখ্‌লাম—সব ঐ বঙ্গের শাড়ী পরা।

বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ কান্দিতে দন্ত-মন্দির। ঐ মন্দিরে বুদ্ধ-ভগবানের একটী দাঁত আছে। সিলোনিরা বলে ঐ দাঁত আগে পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে ছিল, পরে নানা হাঙ্গামা হয়ে সিলোনে উপস্থিত হয়। সেখানেও হাঙ্গামা কম হয় নাই। এখন নিরাপদে অবস্থান কর্‌ছেন। সিলোনিরা আপনাদের ইতিহাস উত্তমরূপে লিখে রেখেছে। আমাদের মত নয়—খালি আষাড়ে গল্প। আর বৌদ্ধদের শাস্ত্র নাকি প্রাচীন মাগধী ভাষায়, এই দেশেই সুরক্ষিত আছে। এস্থান হতেই ব্রহ্ম সায়াম প্রভৃতি দেশে ধর্ম্ম গেছে। সিলোনি বৌদ্ধরা তাদের শাস্ত্রোক্ত এক শাক্যমুনিকেই মানে, আর তাঁর উপদেশ মেনে চল্‌তে চেষ্টা করে। নেপালি, সিকিমি, ভুটানি, লাদাকি, চীনে, জাপানিদের মত শিবের পূজা করে না; আর "হ্রীং তারা" ও সব জানে না। তবে ভূতটুত নামানো আছে। 'বৌদ্ধরা' এখন উত্তর আর দক্ষিণ দু আম্নায় হয়ে গেছে।

বুদ্ধদন্তেতিহাস ও বর্ত্তমান বৌদ্ধ-ধর্ম্ম।

উত্তর আম্নায়েরা নিজেদের বলে মহাযান; আর দক্ষিণী অর্থাৎ সিংহলী ব্রহ্ম সায়ামি প্রভৃতি-দের বলে হীনযান। মহাযানওয়ালারা বুদ্ধের পূজা নাম মাত্র করে; আসল পূজো তারা-দেবীর, আর অবলোকিতেশ্বরের (জাপানি, চীনি, কোরিয়ান্‌রা বলে ক্বানয়ন্‌); আর হ্রীং ক্লীং তন্ত্র মন্ত্রের বড় ধূম। টিবেটিগুলো আসল শিবের ভূত। ওরা সব হিঁদুর দেবতা মানে, ডমরু বাজায়, মড়ার খুলি রাখে, সাধুর হাড়ের ভেঁপু বাজায়, মদ মাংসর যম। আর খালি মন্ত্র আওড়ে রোগ, ভূত, প্রেত, তাড়াচ্ছে। চীনে আর জাপানে সব মন্দিরের গায়ে ওঁ হ্রীং ক্লীং—সব বড় সোনালি অক্ষরে লেখা দেখেছি। সে অক্ষর বাঙ্গালার এত কাছাকাছি যে বেশ বোঝা যায়।

আ্যলাসিঙ্গা কলম্বো থেকে মান্দ্রাজ ফিরে গেল। আমরাও কুমার স্বামীর (কার্ত্তিকের নাম—সুব্র-হ্মণ্য, কুমার স্বামী ইত্যাদি; দক্ষিণ দেশে কার্ত্তি-কের ভারি পূজো, ভারি মান; কার্ত্তিককে ওঁ-কারের অবতার বলে।) বাগানের নেবু; কতকগুলো ডাবের রাজা (কিং ককোয়ানট), দু বোতল সরবত

ইত্যাদি উপহার সহিত আবার জাহাজে উঠ্‌লাম।

পঁচিশে জুন প্রাতঃকাল জাহাজ কলম্বো ছাড়্‌লো। এবার ভরা মন্‌সুনের মধ্য দিয়া গমন। জাহাজ যত এগিয়ে যাচ্ছে, ততই ঝড় বাড়্‌ছে, বাতাস ততই বিকট নিনাদ কর্‌ছে—উভশ্রান্ত বৃষ্টি, অন্ধকার; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ গর্জ্জে গর্জ্জে জাহাজের উপর এসে পড়্‌ছে; ডেকের ওপর তিষ্ঠুন দায়। খাবার-টেবিলের উপর আড়ে লম্বায় কাঠ দিয়ে, চৌকো চৌকো খুব্‌রি কোরে দিয়েছে, তার নাম ফিড্‌ল। তার ওপর দিয়ে খাবারদাবার লাফিয়ে উঠ্‌ছে। জাহাজ ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ কোরে উঠ্‌ছে, যেন বা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। কাপ্তেন বল্‌ছেন, "তাইত এবারকার মন্‌সুন্‌টা ত ভারি বিট্‌কেল!" কাপ্তেনটী বেশ লোক; চীন ও ভারতবর্ষের নিকট-বর্ত্তী সমুদ্রে অনেক দিন কাটিয়েছেন; আমুদে লোক; আষাড়ে গল্প কর্‌তে ভারি মজবুত। কত রকম বোম্বেটের গল্প;—চীনে কুলি, জাহাজের অফিসারদের মেরে ফেলে কেমন কোরে জাহাজ শুদ্ধ, লুটে নিয়ে পালাত—এই রকম বহুৎ গল্প

মন্‌সুন্‌।

কর্‌ছেন। আর কি করা যায়; লেখা পড়া এ ঢুলুনির চোটে মুস্কিল। ক্যাবিনের ভেতর বসা দায়, জানলাটা এঁটে দিয়েছে—ঢেউয়ের ভয়ে। এক দিন 'তু' ভায়া একটু খুলে রেখেছিলেন, একটা ঢেউয়ের এক টুক্‌রো এসে জলপ্লাবন কোরে গেল। উপরে সে ওছল পাছলের ধূম কি! তারি ভেতরে তোমার উদ্বোধনের কায অল্প স্বল্প চল্‌ছে মনে রেখো।

একটী পাদ্রী যাত্রী।

জাহাজে দুই পাদ্রী উঠেছেন। একটী আমেরিকান—সস্ত্রীক, বড় ভাল মানুষ, নাম বোগেশ। বোগেশের সাত বৎসর বিয়ে হয়েছে; ছেলে মেয়েতে ছটী সন্তান—চাকরয়া বলে খোদার বিশেষ মেহেরবানি—ছেলেগুলোর সে অনুভব হয় না বোধ হয়। একখান—কাঁথা পেতে বোগেশঘরণী ছেলেপিলেগুলিকে ডেকের উপর শুইয়ে, চলে যায়। তারা নোংরা হয়ে কেঁদেকেটে গড়াগড়ি দেয়। যাত্রীরা সদাই সভয়। ডেকে বেড়াবার যো নাই; পাছে বোগেশের ছেলে মাড়িয়ে ফেলে। খুব ছোটটীকে একটী কানাতোলা চৌকো চুব্‌ড়িতে শুইয়ে, বোগেশ

আর বোগেশের পাদ্রীণী, জড়াজড়ি হয়ে কোণে চার ঘণ্টা বসে থাকে। তোমার ইউরোপী সভ্যতা বোঝা দায়। আমরা যদি বাইরে কুল্‌-কুচো করি কি দাঁত মাজি—বলে কি অসভ্য, আর জড়ামড়িগুলো গোপনে কল্লে ভাল হয় না কি? তোমরা আবার এই সভ্যতার নকল কর্‌তে যাও! যাহক্‌, প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে উত্তর-ইউরোপের যে কি উপকার করেছে, তা পাদ্রী পুরুষ না দেখ্‌লে তোমরা বুঝতে পার্‌বে না। যদি এই দশ ক্রোড় ইংরেজ সব মরে যায়, খালি পুরো-হিতকুল বেঁচে থাকে, বিশ বৎসরে আবার দশ ক্রোড়ের সৃষ্টি।

জাহাজের টালমাটালে অনেকেরই মাথা ধরে উঠেছে। টুটল্‌ বলে একটী ছোট মেয়ে বাপের সঙ্গে যাচ্ছে; তার মা নেই। আমাদের নিবেদিতা টুটলের ও বোগেশের ছেলেপিলের মা হয়ে বসেছে। টুটল্‌ বাপের কাছে মাইসোরে মানুষ হয়েছে। বাপ প্লাণ্টার। টুটলকে জিজ্ঞাসা করলুম "টুটল্‌! কেমন আছ?" টুটল বল্লে "এ বাঙ্গ্‌লাটা ভাল নয়, বড্ড দোলে, আর আমার অসুখ করে।"

টুটলের কাছে ঘর দোর সব বাঙ্‌লা। যোগেশের একটী এঁড়ে লাগা ছেলের বড় অযত্ন; বেচারা সারাদিন ডেকের কাঠের ওপর গড়িয়ে বেড়াচ্ছে! বুড়ো কাপ্তেন মাঝে মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে চাম্‌চে কোরে সুরুয়া খাইয়ে যায় আর তার পাটী দেখিয়ে বলে—কি রোগা ছেলে, কি অযত্ন!

মন্‌ সুনের কেন্দ্র।

অনেকে অনন্ত সুখ চায়। সুখ অনন্ত হলে দুঃখও যে অনন্ত হত—তার কি? তা হলে কি আর আমরা এডেন পৌঁছুতুম। ভাগ্যিস সুখ দুঃখ কিছুই অনন্ত নয়, তাই ছয় দিনের পথ চৌদ্দ দিন কোরে, দিন রাত বিষম ঝড় বাদ-লের মধ্যে দিয়েও, শেষটা এডেনে পৌঁছে গেলুম। কলম্বো থেকে যত এগুনো যায়, ততই ঝড় বাড়ে, ততই আকাশ—পুকুর, ততই বৃষ্টি, ততই বাতাসের জোর, ততই ঢেউ—সে বাতাস, সে ঢেউ ঠেলে কি জাহাজ চলে? জাহাজের গতি আদ্দেক হয়ে গেল—সকোত্রা দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে বেজায় বাড়্‌লো। কাপ্তেন বল্‌লেন, এইখানটা মন্‌ সুনের কেন্দ্র; এইটা পেরুতে পার্‌লেই ক্রমে

ঠাণ্ডা সমুদ্র। তাই হলো। এ দুঃস্বপ্নও কাট্‌লো।

৮ই সন্ধ্যাকালে এডেন। কাউকে নাম্‌তে

এডেন্‌। দেবে না, কালা গোরা মানে না। কোনও জিনিষ ওঠাতে দেবে না। দেখ্‌বার জিনিষও বড় নেই। কেবল ধূধূ বালি,—রাজপুতনার ভাব—বৃক্ষহীন তৃণহীন পাহাড়। পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে কেল্লা; ওপরে পল্টনের ব্যারাক। সামনে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হোটেল; আর দোকান-গুলি জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলি জাহাজ দাঁড়িয়ে। একখানি ইংরাজি যুদ্ধ জাহাজ, এক খানি জর্ম্মান, এলো; বাকিগুলি মালের বা যাত্রীর জাহাজ। গেলবারে এডেন দেখা আছে। পাহাড়ের পেছনে দিশি পল্টনের ছাউনি, বাজার। সেখান থেকে মাইল কতক গিয়ে পাহাড়ের গায় বড় বড় গহ্বর তৈয়ারি করা, তাতে বৃষ্টির জল জমে। পূর্ব্বে ঐ জলই ছিল ভরসা। এখন যন্ত্রযোগে সমুদ্রজল বাষ্প কোরে, আবার জমিয়ে, পরিষ্কার জল হচ্চে। তা কিন্তু মাগ্‌গি। এডেন ভারতবর্ষেরই একটী সহর যেন—দিশি ফৌজ, দিশি লোক অনেক। পারসি দোকানদার,

সিদ্ধি ব্যাপারি অনেক। এ এডেন বড় প্রাচীন স্থান—রোমান বাদ্‌সা কন্‌সট্যান্‌ সিউস্‌ এখানে এক দল পাদ্রী পাঠিয়ে, ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্ম প্রচার করান। পরে আরবেরা সে ক্রিশ্চিয়ান-দের মেরে ফেলে। তাতে রোমি সুলতান প্রাচীন ক্রিশ্চিয়ান হাব্‌সি দেশের বাদ্‌সাকে তাদের সাজা দিতে অনুরোধ করেন। হাব্‌সিরাজ ফৌজ পাঠিয়ে এডেনের আরবদের খুব সাজা দেন। পরে এডেন ইরাণের সামানিড়ি বাদ্‌সাহদের হাতে যায়। তাঁরাই নাকি প্রথমে জলের জন্য ঐ সকল গহ্বর খোদান। তারপর মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর এডেন আরাবদের হাতে যায়। কতককাল পরে পোর্ত্তুগিজ-সেনাপতি ঐ স্থান দখলের বৃথা উদ্যম করেন। পরে তুরস্কের সুলতান ঐ স্থানকে, পোর্ত্তুগিজদের ভারত মহাসাগর হতে তাড়াবার জন্য দরিয়াই জঙ্গের জাহাজের বন্দর করেন।

এডেনের ইতিবৃত্ত।

আবার উহা নিকটবর্ত্তী আরাব-মালিকের অধিকারে যায়। পরে ইংরাজেরা ক্রয় কোরে বর্ত্তমান এডেন করেছেন। এখন প্রত্যেক

শক্তিমান জাতির যুদ্ধ-পোতনিচয় পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় কি গোলযোগ হচ্ছে, তাতে সকলেই দুকথা কইতে চায়। নিজেদের প্রাধান্য, স্বার্থ, বাণিজ্য রক্ষা কর্ত্তে চায়। কাযেই মাঝে মাঝে কয়লার দরকার। পরের জায়গায় কয়লা লওয়া যুদ্ধকালে চল্‌বে না বলে, আপন আপন কয়লা নেওয়ার স্থান কর্‌তে চায়। ভাল ভাল-গুলি ইংরেজ ত নিয়ে বসেছেন; তারপর ফ্রান্স; তারপর যে যেথায় পায়—কেড়ে, কিনে, খোসা-মোদ কোরে—এক একটা জায়গা করেছে এবং কর্‌ছে। সুয়েজ খাল হচ্চে এখন ইউরোপ আসি-য়ার সংযোগ স্থান। সেটা ফরাসিদের হাতে। কাযেই ইংরেজ এডেনে খুব চেপে বসেছে, আর অন্যান্য জাতও রেডসির ধারে ধারে এক একটা জায়গা করেছে। কখনও বা জায়গা নিয়ে উল্‌টো উৎপাত হয়ে বসে। সাতশ বৎসরের পর-পদদলিত ইটালি কত কষ্টে পায়ের উপর খাড়া হলো; হয়েই ভাব্‌লে কি হলুম রে।—এখন দিগ্বিজয় কর্‌তে হবে। ইউরোপের এক টুক্‌রোও কারও নেবার যো নাই; সকলে মিলে তাকে মার্‌বে।

আসিয়ায়—বড় বড় বাঘা ভালুকো,—ইংরেজ, রুষ, ফ্রেঞ্চ, ডচ্; এরা আর কি কিছু রেখেছে? এখন বাকী আছে দু চার টুক্‌রো আফ্রিকার। ইতালি সেই দিকে চল্‌লো। প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় চেষ্টা কর্‌লে। সেথায় ফ্রান্সের তাড়া খেয়ে, পালিয়ে এল। তারপর ইংরেজরা রেড্‌সির ধারে একটা জমি দান কর্‌লে। মত্‌লব,—সেই কেন্দ্র হতে, ইতালি হাব্‌সি রাজ্য উদরসাৎ করেন। ইতালিও সৈন্য সামন্ত নিয়ে এগুলেন। কিন্তু হাব্‌সি বাদ্‌সা মেনেলিক্ এমনি গোবেড়েন দিলে, যে এখন ইতালির আফ্রিকা ছেড়ে প্রাণ বাঁচান দায় হয়েছে। আবার, রুষের কৃশ্চানি এবং হাব্‌সির কৃশ্চানি নাকি এক রকমের—তাই রুষের বাদ্‌সা ভেতরে ভেতরে হাব্‌সিদের সহায়।

পাদ্রী যোগেশ ও রেড্‌সি সম্বন্ধীয় পৌরাণিকী কথা।

জাহাজ ত রেড্‌সির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পাদ্রী বল্লেন "এই—রেড্‌সি,—য়াহুদী নেতা মুসা সদলবলে পদব্রজে পার হয়েছিলেন। আর তাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্যে মিসরি বাদ্‌সা ফেরো যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন তারা—কাদায়

রথচক্র ডুবে, কর্ণের মত আট্‌কে—জলে ডুবে মারা গেল।” পাদ্রী আরও বল্লেন যে একথা এখন আধুনিক বিজ্ঞান-যুক্তির দ্বারা প্রমাণ হতে পারে। এখন সব দেশে ধর্ম্মের আজগুবিগুলি বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ কর্‌বার, এক ঢেউ উঠেছে। মিঞা! যদি প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ সব গুলি হয়ে থাকে, ত আর তোমার য়াভে দেবতা মাঝখান্‌ থেকে আসেন কেন? বড়ই মুস্কিল!—যদি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হয়, ত ও কেরামতগুলি আজগুবি এবং তোমার ধর্ম্ম মিথ্যা। যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তা হলেও, তোমার দেবতার মহিমাটী বাড়াড় ভাগ ও আর সব প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় আপনা আপনি হয়েছে। পাদ্রী বোগেশ বল্লে “আমি অত শত জানিনি, আমি বিশ্বাস করি।” একথা মন্দ নয়—এ সহ্যি হয়। তবে ঐ যে একদল আছে—পরের বেলা দোষটী দেখাতে, যুক্তিটী আন্‌তে, কেমন তৈয়ার; নিজের বেলায় বলে “আমি বিশ্বাস করি, আমার মন সাক্ষ্য দেয়”—তাদের কথাগুলো একদম অসহ্য। আ মরি!

—ওঁর আবার মন! ছটাকও নয় আবার মন—পরের বেলায় সব কুসংস্কার, বিশেষ যেগুলো সাহেবে বলেছে; আর নিজে একটা কিম্ভূত কিমাকার কল্পনা কোরে কেঁদেই অস্থির!!

জাহাজ ক্রমেই উত্তরে চলেছে। এই রেড্-সির কিনার—প্রাচীন সভ্যতার এক মহা কেন্দ্র। ঐ—ওপারে, আরাবের মরুভূমি; এপারে—মিসর। এই—সেই প্রাচীন মিসর; এই মিসরিরা পন্‌ট্ দেশ (সম্ভবতঃ মালাবার) হতে, রেড্‌সি পার হয়ে, কত হাজার বৎসর আগে, ক্রমে ক্রমে রাজ্য বিস্তার কোরে উত্তরে পৌঁছে ছিল। এদের আশ্চর্য্য শক্তি বিস্তার, রাজ্য বিস্তার, সভ্যতা বিস্তার। যবনেরা এদের শিষ্য। এদের বাদ্‌সাদের পিরামিড নামক আশ্চর্য্য সমাধি মন্দির, নারীসিংহী মূর্ত্তি। এদের মৃত দেহ-গুলি পর্য্যন্ত আজও বিদ্যমান। বাবরি-কাটা চুল, কাছাহীন ধপ্‌ধপে ধুতি পরা, কানে কুণ্ডল, মিসরি লোক সব, এই দেশে বাস করতো। এই হিক্‌স বংশ, ফেরো বংশ, ইরাণি বাদসাহি, সিকন্দর, টলেমি বংশ, রোমক,

মিসরিসভ্যতার উৎপত্তি ও সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতে বিস্তার।

আরাব বীরদের রঙ্গভূমি—মিসর। সেই ততকাল আগে এরা আপনাদের বৃত্তান্ত পাপিরস্ পত্রে, পাথরে, মাটির বাসনের গায়ে, চিত্রাক্ষরে তন্নতন্ন কোরে লিখে গেছে।

মিসরিদের আধ্যাত্মিক মত।

এই ভূমিতে আইসিসের পূজা, হোরসের প্রাদুর্ভাব। এই প্রাচীন মিসরিদের মতে—মানুষ মলে তার সূক্ষ্ম শরীর বেড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু মৃত দেহের কোন অনিষ্ট হলেই সে সূক্ষ্ম শরীরের আঘাত লাগে, আর মৃত শরীরের ধ্বংস হলেই সূক্ষ্ম শরীরের একান্ত নাশ; তাই শরীর রাখ্‌বার এত যত্ন। তাই রাজা বাদ্‌সাদের পিরামিড। কত কৌশল! কি পরিশ্রম! সবই আহা বিফল!! ঐ পিরামিড খুঁড়ে, নানা কৌশলের রাস্তার রহস্য ভেদ কোরে, রত্ন লোভে দস্যুরা সে রাজশরীর চুরি করেছে। আজ নয়, প্রাচীন মিসরিরা নিজেরাই করেছে। পাঁচ সাতশ বৎসর আগে এই সকল শুক্‌নো মড়া, য়াহুদি ও আরাব ডাক্তারেরা, মহৌষধি জ্ঞানে, ইউরোপ শুদ্ধ রোগীকে খাওয়াত। এখনও উহা বোধ হয় ইউনানি হকিমির আসল "মুমিয়া" !!

মুমি বা মিসরি রাজগণের মৃত দেহ।

এই মিসরে, টলেমি বাদ্‌শার সময়ে, সম্রাট ধর্ম্মাশোক ধর্ম্ম প্রচারক পাঠান। তারা ধর্ম্ম প্রচার কর্‌ত, রোগ ভাল কর্‌ত, নিরামিষ খেত, বিবাহ কর্‌ত না, সন্ন্যাসী শিষ্য কর্‌ত। তারা নানা সম্প্রদায়ের স্থষ্টি কর্‌লে। থেরাপিউট্‌, অস্‌সিনি, মানিকি, ইত্যাদি ; যা হতে বর্ত্তমান ক্রশ্চানি ধর্ম্মের সমুদ্ভব। এই মিসরই টলেমিদের রাজত্বকালে সর্ব্ববিদ্যার আকর হয়ে উঠেছিল। এই মিসরেই সে আলেকজেন্দ্রিয়া নগর ; যেখানকার বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, বিদ্বজ্জন, জগৎপ্রসিদ্ধ হয়েছিল। যে আলেকজেন্দ্রিয়া মূর্খ গোঁড়া ইতর ক্রিশ্চিয়ানদের হাতে পড়ে, ধ্বংস হয়ে গেল—পুস্তকালয় ভস্মরাশি হল—বিদ্যার সর্ব্বনাশ হল! শেষ বিদুষী নারীকে ক্রিশ্চিয়ানেরা নিহত কোরে, নগ্নদেহ রাস্তায় রাস্তায় টেনে বেড়িয়ে সকল প্রকার বীভৎস অপমান কোরে, অস্থি হতে টুক্‌রা টুক্‌রা মাংস আলাদা কোরে ফেলেছিল !

রাজা অশোক ও মিসরদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার।

ক্রিশ্চিয়ানদের অত্যাচার।

আর দক্ষিণে—বীরপ্রসূ আরাবের মরুভূমি। কখন আলখাল্লা ঝোলান, পশমের গোছা দড়ি দিয়ে একখানা মস্ত রুমাল মাথায় আঁটা, বদ্দ,

আরাবি দেখেছ ?—সে চলন, সে দাঁড়াবার ভঙ্গি, সে চাউনি, আর কোনও দেশে নাই। আপাদমস্তক দিয়ে মরুভূমির অনবরুদ্ধ হাওয়ার স্বাধীনতা ফুটে বেরুচ্চে—সেই আরাব। যখন ক্রিশ্চিয়ানদের গোঁড়ামি আর জাঠদের বর্ব্বরতা প্রাচীন ইউনান্ ও রোমান সভ্যতালোককে নির্ব্বাণ কোরে দিলে, যখন ইরাণ অন্তরের পূতিগন্ধ ক্রমাগত সোনার পাত দিয়ে মোড়্বার চেষ্টা কর্‌ছিল, যখন ভারতে —পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনীর গৌরবরবি অস্তাচলে, উপরে মূর্খ ক্রূর রাজবর্গ, ভিতরে ভীষণ অশ্লীলতা ও কামপূজার আবর্জ্জনারাশি—সেই সময়ে এই নগণ্য পশুপ্রায় অরাবজাতি বিদ্যুদ্বেগে ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়্লো।

আরাবের অভ্যুদয়।

ঐ ষ্টিমার মক্কা হতে আস্‌ছে, যাত্রী ভরা ; ঐ দেখ ইউরোপী পোষাকপরা তুর্ক, আধা ইউরোপী-বেশে মিসরি, ঐ সুরিয়াবাসী মুসলমান ইরাণীবেশে, আর ঐ আসল আরাব ধুতিপরা—কাছা নেই। মহম্মদের পূর্ব্বে কাবার মন্দিরে উলঙ্গ হয়ে প্রদক্ষিণ করতে হত ; তাঁর সময় থেকে একটা ধুতি জড়াতে হয়। তাই আমাদের মোসল-

বর্ত্তমান আরাব।

মানেরা নমাজের সময় ইজারের দড়ি খোলে, ধুতির কাছা খুলে দেয়। আর আরাবদের সেকাল নেই। ক্রমাগত কাফরি, সিদি, হাব্‌সি রক্ত প্রবেশ কোরে, চেহারা উদ্যম সব বদ্‌লে দেছে—মরুভূমির আরাব পুনর্মূষিক হয়েছেন। যারা উত্তরে, তারা তুরস্কের রাজ্যে বাস করে—চুপ্‌চাপ কোরে। কিন্তু সুলতানের ক্রিশ্চিয়ান প্রজারা তুরস্ককে ঘৃণা করে, আরাবকে ভালবাসে; "আরাবরা লেখাপড়া শেখে, ভদ্রলোক হয়, অত উৎপেতে নয়"—তারা বলে। আর খাঁটী তুর্করা ক্রিশ্চিয়ানদের উপর বড়ই অত্যাচার করে।

মরুভূমির গরমি।

মরুভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হলেও, সে গরম দুর্ব্বল করে না। তাতে, কাপড়ে গা মাথা ঢেকে রাখ্‌লেই, আর গোল নেই। শুষ্ক গরমি দুর্ব্বল ত করেই না বরং বিশেষ বলকারক। রাজপুতানার, আরবের, আফ্রিকার লোকগুলি এর নিদর্শন। মারোয়ারের এক এক জেলায় মানুষ, গরু, ঘোঁড়া সবই সবল ও আকারে বৃহৎ। আরাবী মানুষ ও সিদিদের দেখ্‌লে

আনন্দ হয়। যেখানে ভোলো গরমি, যেমন বাঙ্গালা দেশ, সেখানে শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে, আর সব দুর্ব্বল।

রেড্‌সির নামে যাত্রীদের হৃৎকম্প হয়—ভয়ানক গরম—তায়, এই গরমিকাল। ডেকে বসে যে যেমন পারুছে একটা ভীষণ দুর্ঘটনার গল্প শোনাচ্ছে। কাপ্তেন, সকলের চেয়ে চেঁচিয়ে বল্‌ছেন। তিনি বলেন, দিনকতক আগে একখানা চীনি যুদ্ধজাহাজ এই রেড্‌সি দিয়ে যাচ্ছিল, তার কাপ্তেন ও আটজন কয়লাওয়ালা-খালাসি গরমে মরে গেছে।

রেড্‌সির গরমি।

বাস্তবিক কয়লাওয়ালা একে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তায় রেড্‌সির নিদারুণ গরম। কখনা কখন খেপে উপরে দৌড়ে এসে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ে, আর ডুবে মরে; কখনও বা গরমে নীচেই মারা যায়।

এই সকল গল্প শুনে হৃৎকম্প হবার ত যোগাড়। কিন্তু অদৃষ্ট ভাল, আমরা বিশেষ গরম কিছুই পেলুম না। হাওয়া দক্ষিণী না হয়ে উত্তর থেকে আসতে লাগ্‌ল—সে ভূমধ্যসাগরের ঠাণ্ডা হাওয়া।

১৪ই জুলাই রেড্‌সি পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পৌঁছুল। সামনে—সুয়েজ খাল। জাহাজে, সুয়েজে নাবাবার মাল আছে। তার উপর এসেছেন মিসরে প্লেগ, আর আমরা আনছি প্লেগ, সম্ভবতঃ—কাযেই দোতরফা ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়। এ ছুঁৎ ছাঁতের ন্যাটার কাছে, আমাদের দিশী ছুঁৎ ছাঁত কোথায় লাগে। মাল নাব্‌বে, কিন্তু সুয়েজের কুলি জাহাজ ছুঁতে পার্‌বে না। জাহাজে খালাসি বেচারাদের আপদ আর কি! তারাই কুলি হয়ে, ক্রেনে কোরে মাল তুলে, আলটপ্‌কা নীচে সুয়েজী নৌকায় ফেল্‌ছে—তারা নিয়ে ডাঙ্গায় যাচ্ছে। কোম্পানির এজেন্ট, ছোট লাঞ্চ কোরে জাহাজের কাছে এসেছেন, ওঠবার হুকুম নাই। কাপ্তেনের সঙ্গে জাহাজে নৌকায় কথা হচ্ছে। এ ত ভারতবর্ষ নয়, যে গোরা আদমি প্লেগ আইন-ফাইন সকলের পার—এখানে ইউরোপের আরম্ভ। স্বর্গে ইঁদুর-বাহন প্লেগ পাছে ওঠে, তাই এত আয়োজন। প্লেগ-বিষ, প্রবেশ থেকে দশ দিনের মধ্যে, ফুটে বেরোন; তাই দশ দিনের আটক। আমাদের কিন্তু দশ দিন হয়ে গেছে—ফাঁড়া

সুয়েজ বন্দর ও প্লেগের কারাণ্টীন্।

কেটে গেছে। কিন্তু মিসরি আদমিকে ছুঁলেই, আবার দশ দিন আটক—তা হলে আর নেপল্‌সেও লোক নামান হবে না, মার্সাইতেও নয়—কাযেই যা কিছু কায হচ্ছে, সব আল্‌গোছে; কাযেই ধীরে ধীরে মাল নাবাতে সারাদিন লাগবে। রাত্রিতে জাহাজ অনায়াসেই খাল পার হতে পারে, যদি সামনে বিজলী-আলো পায়; কিন্তু সে আলো পরাতে গেলে, সুয়েজের লোককে জাহাজ ছুঁতে হবে, বস্—দশ দিন কারাঁটীন্। কাযেই রাতেও যাওয়া হবে না, চব্বিশ ঘণ্টা এইখানে পড়ে থাক, সুয়েজ বন্দরে। এটী বড় সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর, প্রায় তিন দিকে বালির ঢিপি আর পাহাড়—জলও খুব গভীর। জলে অসংখ্য মাছ আর হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই বন্দরে, আর অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি বন্দরে, যত হাঙ্গর, এমন আর দুনিয়ার কোথাও নাই—বাগে পেলেই মানুষকে খেয়েছে! জলে নাবে কে? সাপ আর হাঙ্গরের উপর মানুষের জাতক্রোধ; মানুষও বাগে পেলে ওঁদের ছাড়ে না।

সকাল বেলা খাবারদাবার আগেই শোনা

গেল, যে জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। জল-জেন্তু হাঙ্গর পূর্ব্বে আর কখন দেখা যায় নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তাও আবার সহরের গায়ে। হাঙ্গরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেণ্ড কেলাসটী জাহাজের পাছার উপর—সেই ছাদ হতে, বারান্দা ধরে, কাতারে কাতরে স্ত্রী পুরুষ, ছেলে মেয়ে, ঝুঁকে হাঙ্গর দেখ্‌ছে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙ্গর মিঞারা একটু সরে গেছেন; মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু দেখি যে, জলে গাঙ্‌ধাড়ার মত এক প্রকার মাছ ঝাঁকে ঝাকে ভাসছে। আর এক রকম খুব ছোট মাছ, জলে থিক্‌থিক্‌ কর্‌ছে। মাঝে মাঝে এক একটা বড় মাছ, অনেকটা ইলিস মাছের চেহারা, তীরের মত এদিক ওদিক কোরে দৌড়ুচ্ছে। মনে হল, বুঝি উনি হাঙ্গরের বাচ্ছা; কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম—তা নয়। ওঁর নাম বনিটো। পূর্ব্বে ওঁর বিষয় পড়া গেছলো বটে; এবং মালদ্বীপ হতে, উনি শুঁটকি রূপে, আমদানি

হাঙ্গর ও বনিটো।

হন, হুড়ি চড়ে,—তাও পড়া ছিল। ওঁর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও শোনা আছে। এখন ওঁর তেজ আর বেগ দেখে খুসী হওয়া গেল। অত বড় মাছটা তীরের মত জলের ভিতর ছুটছে, আর সে সমুদ্রের কাচের মত জল, তার প্রত্যেক অঙ্গ ভঙ্গি দেখা যাচ্ছে। বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টা-টাক, এই প্রকার বনিটোর ছুটোছুটী, আর ছোট মাছের কিলিবিলি, ত দেখা যাচ্ছে। আধ ঘণ্টা, তিন কোয়াটার, ক্রমে তিতিবিরক্ত হয়ে আসছি, এমন সময় একজন বল্লে ঐ ঐ। দশ বার জনে বলে উঠ্‌ল, ঐ আসছে ঐ আসছে! চেয়ে দেখি,দূরে একটা প্রকাণ্ড কাল বস্তু ভেসে আসছে, পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নীচে। ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আসতে লাগ্‌ল। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দিলে; সে গদাইলস্করি চাল; বনিটোর সোঁ সাঁ তাতে নেই; তবে একবার ঘাড় ফেরালেই একটা মস্ত চক্কর হল। বিভীষণ মাছ; গম্ভীর চালে চলে আসছে—আর আগে আগে দুএকটা ছোট মাছ আর কতকগুলো ছোট মাছ তার পিঠে, গায়ে, পেটে, খেলে বেড়াচ্ছে। কোন কোনটা

বা ঝেঁকে তার ঘাড়ে চড়ে বসছে। ইনিই সসাঙ্গোপাঙ্গ হাঙ্গর। যে মাছগুলি হাঙ্গরের আগে আগে যাচ্ছে, তাদের নাম "আড়কাটি মাছ—পাইলট ফিস্।" তারা হাঙ্গরকে শিকার দেখিয়ে দেয়, আর বোধ হয় | প্রসাদটাআসটা পায়। কিন্তু হাঙ্গরের সে মুখ-ব্যাদান দেখ্‌লে তারা যে বেশী সফল হয়, তা বোধ হয় না। যে মাছগুলি আশে-পাশে ঘুরছে, পিঠে চড়ে বসছে, তারা হাঙ্গর-"চোষক"। তাদের বুকের কাছে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা, ও দুই ইঞ্চি চওড়া, চেপ্‌টা গোলপানা একটী স্থান আছে। তার মাঝে, যেমন ইংরাজী অনেক রবারের জুতোর তলায় লম্বা লম্বা জুলি কাটা কির্‌কিরে থাকে, তেমনি জুলি কাটা কাটা। সেই জয়গাটা ঐ মাছ, হাঙ্গরের গায়ে দিয়ে চিপ্সে ধরে; তাই হাঙ্গরের গায়ে, পিঠে, চড়ে চলছে দেখায়। এরা নাকি হাঙ্গরের গায়ের পোকা মাকড় খেয়ে বাঁচে। এই দুই প্রকার মাছ পরিবেষ্টিত না হয়ে, হাঙ্গর চলেন না। আর এদের, নিজের সহায় পারিষদ জ্ঞানে, কিছু বলেনও না। এই মাছ একটা ছোট

হাতসুতোয় ধরা পড়ল। তার বুকে জুতোর তলা একটু চেপে দিয়ে পা তুল্‌তেই সেটা পায়ের সঙ্গে চিপ্‌সে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ঐ রকম কোরে সে হাঙ্গরের গায়ে লেগে যায়।

হাঙ্গর ধরা।

সেকেণ্ড ক্লাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি লোক—তার ত উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একটা ভীষণ বঁড়সির যোগাড় করলে। সে "কোর ঘটি তোলার" ঠাকুরদাদা। তাতে সের-খানেক মাংস আচ্ছা-দড়ি দিয়ে জোর কোরে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হল। হাত চার বাদ দিয়ে, একখান মস্ত কাঠ, ফাতার জন্য লাগান হল। তারপর, ফাতা শুদ্ধ বঁড়সি, ঝুপ্‌ কোরে জলে ফেলে দেওয়া হল। জাহাজের নীচে, একখান পুলিসের নৌকা, আমরা আসা পর্য্যন্ত, চৌকি দিচ্ছিল—পাছে ডাঙ্গার সঙ্গে আমাদের কোন রকম ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। সেই নৌকার উপর আবার দুজন দিব্বি ঘুমুচ্ছিল, আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল। এক্ষণে তারা বড় বন্ধু হয়ে উঠ্‌ল।

হাঁকাহাঁকির চোটে আরব মিঞা, চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। কি একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে, কোমর আঁটবার যোগাড় করছেন, এমন সময়ে বুঝতে পারলেন যে, অত হাঁকাহাঁকি, কেবল তাঁকে কড়িকাষ্ঠরূপ হাঙ্গর ধরবার ফাতাটীকে টোপ সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরাইয়া দিবার, অনুরোধধ্বনি। তখন তিনি নিশ্বাস ছেড়ে, আকর্ণবিস্তার হাঁসি হেঁসে একটা বল্লির ডগায় কোরে ঠেলে ঠুলে ফাতাটাকে ত ডুবে ফেললেন; আর আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে, পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে, বারাণ্ডায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম; এবং যার জন্য মানুষ ঐ প্রকার ধড়্‌ফড়্ করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো—অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এলো'। কিন্তু সকল দুঃখেরই একটা পার আছে। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দুশ হাত দূরে, বৃহৎ ভিস্তির মুঁষকের আকার কি একটা ভেসে উঠ্‌লো; সঙ্গে সঙ্গে, ঐ হাঙ্গর ঐ হাঙ্গর রব। চুপ চুপ—ছেলের দল!—হাঙ্গর পালাবে। বলি,ওহে!

সাদা টুপি গুলো একবার নাবাও না, হাঙ্গরটা যে ভড়্‌কে যাবে—ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণ-কুহরে প্রবেশ কর্‌ছে,তাবৎ সেই হাঙ্গর লবণসমুদ্র-জম্মা,বঁড়সি সংলগ্ন শোরের মাংসের তালটী উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ করবার জন্ম, পালভরে নৌকার মত সোঁ কোরে সামনে এসে পড়্‌লেন।'আর পাঁচ হাত—এই বার হাঙ্গরের মুখ টোপে ঠেকেছে। সে ভীম পুচ্ছ একটু হেল্‌লো—সোজা গতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ, হাঙ্গর চলে গেল যে হে! আবার পুচ্ছ একটু বাঁকলো, আর সেই প্রকাণ্ড শরীর ঘুরে, বঁড়সিমুখো, দাঁড়ালো। আবার সোঁ কোরে আসছে—ঐ হাঁ কোরে, বঁড়সি ধরে ধরে! আবার সেই পাপ লেজ নড়্‌লো, আর হাঙ্গর শরীর ঘুরিয়ে দূরে চল্‌লো। আবার ঐ চক্র দিয়ে আসছে, আবার হাঁ করছে; ঐ—টোপটা মুখে নিয়েছে, এইবার, ঐ ঐ চিতিয়ে পড়্‌লো; হয়েছে, টোপ খেয়েছে—টান্ টান্ টান্, ৪০।৫০ জনে টান্, প্রাণপণে টান্। কি জোর মাছের! কি ঝটাপট—কি হাঁ! টান্ টান্। জল থেকে এই উঠ্‌লো, ঐ যে জলে ঘুরছে, আবার

চিতুচ্ছে. টান্ টান্। যাঃ টোপ খুলে গেল! হাঙ্গর পালাল। তাইত হে, তোমাদের কি তাড়াতাড়ি বাপু! একটু সময় দিলে না টোপ খেতে! যেই চিতিয়েছে অমনিই কি টান্তে হয়? আর 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। হাঙ্গর ত বঁড়সি ছাড়িয়ে চোঁচাঁ দৌড়। আড়কাটি মাছকে, উপযুক্ত শিক্ষা দিলে কিনা, তা খবর পাই নি— মোদ্দা হাঙ্গর ত চোঁচাঁ। আবার সেটা ছিল "বাঘা"—বাঘের মত কালো কালো ডোরা কাটা। যা হক্. "বাঘা" বঁড়সি-সন্নিধি পরিত্যাগ করবার জন্য, স-"আড়কাটি"-"রক্তচোষা", অন্তর্দধে।

কিন্তু নেহাত হতাশ হবার প্রয়োজন নাই,— ঐ যে পলায়মান "বাঘার" গা ঘেঁসে আর একটা প্রকাণ্ড 'থ্যাবড়ামুখো' চলে আসছে! আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই! নইলে "বাঘা" নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান কোরে দিত। নিশ্চিত বল্ত "দেখ হে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেছে বড় সুস্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, কিন্তু কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙ্গর-গিরি করছি, কত রকম

জানোয়ার—জন্তু, মরা, আধমরা—উদরস্থ করেছি, কত রকম হাড় গোড়, ইট পাথর, কাঠ কুঠরো, পেটে পুরেছি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম; এই দেখনা আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা, কি হয়েছে” বলে, একবার সেই অকটিদেশ বিস্তৃত মুখ ব্যাদান কোরে, আগন্তুক হাঙ্গরকে অবশ্যই দেখাত। সেও প্রাচীনবয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে—চ্যাঙ্গ মাছের পিত্তি, কুঁজো ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোন না কোনটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিত। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না, তখন হয় হাঙ্গরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে, কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না। অতএব যতদিন না কোনও প্রকার হাঙ্গুরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন কোরে হয়? অথবা, “বাঘা” মানুষ ঘেঁসা হয়ে, মানুষের খাত পেয়েছে ; তাই “থ্যাবড়া”কে আসল খবর কিছু না বলে, মুচ্‌কে হেঁসে, ‘ভাল আছ ত হে’ বলে, সরে গেল।—“আমি একাই ঠক্‌বো”?

"আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে পাছু পাছু যান গঙ্গা……"—শঙ্খধ্বনি ত শোনা যায় না, কিন্তু আগে আগে চলেছেন "পাইলট ফিস্", আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন "থ্যাবড়া"; তাঁর আশেপাশে নেত্য করছেন "হাঙ্গর চোষা" মাছ। আহা ও লোভ কি ছাড়া যায়? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিক্ ঝিক্ কোরে তেল ভাসছে, আর খোস্‌বু কত দূর ছুটেছে, তা "থ্যাবড়াই" বলতে পারে। তার উপর সে দৃশ্য কি— সাদা, লাল, জরদা,—এক জায়গায়! আসল ইংরেজি শুয়ারের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়সির চারি ধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রঙ্গ বেরঙ্গের গোপীমণ্ডল মধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে!!

এবার সব চুপ্—নোড়ো চোড়ো না; আর দেখ—তাড়াতাড়ি কোরো না। মোদ্দা—কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ,—বঁড়সির কাছে কাছে ঘুরছে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে! দেখুক। চুপ্ চুপ্—এইবার চিৎ হল—ঐ যে আড়ে গিলছে; চুপ্—গিলতে দাও।

তখন "থ্যাবড়া" অবসরক্রমে, আড় হয়ে, টোপ উদরস্থ কোরে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়লো টান! বিস্মিত থ্যাবড়া, মুখ ঝেড়ে, চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উল্‌টো উৎপত্তি!! বঁড়সি গেল বিঁধে, আর উপরে ছেলে, বুড়ো, জোয়ান, দে টান্—কাছি ধরে দে টান্। ঐ হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠলো—টান্ ভাই টান্। ঐ যে—প্রায় আধখানা হাঙ্গর জলের উপর! বাপ্‌ কি মুখ! ও যে সবটাই মুখ, আর গলা হে! টান্—ঐ সবটা জল ছাড়িয়েছে। ঐ যে বঁড়সিটা বিঁধেছে—ঠোঁট এ ফোঁড় ও ফোঁড়—টান্। থাম্ থাম্—ও আরব পুলিস মাঝি! ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও ত—নইলে যে এত বড় জানোয়ার; টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও ল্যাজের ঝাপটায় ঠ্যাং ভেঙ্গে যায়। আবার টান্—কি ভারি হে? ও মা, ও কি? তাইত হে, হাঙ্গরের পেটের নীচে দিয়ে, ও ঝুলছে কি? ও যে—নাড়ি ভুঁড়ি! নিজের ভারে নিজের নাড়ি ভুঁড়ি বেরুল যে! যাক্, ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুগ,

বোঝা কমুক; টান ভাই টান। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান্ এই এলো। এইবার জাহাজের উপর ফেল; ভাই হুঁসিয়ার, খুব হুঁসিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার—আর ঐ ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড়—ধুপ্! বাবা, কি হাঙ্গর! কি ধপাৎ কোরেই জাহাজের উপর পড়লো! সাবধানের মার নেই—ঐ কড়ি কাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মার—ওহে ফৌজি ম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কায।—"বটে ত"। রক্ত মাখা গায়, কাপড়ে, ফৌজি যাত্রী, কড়ি কাঠ উঠিয়ে, দুম্ দুম্ দিতে লাগলো হাঙ্গরের মাথায়। আর মেয়েরা—আহা কি নিষ্ঠুর, মের না ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগলো—অথচ দেখ্‌তেও ছাড়বে না। তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এই খানেই বিরাম হোক্। কেমন কোরে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগলো, কেমন সে হাঙ্গর ছিন্ন অন্ত্র, ভিন্ন দেহ, ছিন্ন হৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগলো; কেমন কোরে

তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, কাঠ, কুঠরো এক রাশ বেরুলো—সে সব কথা থাক্। এই পর্য্যন্ত যে, সে দিন আমার খাওয়া দাওয়ার দফা প্রায় মাটি হয়ে গিয়েছিলো। সব জিনিষেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগলো।

সুয়েজ খাল। এ সুয়েজ খাল খাতস্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন। ফর্ডিনেণ্ড লেসেপ্স নামক এক ফরাসী স্থপতি এই খাল খনন করেন। ভূমধ্যসাগর আর লোহিতসাগরের সংযোগ হয়ে, ইউরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে।

ভারতের বাণিজ্যই সকল জাতির উন্নতির কারণ। মানব জাতির উন্নতির বর্ত্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীন কাল থেকে কায করছে, তার মধ্যে বোধ হয়, ভারতের বাণিজ্য সর্ব্বপ্রধান। অনাদি কাল হতে, উর্ব্বরতায় আর বাণিজ্য শিল্পে, ভারতের মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সূতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশমিনা কিংখব

ইত্যাদি এদেশের মত কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান, ভারতবর্ষ। কাযেই অতি প্রাচীনকাল হতেই, যে দেশ যখন সভ্য হত, তখনই ঐ সকল জিনিষের জন্য ভারতের উপর নির্ভর। এই বাণিজ্য দুটী প্রধান ধারায় চল্‌ত; একটী ডাঙ্গাপথে আফগানি ইরাণী দেশ হয়ে, আর একটী জল-পথে রেড্‌সি হয়ে। সিকন্দর সা, ইরাণ-বিজয়ের পর, নিয়ার্কুস্‌ নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিত-সমুদ্র দিয়ে, রাস্তা দেখ্‌তে পাঠান। বাবিল ইরাণ গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর কর্‌ত, তা অনেকে জানেনা। রোম ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগদাদ ও ইতালীয় ভিনিস্‌ ও জেনোয়া, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোম সাম্রাজ্য দখল কোরে ইতালীয়দের ভারত-বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ কোরে দিলে, তখন জেনোয়া

ভারতের পথ।

নিবাসী কলম্বস (ক্রিষ্টোফোরো কলম্বো), আটলাণ্টিক পার হয়ে ভারতে আসবার নূতন রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন, ফল—আমেরিকা মহাদ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বসের ভ্রম যায়নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেই জন্যই আমেরিকার আদিম নিবাসীরা এখনও ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত। বেদে সিন্ধু নদের "সিন্ধু, ইন্দু" দুই নামই পাওয়া যায়; ইরাণীরা তাকে "হিন্দু" গ্রীকরা "ইণ্ডুস," কোরে তুল্‌লে; তাই থেকে ইণ্ডিয়া—ইণ্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে হিন্দু দাঁড়াল—কালা (খারাপ), যেমন এখন—নেটিভ।

ইউরোপ ভারতের সভ্যতার নিকট সম্পূর্ণ ঋণী।

এদিকে পোর্ত্তুগীসরা ভারতের নূতন পথ, আফ্রিকা বেড়ে, আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্ত্তুগালের উপর সদয়া হলেন; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে, ভারতের বাণিজ্য রাজস্ব সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড় জাত। তবে এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভরেতের জিনিষপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন

হচ্ছে, তাই ভারতের আর তত কদর নাই। একথা ইউরোপীরা স্বীকার কর্ত্তে চায় না। ভারত—নেটিভ্‌পূর্ণ, ভারত যে তাঁদের ধন সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মানতে চায় না, বুঝতেও চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়্‌ব? ভেবে দেখ কথাটা কি। ঐ যারা চাষা-ভুষা তাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজাতি-বিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কাজ কোরে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য, ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব, অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরাণ, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্ত্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য! আর তুমি?—কে ভাবে একথা। স্বামীজি! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন,

ভারতের ছোট জাত পূজার্হ।

দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাট্‌ছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি?—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্ম্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখেনা, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে, অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি, নির্ভীক কার্য্যকারিতা?—আমাদের গরীবরা যে ঘর দুয়ারে দিন রাত মুখ বুজে কর্ত্তব্য কোরে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কায হাতে এলে অনেকেই বীর হয়। ১০ হাজার লোকের বাহবার সামনে, কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী! তোমাদের প্রণাম করি।

এ সুয়েজ খালও অতি প্রাচীন জিনিষ।

প্রাচীন মিসরের ফেরো বাদসাহের সময় কতক-গুলি লবণাম্বু জলা, খাতের দ্বারা সংযুক্ত কোরে, উভয় সমুদ্রস্পর্শী এক খাত তৈয়ার হয়। মিসরে রোমরাজ্যের শাসন কালেও মধ্যে মধ্যে ঐ খাত মুক্ত রাখবার চেষ্টা হয়। পরে মুসলমান সেনা-পতি অমরু, মিসর বিজয় কোরে ঐ খাতের বালুকা উদ্ধার ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বদ্‌লে এক প্রকার নূতন কোরে তোলেন।

সুয়েজ খালের ইতিহাস।

তারপর বড় কেউ কিছু করেন নি। তুরস্ক সুলতানের প্রতিনিধি, মিসরখেদিব ইস্মায়েল, ফরাসীদের পরামর্শে, অধিকাংশ ফরাসী অর্থে, এই খাত খনন করান। এ খালের মুস্কিল হচ্ছে যে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাবার দরুণ পুনঃ পুনঃ বালিতে ভরে যায়। এই খাতের মধ্যে বড় বাণিজ্যজাহাজ একখানি একবারে যেতে পারে। শুনেছি যে, অতি বৃহৎ রণতরী বা বাণিজ্যজাহাজ একেবারেই যেতে পারে না। এখন, একখানি জাহাজ যাচ্ছে আর একখানি আসছে, এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে—এই জন্য সমস্ত খালটা কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

সুয়েজে জাহাজ যাতায়াতের বন্দোবস্ত।

প্রত্যেক ভাগের দুই মুখ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে। ভূমধ্যসাগরমুখে প্রধান আফিস, আর প্রত্যেক বিভাগেই রেল ষ্টেসনের মত ষ্টেসন। সেই প্রধান আফিসে জাহাজটী খালে প্রবেশ করবামাত্রই ক্রমাগত তারে খবর যেতে থাকে। কখানি আসছে, কখানি যাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তারা কে কোথায় তা খবর যাচ্ছে এবং একটী বড় নক্সার উপর চিহ্নিত হচ্ছে। একখানির সামনে যদি আর একখানি আসে এইজন্য এক ষ্টেসনের হুকুম না পেলে আর এক ষ্টেসন পর্য্যন্ত জাহাজ যেতে পায় না।

এই সুয়েজ খাল ফরাসীদের হাতে। যদিও খালকোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার এখন ইংরাজ-দের, তথাপিও সমস্ত কার্য্য ফরাসীরা করে—এটী রাজনৈতিক মীমাংসা।

ভূমধ্যসাগর তীরে বর্ত্তমান সভ্যতার জন্ম।

এবার ভূমধ্যসাগর—ভারতবর্ষের বাইরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নাই—এসিয়া আফ্রিকা, প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। একজাতীয় রীতি নীতি খাওয়াদাওয়া শেষ হল, আর এক প্রকার আকৃতি প্রকৃতি আহার বিহার পরিচ্ছদ আচার

ব্যবহার আরম্ভ হল—ইউরোপ এল। শুধু তাই নয়—নানা বর্ণ, জাতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও আচারের বহু শতাব্দী ব্যাপী যে মহা সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এই খানে। যে ধর্ম্ম যে বিদ্যা যে সভ্যতা যে মহাবীর্য্য আজ ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়েছে, এই ভূমধ্যসাগরের চতুঃপার্শ্বই তার জন্মভূমি। ঐ দক্ষিণে—ভাস্কর্য্যবিদ্যার আকর, বহুধনধান্যপ্রসূ, অতি প্রাচীন, মিসর; পূর্ব্বে—ফিনিসিয়ান, ফলিষ্টিন্, য়াহুদী, মহাবল বাবিল, আসীর ও ইরাণী সভ্যতার প্রাচীন রঙ্গভূমি—আসিয়া মাইনর; উত্তরে—সর্ব্বাশ্চর্য্যময় গ্রীক-জাতীর প্রাচীন লীলাক্ষেত্র।

জগতের প্রাচীন কাহিনী।

স্বামীজি! দেশ নদী পাহাড় সমুদ্রের কথা ত অনেক শুনলে, এখন প্রাচীন কাহিনী কিছু শোন? এ প্রাচীন কাহিনী বড় অদ্ভুত। গল্প নয়—সত্য; মানব জাতির যথার্থ ইতিহাস। এই সকল প্রাচীন দেশ কালসাগরে প্রায় লয় হয়েছিল। যা কিছু লোকে জান্‌ত, তা প্রায় প্রাচীন যবন ঐতিহাসিকের অদ্ভুত গল্পপূর্ণ

প্রবন্ধ অথবা বাইবল নামক য়াহুদী পুরাণের অত্যদ্ভুত বর্ণনা মাত্র। এখন পুরাণো পাথর, বাড়ী, ঘর, টালিতে লেখা পুঁথি, আর ভাষাবিশ্লেষ শত মুখে গল্প করছে। এ গল্প এখন সবে আরম্ভ হয়েছে, এখনই কত আশ্চর্য্য কথা বেরিয়ে পড়েছে, পরে কি বেরুবে কে জানে? দেশ দেশান্তরের মহা মহা পণ্ডিত দিন রাত এক টুক্‌রো শিলালেখ বা ভাঙ্গা বাসন বা একটা বাড়ি বা একখান টালি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, আর সেকালের লুপ্ত বার্ত্তা বার করছেন।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমের সম্বন্ধ।

যখন মুসলমান নেতা ওস্‌মান্, কনষ্টাণ্টিনোপল দখল করলে, সমস্ত পূর্ব্ব ইউরোপে ইসলামের ধ্বজা সগর্ব্বে উড়তে লাগ্‌ল, তখন প্রাচীন গ্রীকদিগের যে সকল পুস্তক, বিদ্যাবুদ্ধি তাদের নির্ব্বীর্য্য বংশধরদের কাছে লুকান ছিল, তা পশ্চিম-ইউরোপে পলায়মান গ্রীকদের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়্‌ল। গ্রীকরা রোমের বহুকাল পদানত হয়েও বিদ্যা বুদ্ধিতে রোমকদের গুরু ছিল। এমন কি, গ্রীকরা কৃশ্চান হওয়ায় এবং গ্রীক ভাষায় কৃশ্চানদের ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত হওয়ায়, সমগ্র রোমক

সাম্রাজ্যে কৃশ্চান ধর্ম্মের বিজয় হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক, যাদের আমরা যবন বলি, যারা ইউরোপী সভ্যতার আদ্‌গুরু, তাদের সভ্যতার চরম উত্থান কৃশ্চানদের অনেক পূর্ব্বে। কৃশ্চান হয়ে পর্য্যন্ত তাদের বিদ্যা বুদ্ধি সমস্ত লোপ পেয়ে গেল ; কিন্তু যেমন হিন্দুদের ঘরে পূর্ব্বপুরুষদের বিদ্যা বুদ্ধি কিছু কিছু রক্ষিত আছে, তেমনি কৃশ্চান গ্রীকদের কাছে ছিল ; সেই সকল পুস্তক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল। তাতেই ইংরাজ জর্ম্মান ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রথম সভ্যতার উন্মেষ। গ্রীকভাষা গ্রীক বিদ্যা শেখবার একটা ধূম পড়ে গেল। প্রথমে যা কিছু ঐ সকল পুস্তকে ছিল, তা হাড়শুদ্ধ গেলা হল্। তারপর যখন নিজেদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়ে আসতে লাগ্‌ল এবং ক্রমে ক্রমে পদার্থবিদ্যার অভ্যুত্থান হতে লাগ্‌ল, তখন ঐ সকল গ্রন্থের সময়, প্রণেতা, বিষয়, যথাতথ্য ইত্যাদির গবেষণা চলতে লাগ্‌ল। কৃশ্চানদের ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি ছাড়া প্রাচীন অকৃশ্চান গ্রীকদের সমস্ত গ্রন্থের উপর মতামত প্রকাশ কর্ত্তে ত আর কোনও বাধা ছিলনা, কাযেই বাহ্য এবং আভ্যন্তর

গ্রীক বিদ্যার চর্চ্চা হইতে ইউরোপী সভ্যতার জন্ম ও প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যার উৎপত্তি।

সমালোচনার এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়্‌ল।

মনে কর একখানা পুস্তকে লিখেছে যে, অমুক সময়ে অমুক ঘটনা ঘটেছিল। কেউ দয়া কোরে একটা পুস্তকে যা হয় লিখেছেন বল্‌লেই কি সেটা সত্য হল? লোকে, বিশেষ, সে কালের, অনেক কথাই কল্পনা থেকে লিখ্‌ত; আবার প্রকৃতি, এমন কি, আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অল্প ছিল; এই সকল কারণ গ্রন্থোক্ত বিষয়ের সত্যাসত্যের নির্দ্ধারণে বিষম সন্দেহ জন্মাতে লাগ্‌ল; মনে কর, এক জন গ্রীক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, অমুক সময়ে ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্ত বলে এক জন রাজা ছিলেন। যদি ভারতবর্ষের গ্রন্থেও ঐ সময়ে ঐ রাজার উল্লেখ দেখা যায়, তা হলে বিষয়টা অনেক প্রমাণ হল বৈকি? যদি চন্দ্রগুপ্তের কতকগুলো টাকা পাওয়া যায় বা তাঁর সময়ের একটা বাড়ি পাওয়া যায়, যাতে তাঁর উল্লেখ আছে, তাহলে আর কোনও গোলই রইল না।

প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে উপায়

১ম, উপায়।

মনে কর আবার একটা পুস্তকে লেখা আছে যে, একটা ঘটনা সিকন্দর বাদসার সময়ের কিছু

২য়, উপায়।

তার মধ্যে দুএকজন রোমক বাদসার উল্লেখ রয়েছে এমন ভাবে রয়েছে যে, প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়—তা হলে সে পুস্তকটী সিকন্দর বাদসার সময়ের নয় বলে প্রমাণ হল।

অথবা ভাষা—সময়ে সময়ে সকল ভাষারই পরিবর্ত্তন হচ্ছে আবার এক এক লেখকের এক একটা ঢঙ্ থাকে। যদি একটা পুস্তকে খামকা একটা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা লেখকের বিপরীত ঢঙ্গে থাকে, তা হলেই সেটা প্রক্ষিপ্ত বলে সন্দেহ হবে। ঐই প্রকার নানা প্রকারে সন্দেহ, সংশয়, প্রমাণ, প্রয়োগ কোরে গ্রন্থতত্ত্ব নির্ণয়ের এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়্ল।

৩য়, উপায়।

তার উপর আধুনিক বিজ্ঞান দ্রুতপদসঞ্চারে নানা দিক হতে রশ্মিবিকীরণ করতে লাগ্ল; ফল—যে পুস্তকে কোনও অলৌকিক ঘটনা লিখিত আছে, তা একেবারেই অবিশ্বাস্য হয়ে পড়্ল।

৪র্থ, উপায়।

সকলের উপর—মহাতরঙ্গরূপ সংস্কৃত ভাষার ইউরোপে প্রবেশ এবং ভারতবর্ষে, ইউফ্রেটিস্ নদীতটে ও মিসরদেশে, প্রাচীন শিলালেখের পুনঃ পঠন; আর বহুকাল ভূগর্ভে বা পর্ব্বতপার্শ্বে

৫ম ৬ষ্ঠ, ৭ম, উপায়।

লুক্কায়িত মন্দিরাদির আবিষ্ক্রিয়াও তাহাদের যথার্থ ইতিহাসের জ্ঞান।

পূর্ব্বে বলেছি যে, এ নূতন গবেষণাবিদ্যা বাইবল বা নিউটেষ্টামেণ্ট গ্রন্থগুলিকে আলাদা রেখেছিল। এখন মারধোর, জ্যেন্ত পোড়ান ত আর নেই, কেবল সমাজের ভয়; তা উপেক্ষা কোরে অনেকগুলি পণ্ডিত উক্ত পুস্তকগুলিকেও বেজায় বিশ্লেষ করেছেন। আশা করি, হিন্দু প্রভৃতির ধর্ম্মপুস্তককে ওঁরা যেমন বেপরোয়া হয়ে টুকরো টুক্‌রো করেন, কালে সেই প্রকার সৎসাহসের সহিত য়াহুদী ও কৃশ্চান পুস্তকাদিকেও করবেন। একথা বলি কেন, তার একটা উদাহরণ দিই—মাস্‌পেরো বলে এক মহা পণ্ডিত, মিসর প্রত্নতত্ত্বের অতি প্রতিষ্ঠ লেখক, ইস্তোয়ার আঁসিএন ওরিআঁতাল বলে মিসর ও বাবিলদিগের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের এক ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিতের ইংরাজিতে তর্জ্জমা পড়ি। এবার British Musiumএর এক অধ্যক্ষকে কয়েকখানি মিসর ও বাবিল সম্বন্ধী গ্রন্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করায়

ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিৎ মাস্‌পেরো।

মাস্‌পেরোর গ্রন্থের কথা উল্লেখ হয়। তাতে আমার কাছে উক্ত গ্রন্থের তর্জ্জমা আছে শুনে তিনি বল্লেন যে, ওতে হবে না, অনুবাদক কিছু গোঁড়া কৃশ্চান; একন্য যেখানে যেখানে মাস্‌-পেরোর অনুসন্ধান খ্রীষ্টধর্ম্মকে আঘাত করে, সে সব গোলমাল কোরে দেওয়া আছে! মূল ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ পড়্‌তে বল্‌লেন। পড়ে দেখি, তাইত— এ যে বিষম সমস্যা। ধর্ম্ম গোঁড়ামিটুকু কেমন জিনিষ জানত?—সত্যাসত্য সব তাল পাকিয়ে যায়। সেই অবধি ওসব গবেষণাগ্রন্থের তর্জ্জ-মার উপর অনেকটা শ্রদ্ধা কমে গেছে।

ইংরেজ অনুবাদ-কের গোঁড়ামি

আর এক নূতন বিদ্যা জন্মেছে, যার নাম জাতিবিদ্যা অর্থাৎ মানুষের রঙ্গ, চুল, চেহারা, মাথার গঠন, ভাষা প্রভৃতি দেখে, শ্রেণীবদ্ধ করা।

জাতিবিদ্যা।

জর্ম্মানরা সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হলেও সংস্কৃত আর প্রাচীন আসিরীয় বিদ্যায় বিশেষ পটু; বর্ণস্‌ প্রভৃতি জর্ম্মান পণ্ডিত ইহার নিদর্শন। ফরাসীরা প্রাচীন মিসরের তত্ত্ব উদ্ধারে বিশেষ সফল— মাস্‌পেরো-প্রমুখ মণ্ডলী ফরাসী। ওলন্দাজেরা য়াহুদী ও প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশ্লেষণে বিশেষ

প্রতিষ্ঠ—কূনা প্রভৃতি লেখক জগৎপ্রসিদ্ধ।

ইংরেজরা অনেক বিদ্যার আরম্ভ কোরে দিয়ে, তারপর সরে পড়ে।

ভিন্ন জাতীয় পণ্ডিত মণ্ডলী

এই সকল পণ্ডিতদের মত কিছু বলি। যদি ভাল না লাগে তাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করো আমায় দোষ দিও না।

হিঁদু, য়াহুদী, প্রাচীন বাবিলি, মিসরি প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদের মতে, সমস্ত মানুষ এক আদিম পিতা মাতা হতে অবতীর্ণ হয়েছে। একথা এখন বড় লোকে মান্‌তে চায় না।

নিগ্রো ও নেগ্রিটো জাতির চেহারা।

কালো কুচ্‌কুচে, নাকহীন, ঠোঁটপুরু, গড়ানে কপাল, আর কোঁকড়া চুল কাফ্রী দেখেছ? প্রায় ঐ ঢঙ্গেরই গড়ন তবে আকারে ছোট, চুল অত কোঁকড়া নয়, সাঁওতালি, আণ্ডামানি, ভিল, দেখেছ? প্রথম শ্রেণীর নাম নিগ্রো (Negro); ইহাদের বাসভূমি আফ্রিকা। দ্বিতীয় জাতির নাম নেগ্রিটো (Negrito)—ছোট নিগ্রো; ইহারা প্রাচীন কালে আরবের কতক অংশে, ইউফ্রেটিস্ তটের অংশে, পারস্যের দক্ষিণভাগে ভারতবর্ষময়, আণ্ডামান প্রভৃতি দ্বীপে, মায়

অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বাস করত। আধুনিক সময়ে ভারতের কোন কোন ঝোড় জঙ্গলে, আণ্ডামানে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ইহারা বর্ত্তমান।

মোগল ও মোগলইড় বা তুরাণি জাতি।

লেপ্‌চা, ভুটিয়া, চীনি প্রভৃতি দেখেছ ?—সাদা রঙ্গ বা হল্‌দে, সোজা কালো চুল ? কালো চোখ, কিন্তু চোখ কোনাকুনি বসান, দাড়ি গোঁফ অল্প, চেপ্টা মুখ, চোখের নীচের হাড় দুটো ভারি উঁচু।

নেপালি, বর্ম্মি, সায়েমি, মালাই, জাপানি, দেখেছ ? এরা ঐ গড়ন, তবে আকারে ছোট।

এ শ্রেণীর দুই জাতির নাম মোগল আর মোগলইড্‌ (ছোট মোগল)। 'মোগল' জাতি এক্ষণে অধিকাংশ আসিয়াখণ্ড দখল কোরে বসেছে। এরাই মোগল, কাল মুখ, হুন, চীন, তাতার, তুর্ক, মান্‌চু, কির্‌গিজ প্রভৃতি বিবিধ শাখায় বিভক্ত হয়ে, এক চীন ও তিব্বতি সওয়ায়, তাঁবু নিয়ে আজ এদেশ, কাল ওদেশ কোরে, ভেড়া ছাগল গরু ঘোঁড়া চরিয়ে বেড়ায় আর বাগে পেলেই পঙ্গপালের মত এসে দুনিয়া ওলট পালট কোরে দেয়। এদের আর

একটী নাম তুরাণি। ইরাণ তুরাণ— সেই তুরাণ।

রঙ্গ কালো কিন্তু সোজা চুল, সোজা নাক, সোজা কালো চোখ—প্রাচীন মিসর, প্রাচীন বাবিলোনিয়ায় বাস কর্‌ত এবং অধুনা ভারতময়, বিশেষ, দক্ষিণদেশে বাস করে; ইউরোপেও এক আধ জায়গায় চিহ্ন পাওয়া যায়; এ এক জাতি। ইহাদের পারিভাষিক নাম দ্রাবিড়ি।

দ্রাবিড়ি জাতি।

সাদা রঙ্গ, সোজা চোখ কিন্তু কান নাক—রামছাগলের মুখের মত বাঁকা আর ডগা মোটা, কপাল গড়ান, ঠোঁট পুরু—যেমন উত্তর আরাবের লোক, বর্ত্তমান য়াহুদী, প্রাচীন বাবিল, আসিরী, ফিনিস্ প্রভৃতি; ইহাদের ভাষাও একপ্রকারের; ইহাদের নাম সেমিটিক্।

সেমিটিক জাতি।

আর যারা সংস্কৃতের সদৃশ ভাষা কয়, সোজা নাক মুখ চোখ, রঙ্গ সাদা, চুল কালো বা কটা, চোখ কালো বা নীল, এদের নাম আরিয়ান।

আরিয়ান বা আর্য্য।

বর্ত্তমান সমস্ত জাতিই এই সকল জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইহাদের মধ্যে যে জাতির ভাগ অধিক যে দেশে, সে দেশের ভাষা ও আকৃতি অধিকাংশই সেই জাতির ন্যায়।

বর্ত্তমান সকল জাতিই মিশ্র।

উষ্ণদেশ হলেই যে,রঙ্গ কালো হয় এবং শীতল দেশ হলেই যে বর্ণ সাদা হয়, একথা এখনকার অনেকেই মানেন না। কালো এবং সাদার মধ্যে যে বর্ণগুলি, সেগুলি অনেকের মতে, জাতি মিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে।

মিশ্রণেই রঙ্গ কালো ও সাদা।

মিসর ও প্রাচীন বাবিলের সভ্যতা পণ্ডিতদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এ সকল দেশে, খ্রীঃ পুঃ ৬০০০ বৎসর বা ততোধিক সময়ের বাড়ি ঘর দোর পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে জোর চন্দ্রগুপ্তের সময়ের যদি কিছু পাওয়া গিয়ে থাকে, খ্রীঃ পুঃ ৩০০ বৎসর মাত্র। তার পূর্ব্বের বাড়ি ঘর এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে তার বহু পূর্ব্বের পুস্তকাদি আছে, যা অন্য কোনও দেশে পাওয়া যায় না। পণ্ডিত বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করেছেন যে, হিঁদুদের "বেদ" অন্ততঃ খ্রীঃ পুঃ পাঁচ হাজার (৫০০০) বৎসর আগে বর্ত্তমান আকারে ছিল।

এই ভূমধ্যসাগর প্রান্ত, যে ইউরোপী সভ্যতা এখন বিশ্বজয়ী, তাহার জন্মভূমি। এই তটভূমিতে মিসরি, বাবিলি, ফিনিক, য়াহুদী প্রভৃতি অর্য্য

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা

সেমিটীক জাতিবর্গ ও ইরাণি, যবন, রোমক প্রভৃতি আর্য্যজাতির সংমিশ্রণে—বর্ত্তমান ইউরোপী সভ্যতা।

মিসর তত্ত্ব।

"রোজেট্টাষ্টোন" নামক একখণ্ড বৃহৎ শিলা-লেখ মিসরে পাওয়া যায়। তাহার উপর জীব, জন্তুর লাঙ্গুল ইত্যাদি রূপ চিত্রলিপিতে লিখিত এক লেখ আছে তাহার নীচে আর এক প্রকার লেখ, সকলের নিম্নে গ্রীকভাষার অনুযায়ী লেখ। একজন পণ্ডিত ঐ তিন লেখকে এক অনুমান করেন। কপ্ত নামক যে ক্রিশ্চিয়ান জাতি এখনও মিসরে বর্ত্তমান এবং যাহারা প্রাচীন মিসরিদের বংশধর বলে বিদিত, তাদের লেখের সাহায্যে, তিনি এই প্রাচীন মিসরি লিপির উদ্ধার করেন। ঐরূপ বাবিলিদের ইট এবং টালিতে খোদিত ভল্লা-গ্রের ন্যায় লিপিও ক্রমে, উদ্ধার হয়। এদিকে ভারতবর্ষের লাঙ্গলাকৃতি কতকগুলি লেখ মহা-রাজা অশোকের সমসাময়িক লিপি বলিয়া আবি-স্কৃত হয়। এতদপেক্ষা প্রাচীন লিপি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই। মিসরময় নানাপ্রকার মন্দির স্তম্ভ, ইত্যাদিতে যে সকল চিত্রলিপি লিখিত ছিল,

ক্রমে ক্রমে সেগুলি পঠিত হয়ে, প্রাচীন মিসরতত্ত্ব বিশদ কোরে ফেলছে।

মিসরিরা সমুদ্রপার "পুণ্ট" নামক দক্ষিণ দেশ হতে মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ কেউ বলেন যে ঐ "পুণ্ট"ই বর্ত্তমান মালাবার, এবং মিসরিরা এবং দ্রাবিড়িরা এক জাতি। ইহাদের প্রথম রাজার নাম "মেনুস্"। ইহাদের প্রাচীন ধর্ম্মও কোনও কোনও অংশে আমাদের পৌরাণিক কথার ন্যায়। "শিবু" দেবতা "নুই" দেবীর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিলেন, পরে আর এক দেবতা "শু" এসে, বলপূর্ব্বক "নুইকে" তুলে ফেললেন। নুইর শরীর আকাশ হল, দুহাত আর দুপা হল সেই আকাশের চার স্তম্ভ। আর শিবু হলেন পৃথিবী। নুইর পুত্র কন্যা "অসিরিস্ আর "ইসিস্" মিসরের প্রধান দেবদেবী এবং তাঁহাদের পুত্র "হোরস্" সর্ব্বোপাস্য। এই তিন জন এক সঙ্গে উপাসিত হতেন। "ইসিস্" আবার গোমাতা রূপে পূজিত।

ভারতবর্ষ হইতে মিসরে আগমন

হিন্দুদের ন্যায় দেব দেবী ও গো-পূজা।

পৃথিবীতে নীল নদের ন্যায়, আকাশে ঐ প্রকার নীল নদ আছেন—পৃথিবীর নীল নদ, তাহার অংশ মাত্র। সূর্য্যদেব, ইহাদের মতে

নীল নদ ও সূর্য্যদেব।

নৌকায় কোরে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন; মধ্যে মধ্যে "অহি" নামক সর্প তাঁহাকে গ্রাস করে, তখন গ্রহণ হয়।

চন্দ্রদেব।

চন্দ্রদেবকে এক শূকর মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করে এবং খণ্ড খণ্ড কোরে ফেলে, পরে ১৫ দিন তাঁর সারতে লাগে। মিসরের দেবতাসকল কেউ "শৃগালমুখ" কেউ "বাজের" মুখযুক্ত, কেউ "গোমুখ" ইত্যাদি।

বাবিলদিগের দেব দেবী মোলখ, ইস্তারত ইত্যাদি।

সঙ্গে সঙ্গেই ইউফ্রেটিসতীরে আর এক সভ্যতার উত্থান হয়েছিল। তাদের দেবতাদের মধ্যে "বাল, মোলখ, ইস্তারত ও দমুজি" প্রধান। ইস্তারত, দমুজি নামক মেষপালকের প্রণয়ে আবদ্ধ হলেন। এক বরাহ দমুজিকে মেরে ফেললে। পৃথিবীর নীচে, পরলোকে, ইস্তারৎ, দমুজির অন্বেষণে গেলেন। সেথায় "আলাৎ" নামক ভয়ঙ্করী দেবী, তাঁকে বহু যন্ত্রণা দিলে। শেষে ইস্তারৎ বল্‌লেন যে, আমি দমুজিকে না পেলে মর্ত্ত্যলোকে আর যাবনা। মহামুস্কিল; উনি হলেন কামদেবী, উনি না এলে মানুষ জন্তু গাছপালা আর কিছুই জন্মাবেনা। তখন দেবতারা

সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রতি বৎসর "দমুজি" চার মাস থাকবেন পরলোকে পাতালে, আর আট মাস থাকবেন মর্ত্ত্যলোকে। তখন "ইস্তার" ফিরে এলেন, বসন্তের আগমন হল, শস্যাদি জন্মাল।

এই দমুজি আবার "আডুনোই" বা আডুনিস্ নামে বিখ্যাত। সমস্ত সেমিটিক জাতিদের ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ অবান্তরভেদে প্রায় একরকমই ছিল। বাবিলি, য়াহুদী, ফিনিক ও পরবর্ত্তী আরাবদের একই প্রকার উপাসনা ছিল। প্রায় সকল দেবতারই নাম "মোলখ্" (যে শব্দটী বাঙ্গলা ভাষাতে মালিক্ মুল্লুক ইত্যাদি রূপে এখনও রয়েছে) অথবা "বাল", তবে অবান্তরভেদ ছিল। কারুর কারুর মত, এ "আলাৎ" দেবতা পরে আরাবদিগের "আল্লা" হলেন।

এই সকল দেবতার পূজার মধ্যে কতকগুলি ভয়ানক ও জঘন্য ব্যাপারও ছিল। মোলখ বা বালের নিকট পুত্রকন্যাকে জীবন্ত পোড়ান হত। ইস্তারদের মন্দিরে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কাম-সেবা প্রধান অঙ্গ ছিল।

য়াহুদী জাতির ইতিহাস বাবিল অপেক্ষা

অনেক আধুনিক। পণ্ডিতদের মতে "বাইবল" নামক ধর্ম্মগ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দী হতে আরম্ভ হয়ে খ্রীঃ পর পর্য্যন্ত লিখিত হয়। বাইবলের অনেক অংশ, যা পূর্ব্বের বলে প্রথিত, তাহা অনেক পরের। এই বাইবলের মধ্যে স্থূল কথাগুলি "বাবিল" জাতির। বাবিলদের সৃষ্টিবর্ণনা, জলপ্লাবন বর্ণনা অনেক স্থলে বাইবল গ্রন্থে সমগ্র গৃহীত। তার উপর পারসী বাদসারা যখন আসিয়ামাইনরের উপর রাজত্ব কর্ত্তেন, সেই সময়ে অনেক "পারসী" মত য়াহুদীদের মধ্যে প্রবেশ করে। বাইবলের প্রচীন ভাগের মতে এই জগৎই সব; আত্মা বা পরলোক নাই। নবীন ভাগে "পারসীদের" পরলোক বাদ, মৃতের পুনরুত্থান ইত্যাদি দৃষ্ট হয় এবং সয়তানবাদটী একেবারে "পারসীদের।"

বাইবেলের সময়।

বাবিল ও পারসী ধর্ম্মমত গ্রহণ।

য়াহুদীদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ "যাভে" নামক "মোলখের" পূজা। এই নামটী কিন্তু য়াহুদী ভাষার নয়; কারুর কারুর মতে ঐটী মিসরি শব্দ। কিন্তু কোথা থেকে এল কেউ জানে'না। বাইবলে বর্ণনা আছে যে য়াহুদীরা মিসরে আবদ্ধ হয়ে অনেক দিন ছিল—সে সব এখন কেউ বড় মানেনা

য়াহুদী ধর্ম্ম।

এবং "এব্রাহিম, ইসহাক, ইয়ুসুফ" প্রভৃতি গোত্র-পিতাদের রূপক বলে প্রমাণ করে।

য়াহুদীর "যাভে" এ নাম উচ্চারণ কর্ত্তনা, তার স্থানে "আডুনোই" বল্‌ত। যখন য়াহুদীরা, ইস্রেল আর ইফ্রেম দুই শাখায় বিভক্ত হল, তখন দুই দেশে দুটী প্রধান মন্দির নির্ম্মিত হল। জিরুসালমে ইস্রেলদের যে মন্দির নির্ম্মিত হল, তাতে "যাভে" দেবতার একটী নরনারী সংযোগ মূর্ত্তি একটি সিন্দুকের মধ্যে রক্ষিত হত—দ্বারদেশে একটী বৃহৎ পুংচিহ্ন স্তম্ভ ছিল। ইফ্রেমে যাভে দেবতা, সোণামোড়া বৃষের মূর্ত্তিতে পূজিত হতেন।

উভয় স্থানেই, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেবতার নিকট জীবন্ত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত এবং এক দল স্ত্রীলোক ঐ দুই মন্দিরে বাস কর্‌ত। তারা মন্দিরের মধ্যেই বেশ্যাবৃত্তি কোরে যা উপার্জ্জন কর্‌ত, তা মন্দিরের ব্যয়ে লাগ্‌ত।

নবী ও পারসী ধর্ম।

ক্রমে য়াহুদীদের মধ্যে একদল লোকের প্রাদুর্ভাব হল; তারা গীত বা নৃত্যের দ্বারা আপনাদের মধ্যে দেবতার আবেশ করতেন। এদের নাম নবী বা Prophet ভাববাদী। এঁদের মধ্যে

অনেকে ইরাণীদের সংসর্গে মূর্ত্তিপূজা পুত্রবলি বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির বিপক্ষ হয়ে পড়্‌ল। ক্রমে, বলির যায়গায়, হল "সুন্নত"। বেশ্যাবৃত্তি, মূর্ত্তি আদি ক্রমে উঠে গেল। ক্রমে ঐ নবীসম্প্রদায়ের মধ্য হতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সৃষ্টি হল।

ঈশা কি ঐতিহাসিক? Higher criticism.

"ইসা" নামক কোনও পুরুষ কখনও জন্মেছিলেন কিনা এ নিয়ে বিষম বিতণ্ডা। নিউটেষ্টামেণ্টের যে চার পুস্তক, তার মধ্যে সেণ্টজন নামক পুস্তক ত একেবারে অগ্রাহ্য হয়েছে। বাকি তিনখানি, কোনও এক প্রাচীন পুস্তক দেখে লেখা—এই সিদ্ধান্ত; তাও "ইসা" হজরতের যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তার অনেক পরে।

তার উপর যে সময় "ইসা" জন্মেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি, সে সময় ঐ য়াহুদীদের মধ্যে দুজন ঐতিহাসিক জন্মেছিলেন, "জোসিফুস্ আর ফিলো"। এঁরা য়াহুদীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়েরও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইসা বা কৃশ্চীয়ানদের নামও নাই, অথবা রোমান জজ্ তাঁকে ক্রুশে মারতে হুকুম দিয়েছিল, এর কোনও কথাই নাই।

জোসিফুসের পুস্তকে এক ছত্র ছিল, তা এখন প্রক্ষিপ্ত বলে প্রমাণ হয়েছে।

রোমকরা ঐ সময়ে য়াহুদীদের উপর রাজত্ব করত, গ্রীকেরা সকল বিদ্যা শিখাত। ইহারা সকলেই য়াহুদীদের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন কিন্তু "ইসা" বা কৃশ্চানদের কোনও কথাই নাই।

আবার মুস্কিল যে, যে সকল কথা, উপদেশ, বা মত, নিউটেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে প্রচার আছে, ও সমস্তই নানা দিক্‌দেশ হতে এসে, খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই, য়াহুদীদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল এবং "হিলেল্" প্রভৃতি রাব্বি (উপদেশক) গণ প্রচার করছিলেন। পণ্ডিতরা ত এই সব বলছেন; তবে অন্যের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন সাঁ কোরে এক কথা বলে ফেলেন, নিজেদের দেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তা বল্লে কি আর জাঁক থাকে? কাযেই শনৈঃ শনৈঃ যাচ্ছেন। এর নাম Higher criticism হাইয়ার ক্রিটিসিসম্।

পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী, এই প্রকার, দেশ দেশান্তরের ধর্ম্ম, নীতি, জাতি ইত্যাদির

আলোচনা করছেন। আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় কিছুই নাই! হবে কি কোরে—এক বেচারা, ১০ বৎসর হাড়গোড় ভাঙ্গা পরিশ্রম কোরে, যদি এই রকম একখানা বই তর্জ্জমা করে, ত সে নিজেই বা খায় কি, আর বই বা ছাপায় কি দিয়ে?

ভারতে প্রকৃতত্ব বিদ্যাচর্চ্চার বিঘ্ন

একে দেশ অতি দরিদ্র, তাতে বিদ্যা একেবারে নেই বল্লেই হয়। এমন দিন কি হবে যে, আমরা নানা প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা করবো?—"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং—যৎ কৃপা"! মা জগদম্বাই জানেন।

জাহাজ নেপল‍্সে লাগ‍্ল—আমরা ইতালীতে পৌঁছুলাম। এই ইতালীর রাজধানী, রোম। এই রোম, সেই প্রাচীন মহাবীর্য্য রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী—যাহার রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, উপনিবেশ সংস্থাপন, পরদেশবিজয়, এখনও সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ।

ইউরোপ—ইতালী।

নেপল‍্স্ ত্যাগ কোরে জাহাজ মার্সাইতে লেগেছিল, তারপর একেবারে লণ্ডন।

ইউরোপ সম্বন্ধে তোমাদের ত নানা কথা শোনা আছে, তারা কি খায়, কি পরে, কি রীতি নীতি

আচার ইত্যাদি—তা আর আমি কি বলবো। তবে—ইউরোপী সভ্যতা কি, এর উৎপত্তি কোথায়, আমাদের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ, এ সভ্যতার কতটুকু আমাদের লওয়া উচিত—এ সব সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার রইল। শরীর কাউকে ছাড়েনা ভায়া, অতএব বারান্তরে সে সব কথা বলতে চেষ্টা করবো। অথবা বলে কি হবে? বকাবকি বলা কওয়াতে আমাদের (বিশেষ বাঙ্গালীর) মত কে বা মজবুত? যদি পার ত কোরে দেখাও। কায কথা কউক, মুখকে বিরাম দাও। তবে একটা কথা বলে রাখি, গরীব নিম্ন-জাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগলো। রাশি রাশি, অন্য দেশের, আবর্জ্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়; এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড। বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী, এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে, কিছুই এসে যায় না, এঁরা হচ্ছেন শোভা

গরীবদের উন্নতিতে দেশের উন্নতি।

মাত্র, দেশের বাহার!--কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না, কায়মন-বাক্য যদি এক হয়। একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে, এই বিশ্বাসটি ভুলোনা। বাধা যত হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিষ যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিষ প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাইত সিদ্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ। বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। অলমিতি॥

বাধা দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি।

আমাদের দেশে বলে, পায়ে চক্কর থাকলে, সে লোক ভবঘুরে হয়। আমার পায়ে বোধ হয় সমস্তই চক্কর। বোধ হয় বলি কেন? পা নিরীক্ষণ কোরে, চক্কর আবিষ্কার করবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টা একেবারে বিফল—সে শীতের চোটে পা ফেটে খালি চৌ-চাক্‌লা, তায় চক্কর ফক্কর বড় দেখা গেল না। যা হক্—যখন কিম্বদন্তী রয়েছে, তখন মেনে নিলুম যে, আমার পা চক্করময়। ফল কিন্তু সাক্ষাৎ—এত মনে করলুম যে, পারিসে বসে কিছুদিন ফরাসী ভাষা,

ইউরোপ ভ্রমণ কনষ্টান্টিনোপল

সভ্যতা, আলোচনা করা যাবে; পুরাণ বন্ধু বান্ধব ত্যাগ কোরে, এক গরীব ফরাসী নবীন বন্ধুর বাসায় গিয়ে বাস করলুম, (তিনি ইংরাজী জানেন না, আমার ফরাসী—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার!) বাসনা যে, বোবা হয়ে বসে থাকার না-পারকতায়, কাযে কাযেই ফরাসী বলবার উদ্যোগ হবে আর গড় গড়িয়ে ফরাসী ভাষা এসে পড়বে;—কোথায় চল্লুম, ভিয়েনা, তুরকি, গ্রীস, ইজিপ্ত, জেরুসালম, পর্য্যটন কর্ত্তে! ভবিতব্য কে ঘোচায় বল। তোমায় পত্র লিখছি, মুসলমান প্রভুত্বের অবশিষ্ট রাজধানী কন্‌স্টাণ্টি-নোপল হতে!!

সঙ্গের সঙ্গী।

সঙ্গের সঙ্গী তিন জন—দুজন ফরাসী, একজন আমেরিক। আমেরিক তোমাদের পরিচিতা মিস্ ম্যাক্‌লউড; ফরাসী পুরুষ বন্ধু মস্যিয় জুল্ বোওয়া, ফ্রান্সের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্য লেখক; আর ফরাসিনী বন্ধু, জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদ্‌মোয়াজেল্ কাল্‌ভে। ফরাসী ভাষায় "মিস্টর" হচ্ছেন "মস্যিয়," আর "মিস্" হচ্ছেন "মাদ্‌মোয়া-জেল্"—'জ'টা পূর্ব্ব-বাঙ্গালার জ। মাদ্‌মোয়াজেল্

কাল্‌ভে আধুনিক কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা—অপেরা গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন লক্ষ, চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এঁর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব্ব হতে। পাশ্চত্য দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম্ সারা বারন্‌হার্ড, আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা কাল্‌ভে, দুই জনেই ফারাসী, দুজনেই ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মধ্যে মধ্যে যান, ও, অভিনয় আর গীত গেয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার Dollar সংগ্রহ করেন। ফেরাসী ভাষা—সভ্যতার ভাষা, পাশ্চত্য জগতের ভদ্রলোকের চিহ্ন, সকলেই জানে; কাযেই এঁদের ইংরাজী শেখবার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি নাই। মাদাম্ বারন্‌হার্ড বর্ষীয়সী; কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন—তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ, অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল! বালিকা, বালক, যা বল তাই—হুবহু—আর সে আশ্চর্য্য আওয়াজ! এরা বলে, তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে! বারন্‌হার্ডের অনুরাগ, বিশেষ—ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারম্বার বলেন, তোমাদের

প্রসিদ্ধ গায়িকা কাল্‌ভে ও নটী সারা।

দেশ "ত্রেজ্ঁাসিএন্, ত্রেসিভিলিজে", অতি প্রাচীন অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বেলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া কোরে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা, বেলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন যে, "আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউসিয়ম বেড়িয়ে, ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তা, ঘাট, পরিচয় করেছি।" বার্‌নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—"সে মঁর‍্যাভ্" Ce mon rave 'সে মঁ র‍্যাভ্'—সে আমার জীবন স্বপ্ন আবার প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ তাঁকে বাঘ হাতী শিকার করাবেন, প্রতিশ্রুত আছেন। তবে বার্‌নহার্ড বল্লেন—সে দেশে যেতে গেলে, দেড় লাখ দুলাখ টাকা খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নাই—"লা দিভীন্ সারা!!"—La divine sara "দৈবী সারা"—তাঁর আবার টাকার অভাব কি?—যাঁর স্পেসাল ট্রেণ ভিন্ন গতায়াত নাই!—সে ধূম বিলাস, ইউরোপের অনেক রাজারাজড়া পারে না; যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে

সারার ভারত অনুরাগ।

টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নাই, তবে, সারা বার্‌নহার্ড বেজায় খরচে। তাঁর ভারত ভ্রমণ কাযেই এখন রইল।

কাল্‌ভের পাণ্ডিত্য ও পূর্ব্বাবস্থা।

মাদ্‌মোয়াজেল্‌ কাল্‌ভে এ শীতে গাইবেন না. বিশ্রাম করবেন,—ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতিশীত দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি—এঁর অতিথি হয়ে। কাল্‌ভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়; ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরি-শ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে, এখন প্রভূত ধন!—রাজা, বাদসার সম্মানের ঈশ্বরী।

মাদাম্‌ মেল্‌বা, মাদাম্‌ এমা এমস্‌, প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকা সকল আছেন; জাঁ, দরেজ্‌কিঁ, প্লাঁসঁ, প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়ক সকল আছেন—এঁরা সকলেই দুই তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার করেন!—কিন্তু কাল্‌ভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা। অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা, আর দৈবী কণ্ঠ—এ সব একত্র সংযোগে কাল্‌ভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়

করেছে। কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই! সে শৈশবের অতি কঠিন দারিদ্র, দুঃখ, কষ্ট—যার সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ কোরে কাল্‌ভের এই বিজয় লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে। আবার এদেশে উদ্যোগ যেমন, উপায়ও তেমন। আমাদের দেশে উদ্যোগ থাকলেও, উপায়ের একান্ত অভাব। বাঙ্গালীর মেয়ের বিদ্যা শেখবার সমাধিক ইচ্ছা থাকলেও, উপায়াভাবে বিফল;—বাঙ্গলা ভাষায় আছে কি শেখবার? বড় জোর পচা নভেল নাটক!! আবার বিদেশী ভাষায় বা সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ বিদ্যা, দুচার জনের জন্য মাত্র। এ সব দেশে নিজের ভাষায় অসংখ্য পুস্তক; তার উপর যখন যে ভাষায় একটা নূতন কিছু বেরুচ্ছে, তৎক্ষণাৎ তার অনুবাদ কোরে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করছে।

মসিয়্য় জুল্ বোওয়া প্রসিদ্ধ লেখক; ধর্ম্ম সকলের, কুসংস্কার সকলের ঐতিহাহিক তত্ত্ব আবিষ্কারে বিশেষ নিপুণ। মধ্যযুগে ইউরোপে যে সকল সয়তানপূজা, জাদু, মারণ, উচাটন, ছিটে

জুল্ বোওয়া।

ফোঁটা, মন্ত্র তন্ত্র ছিল এবং এখনও যা কিছু আছে, সে সকল ইতিহাসবদ্ধ কোরে এঁর এক প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইনি সুকবি এবং ভিক্তর হ্যুগো, লা মার্টিন প্রভৃতি ফরাসী মহাকবি এবং গেটে, সিলার প্রভৃতি জর্ম্মান মহাকবিদের ভেতর যে ভারতের বেদান্ত-ভাব প্রবেশ করেছে, সেই ভাবের পোষক। বেদান্তের প্রভাব ইউরোপে কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্রে সমধিক। ভাল কবি মাত্রই দেখ্‌ছি বেদান্তী; দার্শনিক তত্ত্ব লিখতে গেলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেদান্ত। তবে কেউ কেউ স্বীকার কর্‌তে চায় না, নিজের সম্পূর্ণ নূতনত্ব বাহাল রাখতে চায়—যেমন হারবার্ট স্পেন্‌সার প্রভৃতি; কিন্তু অধিকাংশরাই স্পষ্ট স্বীকার করে। এবং না কোরে যায় কোথা—এ তার, রেলওয়ের, খবর-কাগজের দিনে? ইনি অতি নিরভিমানী, শান্ত-প্রকৃতি, এবং সাধারণ অবস্থার লোক হলেও, অতি যত্ন কোরে আমায় নিজের বাসায় পারিসে রেখেছিলেন। এখন একসঙ্গে ভ্রমণে চলেছেন।

ইউরোপে বেদান্ত প্রভাব।

কন্‌স্টান্টিনোপল পর্য্যন্ত পথের সঙ্গী আর এক দম্পতী—পেয়র হিয়াসান্থ এবং তাঁর সহধর্ম্মিণী।

পেয়র, অর্থাৎ পিতা হিয়াসান্থ ছিলেন—ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের, এক কঠোর তপস্বী-শাখাভুক্ত সন্ন্যাসী। পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিত্ব-গুণে, এবং তপস্যার প্রভাবে, ফরাসী দেশে এবং সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে, ইঁহার অতিশয় প্রতিষ্ঠা ছিল। মহাকবি ভিক্তর হ্যুগো দুজন লোকের ফরাসী ভাষায় প্রশংসা কর্ত্তেন—তার মধ্যে পেয়র হিয়াসান্থ এক জন। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পেয়র হিয়াসান্থ এক আমেরিক নারীর প্রণয়াবদ্ধ হয়ে, তাকে কোরে ফেল্লেন বে—মহা হুলুস্থূল পড়ে গেল;—অবশ্য ক্যাথলিক সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ত্যাগ করলে। শুধু পা, আলখেল্লা-পরা-তপস্বী-বেশ ফেলে, পেয়র হিয়াসান্থ গৃহস্থের হ্যাট্ কোট্ বুট্ পোরে হলেন—মস্তিয় লইসন্—আমি কিন্তু তাঁকে তাঁর পূর্ব্বের নামেই ডাকি—সে অনেক দিনের কথা, ইউরোপ-প্রসিদ্ধ হাঙ্গাম! প্রোটেষ্টাণ্টরা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলে, ক্যাথলিকরা ঘৃণা করতে লাগলো। পোপ, লোকটার গুণাতিশয্যে তাঁকে ত্যাগ করতে না চেয়ে, বল্লেন যে, "তুমি গ্রীক ক্যাথলিক পাদ্রী হয়ে থাক, (সে

পেয়র হিয়াসান্থ।

শাখার পাদ্রী একবার মাত্র বে করতে পায়, কিন্তু বড় পদ পায় না) কিন্তু রোমান চার্চ্চ ত্যাগ কোরো না"; কিন্তু লয়জন্-গেহিনী, তাঁকে টেনে হিঁচড়ে পোপের ঘর থেকে বার করলে। ক্রমে পুত্র পৌত্র হল; এখন অতি স্থবির লয়জন্ জেরুসালমে চলেছেন—ক্রিশ্চান আর মুসলমানের মধ্যে যাতে সদ্ভাব হয়, সেই চেষ্টায়। তাঁর গেহিনী বোধ হয় অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে লয়জন্ বা দ্বিতীয় মার্টিন্ লুথার হয়, পোপের সিংহাসন উল্টে বা ফেলে দেয়—ভূমধ্যসাগরে। সে সব ত কিছুই হল না; হল—ফরাসীরা বলে, "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ"। কিন্তু মাদাম্ লয়জনের সে নানা দিবা স্বপ্ন চলেছে!! বৃদ্ধ লয়জন্ অতি মিষ্টভাষী, নম্র, ভক্ত প্রকৃতির লোক। আমার সঙ্গে দেখা হলেই কত কথা—নানা ধর্ম্মের, নানা মতের। ভক্ত মানুষ—অদ্বৈতবাদে একটু ভয় খাওয়া আছে। গিন্নির ভাবটা বোধ হয়, আমার উপর কিছু বিরূপ। বৃদ্ধের সঙ্গে যখন আমার ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাসের চর্চ্চা হয়, স্থবিরের প্রাণে সে চিরদিনের ভাব জেগে ওঠে, আর গিন্নির

বোধ হয় গা কন্ কন্ করে। তার উপর মেয়ে- মদ্দ সমস্ত ফরাসীরা, যত দোষ গিন্নির উপর ফেলে; বলে, "ও মাগী, আমাদের এক মহা-তপস্বী সাধুকে নষ্ট কোরে দিয়েছে!!" গিন্নির কিছু বিপদ বই কি,—আবার বাস হচ্ছে পারিসে, ক্যাথলিকের দেশে। বে করা পাদ্রিকে ওরা দেখলে ঘৃণা করে; মাগ ছেলে নিয়ে ধর্ম্মপ্রচার, এ ক্যাথলিক আদতে সহ্য করবে না। গিন্নির আবার একটু ঝাঁজ্ আছে কিনা। একবার গিন্নি এক অভিনেত্রীর উপর ঘৃণা প্রকাশ কোরে বল্লেন, "তুমি বিবাহ না কোরে অমুকের সঙ্গে বাস করছো, তুমি বড় খারাপ"। সে অভিনেত্রী ঝট্ জবাব দিলে যে, "আমি তোমার চেয়ে লক্ষ গুণে ভাল। আমি একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস করি, আইন মত বে না হয় নাই করেছি; আর তুমি মহাপাপী—এত বড় একটা সাধুর ধর্ম্ম নষ্ট করলে!! যদি তোমার প্রেমের ঢেউ এতই উঠেছিলো তা, না হয় সাধুর সেবা-দাসী হয়ে থাকতে; তাকে বে কোরে, গৃহস্থ কোরে, তাকে উৎসন্ন কেন দিলে?" "পচাকুমড়ো

শরীরের” কথা, যে, দেশে শুনে হাঁসতুম, তার আর এক দিক দিয়ে মানে হয়; দেখছো?

যাক্, আমি সমস্ত শুনি, চুপ কোরে থাকি। মোদ্দা বৃদ্ধ পেয়র হিয়াসান্থ বড়ই প্রেমিক, আর শান্ত; সে খুসি আছে, তার মাগ ছেলে নিয়ে;—দেশ শুদ্ধ লোকের তাতে কি? তবে গিন্নিটী একটু শান্ত হলেই, বোধ হয় সব মিটে যায়।

স্ত্রীপুরুষের বোঝবার পথ পৃথক।

তবে কি জান ভায়া, আমি দেখছি যে পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে সব দেশেই বোঝবার, বিচার করবার, রাস্তা আলাদা। পুরুষ এক দিক দিয়ে বুঝবে, মেয়ে মানুষ আর এক দিক দিয়ে বুঝবে; পুরুষের যুক্তি এক রকম, মেয়েমানুষের আর এক রকম। পুরুষে মেয়েকে মাফ করে, আর পুরুষের ঘাড়ে দোষ দেয়; মেয়েতে পুরুষকে মাফ করে, আর সব দোষ মেয়ের ঘাড়ে দেয়।

এদের সঙ্গে আমার বিশেষ লাভ এই যে, ঐ এক আমেরিক ছাড়া এরা কেউ ইংরাজী জানে না; ইংরাজী ভাষায় কথা একদম বন্ধ, কাযেই কোনও রকম কোরে, আমায় কইতে হচ্ছে ফরাসী এবং শুনতে হচ্ছে ফরাসী।

পারিস নগরী হইতে বন্ধুবর ম্যাক্সিম্, নানা স্থানে চিঠি পত্র যোগাড় কোরে দিয়েছেন, যাতে দেশগুলো যথাযথ রকমে দেখা হয়। ম্যাক্সিম্—বিখ্যাত "ম্যাক্সিম্‌গনে"র নির্ম্মাতা ;—যে তোপে ক্রমাগত গোলা চলতে থাকে, আপনি ঠাসে, আপনি ছোঁড়ে, বিরাম নাই। ম্যাক্সিম্ আদিতে আমেরিকান্ ; এখন ইংলণ্ডে বাস, তোপের কারখানা ইত্যাদি। ম্যাক্সিম্, তোপের কথা বেশী কইলে বিরক্ত হয়, বলে "আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই করিনি,—ঐ মানুষ মারা কলটা ছাড়া ?" ম্যাক্সিম্ চীন-ভক্ত, ভারত-ভক্ত, ধর্ম্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে সুলেখক। আমার বই পত্র পোড়ে অনেক দিন হতে আমার উপর বিশেষ অনুরাগ,—বেজায় অনুরাগ। আর ম্যাক্সিম সব রাজারাজড়াকে তোপ বেচে, সব দেশে জানা-শুনা, কিন্তু তাঁর বিশেষ বন্ধু লি হুং চাঙ্গ, বিশেষ শ্রদ্ধা চীনের উপর, ধর্ম্মানুরাগ কংফুছে মতে। চীনে নাম নিয়ে, মধ্যে মধ্যে কাগজে, কৃশ্চান পাদ্রিদের বিপক্ষে লেখা হয়—তারা চীনে কি করতে যায়, কেন বা যায়, ইত্যাদি—ম্যাক্সিম্,

বিখ্যা[illegible]
নির্ম্মাতা [illegible]
[illegible]সিম্।

পাদ্রিদের চীনে ধর্ম্ম প্রচার আদতে সহ্য করতে পারে না! ম্যাক্‌সিমের গিন্নিটীও ঠিক অনুরূপ, চীন-ভক্তি, কৃশ্চানী-ঘৃণা! ছেলেপিলে নেই, বুড়ো মানুষ,—অগাধ ধন।

যাত্রার ঠিক হল—পারিস থেকে রেলযোগে ভিয়েনা, তার পর কন্‌স্‌টাণ্টিনোপল, তারপর জাহাজে এথেন্স, গ্রীস্, তারপর ভূমধ্যাসাগর-পার ইজিপ্ত, তারপর আসি-মিনর, জেরুসালম, ইত্যাদি। "ওরিআঁতাল এক্সপ্রেস্ ট্রেণ" পারিস হতে স্তাম্বুল পর্য্যন্ত ছোটে, প্রতিদিন। তায় আমেরিকার নকলে শোবার, বসবার, খাবার স্থান। ঠিক আমেরিকার গাড়ীর মত সুসম্পন্ন না হলেও, কতক বটে। সে গাড়ীতে চড়ে ২৪শে অক্টোবর পারিস ছাড়াতে হচ্ছে।

পারিস প্রদর্শনী ও বিদায়।

আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ পারিস সভ্য-জগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিক্‌দেশ সমাগত সজ্জন সঙ্গম। দেশ দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ পারিসে। এ মহা

কেন্দ্রের ভেরী-ধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জর্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভ মণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস! একা, যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্ব্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান,সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালির গৌরব বর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতী!

লেগেটের পারিস প্রাসাদ।

আর, মিঃ লেগেট, প্রভৃত অর্থব্যয়ে, তাঁর পারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদি ব্যপদেশে, নিত্য নানা যশস্বী যশস্বিনী নর নারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন—তারও আজ শেষ।

কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক—প্রভৃতি নানা জাতির গুণী-গণ সমাবেশ, মিষ্টর লেগেটের আতিথ্য সমাদর আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্ব্বতনির্ঝরবৎ কথা-চ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দ্দিকসমুত্থিত ভাব-বিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষী-মনঃসংঘর্ষসমুত্থিত-চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ, সকলকে দেশ কাল ভুলিয়ে মুগ্ধ কোরে রাখ্‌ত!—তারও শেষ।

সকল জিনিষেরই অন্ত আছে। আজ আর একবার, পুঞ্জীকৃত-ভাবরূপ-স্থির-সৌদামিনী, এই অপূর্ব্ব-ভূস্বর্গ-সমাবেশ পারিস-এক্‌সৃহিবিজন, দেখে এলুম।

বৃষ্টি।

আজ দুতিন দিন ধরে পারিসে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। ফ্রান্সের প্রতি সদা সদয় সূর্য্যদেব আজ কদিন বিরূপ। নানা দিক্‌দেশাগত শিল্প,

শিল্পী, বিদ্যা ও বিদ্বানের, পশ্চাতে গূঢ়ভাবে প্রবাহিত ইন্দ্রিয় বিলাসের স্রোত দেখে, ঘৃণায় সূর্য্যের মুখ মেঘকলুষিত হয়েছে, অথবা কাষ্ঠ, বস্ত্র ও নানা রাগ রঞ্জিত এ মায়া অমরাবতীর, আশু বিনাশ ভেবে, তিনি দুঃখে মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকলেন।

আমরাও পালিয়ে বাঁচি, —এক্‌জিবিসন্ ভাঙ্গা এক বৃহৎ ব্যাপার। এই ভূস্বর্গ, নন্দনোপম পারিসের রাস্তা, এক হাঁটু কাদা চূণ বালিতে পূর্ণ হবেন। দু একটা প্রধান ছাড়া, এক্সিবিজনের সমস্ত বাড়ী ঘর দোরই, কাঠ, কুঠরো, ছেঁড়া ন্যাতা, আর চূণকামের খেলা বইত নয়—যেমন সমস্ত সংসার! তা যখন ভাঙ্গতে থাকে, সে চূণের গুঁড়ো উড়ে দম আট্‌কে দেয়; ন্যাতাচোতায়, বালি প্রভৃতিতে পথ ঘাট কদর্য্য কোরে তোলে; তার উপর বৃষ্টি হলেই, সে বিরাট কাণ্ড।

ভাঙ্গা হাট।

২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যার সময় ট্রেণ পারিস ছাড়ল; অন্ধকার রাত্রি—দেখবার কিছুই নাই। আমি আর মস্যিয় বোয়া এক কামরায়—শীঘ্র শীঘ্র শয়ন করলুম। নিদ্রা হতে উঠে দেখি,—

ফরাসী ও জর্ম্মান সভ্যতা।

আমরা ফরাসী সীমানা ছাড়িয়ে, জর্ম্মান সাম্রাজ্যে উপস্থিত। জর্ম্মানি পূর্ব্বে বিশেষ কোরে দেখা আছে; তবে ফ্রান্সের পর জর্ম্মানি—বড়ই প্রতি-দ্বন্দ্বী ভাব। যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষ-ধীনাং—এক দিকে ভুবনস্পর্শী ফ্রান্স, প্রতি-হিংসানলে পুড়ে পুড়ে, আস্তে আস্তে খাক হয়ে যাচ্ছে; আর একদিকে কেন্দ্রীকৃত নূতন, মহাবল জর্ম্মানি মহাবেগে উদয়শিখরাভিমুখে চলেছে। কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্প বিন্যাস, আর একদিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘা-কার, দিঙ্‌নাগ জর্ম্মানির স্থূল-হস্তাবলেপ। পারি-সের পর পাশ্চাত্য জগতে আর নগরী নাই; সব সেই পারিসের নকল, অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে সে শিল্প সুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য; জর্ম্মানে ইংরাজে, আমেরিকে, সে অনুকরণ, স্থূল। ফরা-সীর বল বিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ; জর্ম্মানির রূপ-বিকাশ-চেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার, মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর; জর্ম্মান প্রতি-ভার মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর।

ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মত, কস্তূরীর মত, এক মুহূর্ত্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয়; জর্ম্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মত, পারার মত ভারি, যেখানে পড়ে আছে, ত পড়েই আছে। জর্ম্মানের মাংসপেশী ক্রমাগত, অশ্রান্তভাবে ঠুক্‌ঠাক্ হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে; ফরাসীর নরম শরীর, মেয়ে মানুষের মত; কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা; তার বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন।

জর্ম্মান ফরাসীর নকলে বড় বড় বাড়ী অট্টালিকা বানাচ্ছেন, বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি, অশ্বারোহী, রথী, সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন করছেন কিন্তু—জর্ম্মানের দোতলা বাড়ী দেখলেও, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়,—এ বাড়ী কি মানুষের বাসের জন্য, না হাতী উটের "তবেলা"? আর ফরাসীর পাঁচতলা, হাতী ঘোঁড়া রাখবার বাড়ী দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়ীতে বুঝি পরীতে বাস করবে।

জর্ম্মান প্রভাব।

আমেরিকা জর্ম্মান প্রবাহে অনুপ্রাণিত, লক্ষ লক্ষ জর্ম্মান প্রত্যেক সহরে। ভাষা ইংরাজী হলে কি হয়,—আমেরিকা আস্তে আস্তে জর্ম্মানিত হয়ে

যাচ্ছে। জর্ম্মানির প্রবল বংশবিস্তার; জর্ম্মান বড়ই কষ্টসহিষ্ণু। আজ জর্ম্মানি ইউরোপের আদেশ-দাতা, সকলের উপর! অন্যান্য জাতের অনেক আগে, জর্ম্মানি, প্রত্যেক নবনারীকে, রাজদণ্ডের ভয় দেখিয়ে, বিদ্যা শিখিয়েছে—আজ সে বৃক্ষের ফল ভোজন হচ্ছে। জর্ম্মানির সৈন্য, প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; জর্ম্মানি প্রাণপণ করেছে, যুদ্ধ পোতেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হতে; জর্ম্মানির পণ্য-নির্ম্মাণ ইংরাজকেও পরাভূত করেছে! ইংরাজের উপ-নিবেশেও জর্ম্মান-পণ্য জর্ম্মান-মনুষ্য, ধীরে ধীরে একাধিপত্য লাভ করছে; জর্ম্মানির সম্রাটের আদেশে, সর্ব্বজাতি, চীনক্ষেত্রে, অবনত মস্তকে, জর্ম্মান সেনাপতির অধীনতা স্বীকার করছেন!

সারাদিন ট্রেণ জর্ম্মানির মধ্য দিয়ে চললো; বিকাল বেলা জর্ম্মান আধিপত্যের প্রাচীন কেন্দ্র, এখন পর-রাজ্য, অষ্ট্রিয়ার সীমানায় উপস্থিত। এ ইউরোপে বেড়াবার কতকগুলি হাঙ্গামা আছে। প্রত্যেক দেশেতেই, কতকগুলি জিনিষের উপর, বেজায় শুল্ক; অথবা কোনও কোনও পণ্য, সর-কারের একচেটে, যেমন তামাক। আবার রুষ ও

ইউরোপে চুঙ্গি (Octroi) হাঙ্গামা।

তুর্কিতে, তোমার রাজার ছাড়পত্র না থাকলে, একেবারে প্রবেশ নিষেধ; ছাড়পত্র অর্থাৎ পাশ পোর্ট একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া, রুষ এবং তুর্কিতে, তোমার বই, পত্র, কাগজ সব কেড়ে নেবে; তারপর, তারা পড়ে শুনে, যদি বোঝে যে তোমার কাছে তুর্কি বা রুষের রাজত্বের বা ধর্ম্মের বিপক্ষে কোনও বই কাগজ নাই, তাহলে তা তখন ফিরিয়ে দেবে—নতুবা সে সব বই পত্র জপ্ত কোরে নেবে। অন্য অন্য দেশে এ পোড়া তামাকের হাঙ্গামা বড়ই হাঙ্গামা। সিন্ধুক, প্যাটরা, গাঁটরি, সব খুলে দেখাতে হবে, তামাক প্রভৃতি আছে কি না। আর কন্‌স্টাণ্টিনোপল আসতে গেলে, দুটো বড়, জর্ম্মানি আর অষ্ট্রিয়া, এবং অনেকগুলো ক্ষুদে দেশ মধ্য দিয়ে আসতে হয়;—ক্ষুদেগুলো পূর্ব্বে তুরস্কের পরগণা ছিল, এখন স্বাধীন কৃশ্চান রাজারা একত্র হয়ে, মুসলমানের হাত থেকে, যতগুলো পেরেছে, কৃশ্চানপূর্ণ পরগণা ছিনিয়ে নিয়েছে। এ ক্ষুদে পিঁপড়ের কামড়, ডেওদের চেয়েও অনেক অধিক।

২৫এ অক্টোবর সন্ধ্যার পর ট্রেণ অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে পৌছুল। অষ্ট্রিয়া ও রুষিয়ায় রাজবংশীয় নরনারীকে আর্কডুাক ও আর্ক-ডচেস্ বলে। এ ট্রেণে দুজন আর্কডুাক ভিয়েনায় নাববেন; তাঁরা না নাবলে অন্যান্য যাত্রীর আর নাববার অধিকার নাই। আমরা অপেক্ষা কোরে রইলুম। নানাপ্রকার জরিবুটার উর্দ্দিপরা জনকতক সৈনিক পুরুষ এবং পর্-লাগান টুপি মাথায় জনকতক সৈন্য, আর্কডুাকদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আর্কডুাকদ্বয় নেমে গেলেন। আমরাও বাঁচলুম—তাড়াতাড়ি নেমে, সিন্দুকপত্র পাশ করাবার উদ্যোগ করতে লাগলুম। যাত্রী অতি অল্প; সিন্দুকপত্র দেখিয়ে ছাড় করাতে বড় দেরি লাগলো না। পূর্ব্বে হতে এক হোটেল ঠিকানা করা ছিল; সে হোটেলের লোক গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমরাও, যথা সময়ে, হোটেলে উপস্থিত হলুম। সে রাত্রে আর দেখা শুনা কি হবে; পরদিন প্রাতঃকালে সহর দেখতে বেরুলুম। সমস্ত হোটেলেই এবং ইউরোপের ইংলণ্ড ও

ভিয়েনা নগরী।

জর্ম্মানি ছাড়া প্রায় সকল দেশেই, ফরাসী চাল। হিঁদুদের মত দুবার খাওয়া। প্রাতঃকালে, দুপ্রহরের মধ্যে; সায়ংকালে, ৮টার মধ্যে। প্রত্যূষে অর্থাৎ ৮।৯টার সময় একটু কাফি পান করা। চায়ের চাল, ইংলণ্ড ও রুষিয়া ছাড়া, অন্যত্র বড়ই কম। দিনের ভোজনের ফরাসী নাম—"দেজুনে," অর্থাৎ উপবাসভঙ্গ, ইংরাজী ব্রেক্‌ফাষ্ট। সায়ং ভোজনের নাম—"দিনে", ইং "ডিনার"। চা পানের ধূম রুষিয়াতে অত্যন্ত—বেজায় ঠাণ্ডা, আর চীন সন্নিকট। চীনের চা খুব উত্তম চা, তার অধিকাংশ যায়, রুষে। রুষের চা পানও চীনের অনুরূপ, অর্থাৎ দুগ্ধ মেশান নেই। দুধ মেশালে চা বা কাফি বিষের ন্যায় অপকারক। আসল চা-পায়ী জাতি চীনে, জাপানি, রুষ, মধ্য-আসিয়া-বাসী, বিনা দুগ্ধে চা পান করে; তদ্বৎ আবার তুর্ক প্রভৃতি আদিম কাফি-পায়ী জাতি বিনা দুগ্ধে কাফি পান করে। তবে রুষিয়ায় তার মধ্যে এক টুকরা পাতি নেবু এবং এক ডেলা চিনি চায়ের মধ্যে ফেলে দেয়। গরীবেরা এক ডেলা চিনি মুখের মধ্যে রেখে,

ইউরোপীয় হোটেলে খাবার চাল।

চা।

তার উপর দিয়ে চা পান করে এবং এক জনের পান শেষ হলে, আর এক জনকে সে চিনির ডেলাটা বার কোরে দেয়। সে ব্যক্তিও সে ডেলাটা মুখের মধ্যে রেখে পূর্ব্ববৎ চা পান করে।

অষ্ট্রীয়ার হতশ্রী রাজবংশ।

ভিয়েনা সহর, পারিসের নকলে, ছোট সহর। তবে অষ্ট্রিয়ানরা হচ্ছে জাতিতে জর্ম্মান। অষ্ট্রিয়ার বাদ্‌সা এত কাল প্রায় সমস্ত জর্ম্মানির বাদ্‌সা ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে, প্রুষরাজ ভিলহেলেখের দূরদর্শিতায়, মন্ত্রীবর বিষ্‌মার্কের অপূর্ব্ববুদ্ধিকৌশলে, আর সেনাপতি ফন্‌মল্টকির যুদ্ধপ্রতিভায়, প্রুষরাজ অষ্ট্রিয়া ছাড়া সমস্ত জর্ম্মানির একাধিপতি বাদ্‌সা। হতশ্রী হতবীর্য্য অষ্ট্রিয়া কোনও মতে পূর্ব্বকালের নাম গৌরব রক্ষা করছেন। অষ্ট্রীয় রাজবংশ—হ্যাপ্‌স্‌বর্গ বংশ, ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অভিজাত রাজবংশ। যে জর্ম্মান রাজন্যকুল ইউরোপের প্রায় সর্ব্বদেশেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত যে জর্ম্মানির ছোট ছোট করদ রাজা, ইংলণ্ড রুষিয়াতেও, মহাবল সাম্রাজ্যশীর্ষে সিংহাস

স্থাপন করেছে, সেই জর্ম্মানির বাদ্‌সা এত কাল ছিল এই অষ্ট্রীয় রাজবংশ। সে মান, সে গৌরবের ইচ্ছা, সম্পূর্ণ অষ্ট্রিয়ার রয়েছে,—নাই শক্তি। তুর্ককে, ইউরোপে "আতুর বৃদ্ধ পুরুষ" বলে ; অষ্ট্রিয়াকে, "আতুরা বৃদ্ধা স্ত্রী" বলা উচিত। অষ্ট্রিয়া ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত ; সেদিন পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের নাম ছিল—"পবিত্র রোম সাম্রাজ্য"। বর্ত্তমান জর্ম্মানি প্রোটেষ্টাণ্ট-প্রবল। অষ্ট্রীয় সম্রাট, চিরকাল পোপের দক্ষিণ হস্ত, অনুগত শিষ্য, রোমক সম্প্রদায়ের নেতা। এখন ইউরোপে ক্যাথলিক বাদ্‌সা কেবল এক অষ্ট্রীয় সম্রাট ; ক্যাথলিক সঙ্ঘের বড় মেয়ে ফ্রান্স, এখন প্রজাতন্ত্র ; স্পেন, পোর্ত্তুগাল, অধঃপাতিত ! ইতালী, পোপের সিংহাসনমাত্র স্থাপনের স্থান দিয়েছে ; পোপের ঐশ্বর্য্য, রাজ্য সমস্ত কেড়ে নিয়েছে ; ইতালীর রাজা, আর রোমের পোপে, মুখ দেখাদেখি নাই, বিশেষ শত্রুতা। পোপের রাজধানী রোম, এখন ইতালীর রাজধানী ; পোপের প্রাচীন প্রাসাদ দখল কোরে, রাজা বাস করছেন ; পোপের প্রাচীন ইতালী রাজ্য,

পোপ ও ইতালীর রাজা।

এখন পোপের ভ্যাটিকান্ (vatican) প্রাসাদের চতুঃসীমানায় আবদ্ধ! কিন্তু পোপের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রাধান্য এখনও অনেক—সে ক্ষমতার বিশেষ সহায় অষ্ট্রিয়া। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে, বহুকালব্যাপী, ও পোপ-সহায় অষ্ট্রিয়ার দাসত্বের বিরুদ্ধে, নব্য ইতালীর অভ্যুত্থান। অষ্ট্রিয়া কাযেই বিপক্ষ, ইতালী খুইয়ে বিপক্ষ। মাঝখান থেকে ইংলণ্ডের কুপরামর্শে নবীন ইতালী, মহাসৈন্য-বল, রণপোত-বল সংগ্রহে বদ্ধকর হল। সে টাকা কোথায়? ঋণজালে জড়িত হয়ে, ইতালী উৎসন্ন যাবার দশায় পড়েছে; আবার কোথা হতে উৎপাত—আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তার করতে গেল। হাব্সি বাদ্সার কাছে হেরে, হতশ্রী হতমান হয়ে, বসে পড়েছে। এ দিকে প্রুসিয়া মহাযুদ্ধে হারিয়ে, অষ্ট্রিয়াকে বহুদূর হঠিয়ে দিলে। অষ্ট্রিয়া ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে, আর ইতালী নব জীবনের অপব্যবহারে তদ্বৎ জালবদ্ধ হয়েছে।

নবীন ইতালীর নির্বুদ্ধিতা।

অষ্ট্রিয়ার রাজবংশের, এখনও ইউরোপের সকল রাজবংশের অপেক্ষা গুমর। তাঁরা অতি প্রাচীন, অতি বড় বংশ। এ বংশের বে থা,

বড়, দেখে শুনে হয়। ক্যাথলিক না হলে সে বংশের সঙ্গে বে থা হয়ই না। এই বড় বংশের ভাঁওতায় পড়ে, মহাবীর নেপলঅঁর অধঃপতন!! কোথা হতে তাঁর মাথায় ঢুকলো, যে বড় রাজ-বংশের মেয়ে বে কোরে, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এক মহাবংশ স্থাপন করবেন। যে বীর, "আপনি কোন্ বংশে অবতীর্ণ?" এ প্রশ্নের উত্তরে বলে-ছিলেন যে, "আমি কারুর বংশের সন্তান নই— আমি মহাবংশের স্থাপক," অর্থাৎ আমা হতে মহিমান্বিত বংশ চলবে, আমি কোনও পূর্ব্বপুরুষের নাম নিয়ে বড় হতে জন্মাইনি, সেই বীরের এ বংশমর্য্যাদারূপ অন্ধকূপে পতন হল।

বংশ মর্য্যাদা ও বোনাপার্ট।

রাজ্ঞী জোসেফিন্‌কে পরিত্যাগ, যুদ্ধে পরাজয় কোরে অষ্ট্রিয়ার বাদ্‌সার কন্যা গ্রহণ, মহা সমারোহে অষ্ট্রীয় রাজকন্যা মারি লুইসের সহিত বোনাপার্টের বিবাহ, পুত্রজন্ম, সদ্যজাত শিশুকে রোমরাজ্যে অভিষিক্ত করণ, ন্যাপোলয়ঁর পতন, শ্বশুরের শত্রুতা, লাইপজিস্, ওয়াটারলু, সেণ্ট-হেলেনা, রাজ্ঞী মেরি লুইসের সপুত্র পিতৃগৃহে বাস, সামান্য সৈনিকের সহিত বোনাপার্ট-

সাম্রাজ্ঞীর বিবাহ, একমাত্র পুত্র রোমরাজের, মাতামহগৃহে মৃত্যু, এসব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কথা।

ফ্রান্সে অধুনা বোনাপার্ট সম্বন্ধীয় চর্চ্চা।

ফ্রান্স এখন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল অবস্থায় পড়ে প্রাচীন গৌরব স্মরণ করছে,—আজকাল ন্যাপলঅঁ সংক্রান্ত পুস্তক অনেক। সার্দ্দু প্রভৃতি নাট্যকার, গত নেপোলঅঁ সম্বন্ধে অনেক নাটক লিখছেন; মাদাম্ বারন্‌হার্ড, রেজাঁ প্রভৃতি অভিনেত্রী, কফেলাঁ প্রভৃতি অভিনেতাগণ, সে সব পুস্তক অভিনয় কোরে, প্রতি রাত্রে থিয়েটর ভরিয়ে ফেলছে। সম্প্রতি "লেগ্‌লঁ" (গরুড় শাবক) নামক এক পুস্তক অভিনয় কোরে, মাদাম্ বারন্‌হার্ড পারিস নগরীতে মহা আকর্ষণ উপস্থিত করেছেন।

"গরুড়-শাবক" নাটকের কাহিনী।

গরুড়-শাবক হচ্ছে বোনাপার্টের একমাত্র পুত্র, মাতামহগৃহে ভিয়েনার প্রাসাদে এক রকম নজরবন্দী। অষ্ট্রিয় বাদসার মন্ত্রী, চাণক্য মেটারনিক, বালকের মনে পিতার গৌরবকাহিনী যাতে একেবারে না স্থান পায়, সে বিষয়ে সদা সচেষ্ট। কিন্তু দুজন পাঁচজন বোনাপার্টের পুরাতন সৈনিক, নানা কৌশলে সামবোর্ণ-প্রসাদে,

অজ্ঞাতভাবে, বালকের ভৃত্যত্বে গৃহীত হল; তাদের ইচ্ছা—কোনও রকমে বালককে ফ্রান্সে হাজির করা এবং সমবেত-ইউরোপীয়-রাজন্যগণ-পুনঃস্থাপিত বুর্‌বঁ বংশকে তাড়িয়ে দিয়ে বোনাপার্ট বংশ স্থাপন করা। শিশু—মহাবীর-পুত্র; পিতার রণ-গৌরব-কাহিনী শুনে, সে সুপ্ত তেজ অতি শীঘ্রই জেগে উঠলো। চক্রান্তকারীদের সঙ্গে বালক, সামবোর্ণ প্রসাদ হতে একদিন পলায়ন করলে; কিন্তু মেটারনিকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি পূর্ব্ব হতেই টের পেয়েছিল; সে যাত্রা বন্ধ কোরে দিলে। বোনাপার্ট পুত্রকে সামবোর্ণ প্রাসাদে ফিরিয়ে আনলে,—বদ্ধপক্ষ গরুড়-শিশু, ভগ্ন হৃদয়ে অতি অল্পদিনেই প্রাণ ত্যাগ করলে!

সামবোর্ণপ্রাসাদ দর্শন।

এ সামবোর্ণ প্রাসাদ, সাধারণ প্রাসাদ; অবশ্য—ঘর দোর খুব সাজান বটে; কোনও ঘরে খালি চীনের কায, কোনও ঘরে খালি হিন্দু হাতের কায, কোনও ঘরে অন্য দেশের—এই প্রকার; এবং প্রাসাদাস্থ উদ্যান অতি মনোরম বটে; কিন্তু এখন যত লোক এ প্রাসাদ দেখতে যাচ্ছে, সব ঐ বোনাপার্ট-পুত্র যে ঘরে শুতেন, যে

ঘরে পড়তেন, যে ঘরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, সেই সব দেখতে যাচ্ছে। অনেক আহাম্মক ফরাসী ফরাসিনী, রক্ষী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করছে, "এগলঁ"র ঘর কোনটা, কোন বিছানায় "এগলঁ" শুতেন !! মর্ আহাম্মক, এরা জানে বানাপার্টের ছেলে। এদের মেয়ে, জুলুম কোরে কেড়ে নিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ; সে ঘৃণা এদের আজও যায় না। নাতি, রাখতে হয় নিরাশ্রয়, রেখেছিল। তার রোমরাজ প্রভৃতি কোনও উপাধিই দিত না; খালি অষ্ট্রিয়ার নাতি কাযেই ডুাক বস্। তাকে এখন তোরা গরুর-শিশু কোরে এক বই লিখেছিস্. আর তার উপর নানা কল্পনা জুটিয়ে, মাদাম্ বারনহার্ডের প্রতিভায়, একটা খুব আকর্ষণ হয়েছে; কিন্তু এ অষ্ট্রিয় রক্ষী সে নাম কি কোরে জানবে বল ? তার উপর সে বইয়ে লেখা হয়েছে যে, ন্যাপেলঅঁ-পুত্রকে অষ্ট্রিয়ান্ বাদ্সা, মেটারনিক মন্ত্রীর পরামর্শে, একরকম মেরেই ফেললেন। রক্ষী "এগলঁ" শুনে, মুখ হাঁড়ি কোরে, গোঁজ গোঁজ করতে করতে, ঘর দোর দেখাতে লাগলো; কি করে, বক্সিস্টা ছাড়া বড়ই

মুস্কিল। তার উপর, এ সব অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে সৈনিক বিভাগে বেতন নাই বল্‌লেই হল, এক রকম পেটভাতায় থাকতে হয়; অবশ্য কয়েক বৎসর পরে ঘরে ফিরে যাও। রক্ষীর মুখ অন্ধকার হয়ে স্বদেশপ্রিয়তা প্রকাশ করলে, হাত কিন্তু আপনা হতেই বক্সিসের দিকে চললো। ফরাসীর দল রক্ষীর হাতকে রৌপ্য-সংযুক্ত কোরে, এগলঁর গল্প আর মেটারনিককে গাল দিতে দিতে, ঘরে ফিরলো—রক্ষী লম্বা সেলাম কোরে দোর বন্ধ করলে। মনে মনে সমগ্র ফরাসী জাতির বাপন্ত পিতন্ত অবশ্যই করেছিল।

ভিয়েনা সহরে দেখবার জিনিষ মিউসিয়ম, বিশেষ বৈজ্ঞানিক মিউসিয়ম। বিদ্যার্থীর বিশেষ উপকারক স্থান। নানা প্রকার প্রাচীন লুপ্ত জীবের অস্থ্যাদি সংগ্রহ অনেক। চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকরদের চিত্রই অধিক। ওলন্দাজি সম্প্রদায়ে, রূপ বার করবার চেষ্টা বড়ই কম; জীবপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণ এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। একজন শিল্পী বছরকতক ধরে এক ঝুড়ি মাছ এঁকেছে, হয় ত এক থান মাং

মিউসিয়ম—ওলন্দাজ চিত্র।

না হয়ত এক গ্লাস জল, সে মাছ, মাংস, গ্লাসে জল, চমৎকার-জনক। কিন্তু ওলন্দাজ সম্প্রদায়ের মেয়ে-চেহারা যেন সব কুস্তিগির পালোয়ান !!

অষ্ট্রিয়ার অধঃপতনের কারণ নানা জাতি।

ভিয়েনা সহরে, জর্ম্মান পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিবল আছে, কিন্তু যে কারণে তুর্কি ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে গেল, সেই কারণ এথায়ও বর্ত্তমান, অর্থাৎ নানা বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সমাবেশ। আসল অষ্ট্রিয়ার লোক, জর্ম্মান ভাষী, ক্যাথলিক, হুঙ্গারির লোক, তাতার বংশীয়, ভাষা আলাদা—আবার কতক গ্রীকভাষী, গ্রীকমতের ক্রিশ্চান। এ সকল ভিন্ন সম্প্রদায়কে একীভূত করণের শক্তি অষ্ট্রিয়ার নাই। কাযেই অষ্ট্রিয়ার অধঃপতন।

অষ্ট্রিয়ার পরিণাম।

বর্ত্তমানকাল ইউরোপখণ্ডে জাতীয়তার এক মহা তরঙ্গের প্রাদুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম্ম এক জাতীয় সমস্ত লোকের একত্র সমাবেশ। যেথায় ঐ প্রকার একত্র সমাবেশ সুসিদ্ধ হচ্ছে, সেথায়ই মহাবলের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই নাশ। বর্ত্তমান অষ্ট্রিয় সম্রাটের মৃত্যুর পর, অবশ্যই জর্ম্মানি অষ্ট্রিয়

সাম্রাজ্যের জর্ম্মানভাষী অংশটুকু উদরসাৎ করবার চেষ্টা করবে—রুষ প্রভৃতি অবশ্যই বাধা দেবে; মহা আহবের সম্ভাবনা; বর্ত্তমান সম্রাট অতি বৃদ্ধ—সে দুর্য্যোগ আশু-সম্ভাবী। জর্ম্মান সম্রাট, তুর্কির সুলতানের আজকাল সহায়; সে সময়ে যখন জর্ম্মানি অষ্ট্রিয়া-গ্রাসে মুখ ব্যাদান করবে, তখন রুষ-বৈরী তুর্ক, রুষকে কতকমতক বাধা ত দেবে—কাযেই জর্ম্মান সম্রাট তুর্কের সহিত বিশেষ মিত্রতা দেখাচ্ছেন।

ভিয়েনায় তিন দিন; দিক্ কোরে দিলে। পারিসের পর ইউরোপ দেখা, চর্ব্ব্যচোষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাট্‌নি চাকা—সেই কাপড়চোপড় খাওয়াদাওয়া, সেই সব এক ঢঙ্গ, দুনিয়াশুদ্ধ সেই এক কিম্ভূত কালো জামা, সেই এক বিকট টুপি! তারউপর উপরে মেঘ, আর নীচে পিল্ পিল্ করছে এই কালো টুপি, কালো জমার দল,—দম্ যেন আট্‌কে দেয়। ইউরোপশুদ্ধ সেই এক পোষাক, সেই এক চালচলন হয়ে আসছে! প্রকৃতির নিয়ম—ঐ সবই মৃত্যুর চিহ্ন! শত শত বৎসর কসরত কোরে, আমাদের আর্য্যেরা আমাদের

ইউরোপ অবনতির মুখ ধরিয়াছে।

এমনি কাওয়াজ করিয়ে দেছেন, যে আমরা এক ঢঙ্গে দাঁত মাজি, মুখ ধুই, খাওয়া খাই, ইত্যাদি, ইত্যাদি,—ফল, আমরা ক্রমে ক্রমে যন্ত্রগুলি হয়ে গেছি; প্রাণ বেরিয়ে গেছে, খালি যন্ত্র-গুলি ঘুরে বেড়াচ্ছি! যন্ত্রে 'না' বলে না, 'হাঁ' বলে না, নিজের মাথা ঘামায় না, "যেনাস্য পিতরো যাতাঃ" (বাপ দাদা যে দিক দিয়ে গেছে) চলে যায়, তারপর পচে মরে যায়। এদেরও তাই হবে!—কালস্য কুটিলা গতিঃ, সব এক পোষাক, এক খাওয়া, এক ধাঁজে কথা কওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি, হতে হতে ক্রমে সব যন্ত্র, ক্রমে সব যেনাস্য পিতরো যাতাঃ হবে, তার পর পচে মরা!!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির ফটো।

(১) শ্রীরামকৃষ্ণ, বসা, ক্যাবিনেট, সিলভার ।৵০, ব্রোমাইড ৸৶০ (২) ঐ কার্ড ।০ ব্রোমাইড ।৴০ (৩) ঐ ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট ১৫" × ১২" ইঞ্চি, ৫৲ টাকা (৪) দাঁড়ান ॥০, ব্রোমাইড ৸৶০ (৫) সমাধিমগ্ন, দাঁড়ান, পশ্চাতে হৃদয়, সম্মুখে কেশবাদি ব্রাহ্মভক্ত, কার্ড ।৴০, ব্রোমাইড ॥০ (৬) পঞ্চবটী ব্রোমাইড ৸৶০ (৭) ঐ ১৫" × ১২" ইঞ্চি ৫৲ টাকা (৮) মঠের ঠাকুর ঘর ।০, ব্রোমাইড ।৴০ (৯) স্বামী বিবেকানন্দ, চিকাগো (Bust) পাগড়ীবাঁধা, ক্যাবিনেট ॥০, ব্রোমাইড ৸৶০ (১০) পাগড়ী আলখাল্লা পরা, বসা, ধ্যাননিমগ্ন ক্যাবিনেট ॥০ ব্রোমাইড ৸৶০ (১১) বসা. মুণ্ডিত মস্তক ক্যাবিনেট ॥০ ব্রোমাইড ৸৶০ (১২) স্বামীজি, তাঁহার কতিপয় সন্ন্যাসীভ্রাতা ও পশ্চাত্য শিষ্যাদির গ্রূপ ক্যাবিনেট ॥০, ব্রোমাইড ৸৶০ (১৩) স্বামীজির বিভিন্ন প্রকারের ছোট ছোট ২৭টা ফটো, ৩টা ক্যাবিনেটে সম্পূর্ণ (ক) ভারতীয় (খ) বিলাতী (গ) এমেরিকান, প্রত্যেকটা ॥০ ব্রোমাইড ৸৶০ (১৪) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অভেদানন্দ, ত্রিগুণাতীত প্রভৃতি ১০ জন সন্ন্যাসী-শিষ্যের গ্রূপ ৮॥০" × ৬॥০" ইঞ্চি সিল্‌ভার ৸৶০, ব্রোমাইড ১।০(১৫) শ্রীরামকৃষ্ণের ছোট লকেট ফটো, সিলভার ৴৹ ব্রোমাইড ৴১০ (১৬) শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির ফ্রেম যুক্ত লকেট ফটোর (Brooch) ॥৶০ (১৭) স্বামীব্রহ্মানন্দ, সিলভার ॥০, ব্রোমাইড ৸৶০ (১৮) স্বামী সারদানন্দ, সিলভার ॥০, ব্রোমাইড ৸৶৹ আনা।

পোষ্টেজাদি স্বতন্ত্র। অর্ডার দিবার সময় নম্বরাদি জানাইবেন।

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।